চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 239 Saturday, 29 July, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ২৩৯ সংখ্যা ❋ ১২ শ্রাবণ, ১৪৩০, শনিবার, ২৯ জুলাই , ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

ম্যানগ্রোভ ঘেরা সুন্দরবনের বাদাবনে সৌর আলোর ব্যবস্থা করলো কলকাতা সোসাইটি ফর কালচারাল হেরিরেজ ও সুপার শক্তি ফাউন্ডেশন।...বিস্তারিত পাতা ৩

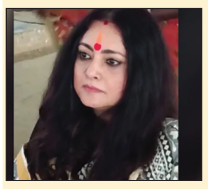

আসানসোল স্কুল কান্ডে দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা চান দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল ।...বিস্তারিত পাতা ৫

দিল্লির মালব্য নগরে খুন হলেন এক কলেজ ছাত্রী। দক্ষিণ দিল্লির অরবিন্দ কলেজের বাইরে এক কলেজ ছাত্রীর দেহ উদ্ধার হয়।...বিস্তারিত পাতা ৬

ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ দিয়ে এ বছরের বিশ্বকাপের প্রস্তুতি শুরু করল ভারত।...বিস্তারিত পাতা ৮

বিদেশযাত্রায় বাধা নেই, রুজিরাকে আটকানোয় সুপ্রিম কোর্টে ক্ষমা চাইল ইডি

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই ঃ প্রায় দেড় মাস আগে বিদেশ যাওয়ার পথে কলকাতা বিমানবন্দরে আটকে দেওয়া হয়েছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রুজিরা ও তাঁর সন্তানদের। সেবার বিদেশ না গিয়ে ফিরতে হয়েছিল তাঁদের। ইডির আপত্তিতেই রুজিরার বিদেশযাত্রা হয়নি সেবার। তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত চলায় দেশ ছেড়ে যেতে পারবেন না, এমনই বলা হয়েছিল ইডির তরফে। যদিও রুজিরা আগেই ইডিকে বিদেশযাত্রার কথা জানিয়েছিলেন বলে দাবি করেছিলেন। সেই ঘটনার জন্য এবার ইডি ক্ষমা চাইল শীর্ষ আদালতে। সূত্রের খবর, ইডির অবগতিতেই সেবার সন্তানদের নিয়ে বিদেশ যাচ্ছিলেন রুজিরা। তাঁকে আটকানো ঠিক হয়নি। পাশাপাশি রুজিরার বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিসও প্রত্যাহার করতে চলেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। দু'মাস পর ফের মামলার শুনানি। পাশাপাশি এদিন ইডি সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদেশযাত্রায়ও কোনও বাধা নেই। ইডিকে এক সপ্তাহ আগে জানালেই হবে। এই মুহূর্তে অভিষেক চোখের চিকিৎসার জন্য আমেরিকা গিয়েছেন। এই বিদেশযাত্রা নিয়ে তিনি ইডি এবং আদালতকে আগে থেকে জানিয়েছিলেন। আর তার পরিপ্রেক্ষিতেই এবার বড় স্বস্তি মিলল তাঁর। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জয় কউল ও বিচারপতি সুধাংশু ধুলিয়ার ডিভিশন বেঞ্চে ওঠে মামলাটি। অভিষেক-রুজিরার হয়ে সওয়াল করেন বর্ষীয়ান আইনজীবী কপিল সিব্বল। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ইতিমধ্যে বিদেশ গিয়েছেন বলে জানান আইনজীবী। তা জেনে ইডির কাছে বিচারপতিদের প্রশ্ন, অভিষেকের বিরুদ্ধে কি লুকআউট নোটিস আছে? তাতে ইডির জবাব, শিথিল হয়েছে শর্ত। বিচারপতি জানান, বিদেশ চলে গিয়েছেন অথচ লুক-আউট নোটিস, ব্যাপারটা পরস্পরবিরোধী। এরপরই বিচারপতিদের নির্দেশ, লুক-আউট নোটিস প্রত্যাহার করতে হবে। গত ৫ জুন, থাইল্যান্ড যাওয়ার পথে রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দমদম বিমানবন্দরে আটকায় অভিবাসন দপ্তর। যুক্তি হিসেবে ইডির নিষেধাজ্ঞার কথা জানানো হয়। সন্তানদের নিয়ে বিমানবন্দর থেকে ফিরে আসেন রুজিরা। এরপর তাঁর বিরুদ্ধে লুক-আউট নোটিসও জারি করে ইডি। এর বিরোধিতায় সুপ্রিম কোর্টে রুজিরা ও অভিষেক মামলা দায়ের করেন। সেই মামলায় শুক্রবার কার্যত মুখ পুড়ল ইডির। আগে থেকে জানানো সত্ত্বেও রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আটকানোর জন্য ক্ষমা চাইতে হল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে।

বেআইনি ওষুধ বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে তোপ

কালপ্রিটদের ছাড়া হবে না, ফাঁসি দেওয়া উচিত ঃ রাজ্যপাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জুলাই ঃ স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে যেমন রিপোর্ট তলব করেছে রাজভবন। এরইমধ্যে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ শোনা গেল রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের গলায়। রাজ্যপাল বোসের দাবি, মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ ব্যবহার করা হয় এ রাজ্যে। শুক্রবার সল্টলেকে এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি। সেখানেই রাজ্যপাল বলেন, মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধের রমরমা এখানে। শুক্রবার এক অনুষ্ঠানে গিয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বলেন, রাজভবন একটি ইমেল পেয়েছে। সেখানে ভয়াবহ এক চক্রের উল্লেখ করা হয়েছে। মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধের চক্র। তদন্ত হবে। কালপ্রিটদের ছাড়া হবে না। ফাঁসি দেওয়া উচিত। এ শহরে প্রায়ই জাল ওষুধচক্রের খোঁজ মেলে।

কিছুদিন আগেই কলুটোলা ড্রাগ কন্ট্রোলার অরগাইজেশনের অভিযান চালানো হয়েছিল। সেখানে প্রায় ২ কোটি টাকার ওষুধ উদ্ধার করা হয়। নামকরা ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থার লোগো ব্যবহার করে এই চক্র চলছিল। সিডিএসসিও-র অনুমান, শহরের বহু জায়গায় এই জাল ছড়িয়ে রয়েছে। কলুটোলায় লাইসেন্সহীন একটি গুদাম ঘরে কোটি কোটি টাকার বেআইনি ওষুধ মজুত ছিল। রাজ্যপাল এদিন বলেন, মেয়াদ পার হয়ে যাওয়ার পরও এই সব ওষুধের গায়ে নতুন করে লেবেল লাগিয়ে বিক্রির জন্য কলকাতায় পাঠানো হচ্ছে। কয়েক কোটি টাকার ব্যবসা এটা। বেআইনি ওষুধ বিক্রেতাদের লাভের পকেট ভরলেও সাধারণ মানুষের জীবন যে কতটা ঝুঁকির দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে, সে কথাও এদিন শোনা যায় রাজ্যপাল বোসের গলায়। তিনি রাজ্যবাসীকে আশ্বাস দিয়েছেন, এই ঘটনার তদন্ত হবে। এমন ভয়াবহ ব্যবসায় যাঁরা নেমেছেন তাঁদের ফাঁসি হওয়া উচিত বলেই মত রাজ্যপালের।

হৈচৈ-এ উত্তাল সংসদ, মুলতুবি লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই ঃ মণিপুর ইস্যুতে 'ইন্ডিয়া' জোটের হইহট্টগোলে শুক্রবারও উত্তাল হল সংসদের উভয়কক্ষ। বিরোধীদের স্লোগান ও হইচইয়ে এদিনও রাজ্যসভা ও লোকসভার কাজ পন্ড হয়েছে। রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখ। ও তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েনের মধ্যে এদিন তর্ক--বিতর্কের সাক্ষী থেকেছে উচ্চকক্ষ, এরপর দিনের মতো রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেন চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়। লোকসভাতেও এদিন মণিপুর ইস্যুতে স্লোগান দিতে থাকেন বিরোধী সাংসদরা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিবৃতির দাবিতে সরব হন বিরোধী সাংসদরা। হইহট্টগোলের মধ্যেই লোকসভার অধিবেশন প্রথমে দুপুর বারোটা পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয়। পরে অধিবেশন শুরু হলেও, স্লোগান চলতে থাকে। তারপর দিনের মতো লোকসভার অধিবেশনও মুলতুবি করে দেওয়া হয়। লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন পুনরায় শুরু হবে আগামী সোমবার। লোকসভায় এদিন অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে অবিলম্বে আলোচনার দাবি জানান বিরোধীরা। লোকসভায় এদিন জাতীয় নার্সিং এবং মিডওয়াইফারি কমিশন বিল, ২০২৩ পাশ হয়েছে। প্রসঙ্গত, মণিপুর ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতির দাবি জানিয়ে শুক্রবার সকালে সংসদের বাইরেও বিক্ষোভ দেখান 'ইন্ডিয়া' জোটের সদস্যরা। পাশাপাশি নিজেদের মধ্যে কৌশল ঠিক করতে রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গের ঘরে বৈঠকও করেন সমমনোভাবাপন্ন বিরোধীরা।

মুসলিম মহিলাদের ১০০০ টাকা করে লক্ষ্মী ভান্ডার দেওয়ার প্রস্তাব তৃণমূল বিধায়কের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জুলাই ঃ বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে লক্ষীর ভান্ডার নিয়ে প্রশ্ন তুললেন শাসকদলের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। শুক্রবার বিধানসভায় ডেবরায় বিধায়ক প্রশ্নোত্তর পর্বে জানতে চান, তফসিলি জাতি উপজাতি মহিলাদের মতো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মহিলাদের লক্ষ্মীর ভান্ডারের অর্থ ১০০০ টাকা দেওয়া হবে কি না? উত্তরে সংশ্লিষ্ট দফতরের মন্ত্রী শশী পাঁজার বক্তব্য, ধর্মীয়ভাবে এটা করা হয় না। এটা প্রান্তিক মানুষদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী করেছেন। তিনি আরও জানান, এই মুহূর্তে লক্ষ্মীর ভান্ডারের উপভোক্তার সংখ্যা ১ কোটি ৯৮ লক্ষ ৩৭ হাজার ৩৩ জন। উত্তর পর্ব চলাকালীনই প্রতীচি ট্রাস্টের একটি রিপোর্ট তুলে ধরে হুমায়ুন কবীর বলেন, সংখ্যালঘু মহিলাদের অবস্থা আর্থিকভাবে ভাল না। আমরা যখন পঞ্চায়েতের ভোট প্রচারে গিয়েছিলাম, তখন ওই সম্প্রদায়ের মহিলাদের একাংশ বলেছিলেন, তাঁরাও তো ভোট দেন, কিন্তু ৫০০ টাকা করে কেন পাচ্ছেন? যেখানে তফসিলি মহিলারা ১০০০ টাকা করে পাচ্ছেন।'' মন্ত্রী শশী পাঁজা তখন উত্তর দেন, উনি অন্য কোনও দলের থেকে রাজনৈতিক ব্যাখ্যা শুনে থাকতে পারেন। এটা রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে নির্দিষ্ট মাপকাঠি অনুসারে সকলকে দেওয়া হচ্ছে। বিধায়ক ফের বলেন, আমি বুঝেছি এটা ধর্মীয়ভাবে হয় না। অন্তত ওবিসি সংখ্যালঘু মহিলাদের ১০০০ টাকা করে দেওয়া হোক। হুমায়ুন কবীর গোটা প্রশ্নোত্তর পর্ব ইংরাজিতে করেন। তা নিয়ে বিধায়কের উদ্দেশে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আপনি অমর্ত্য সেনের রিপোর্টের কথা বলছেন। এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উল্লিখিত

রিপোর্টটি আপনি টেবিলে জমা দেবেন। এরপর স্পিকারের বক্তব্য, লক্ষীর ভান্ডার নিয়ে আপনি যখন প্রশ্ন করছেন, তখন বাংলাতে করুন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ব্যাখ্যা, লক্ষীর ভান্ডার নিয়ে এহেন প্রশ্ন করে রাজ্য সরকারকে কিছু বিব্রত করেছেন দলেরই বিধায়ক। প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের বাজেট ঘোষণায় তফসিলি জাতি-উপজাতিদের জন্য ঢালাও ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৪০ হাজারের বেশি তফসিলি মানুষকে ১ হাজার টাকা করে পেনশন দেওয়া হয়। মমতা ঘোষণা করেন, লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পেও মাসে ১০০০ টাকা করে পাবেন তফসিলি পরিবারের মহিলারা। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিধায়ককে যখন এই নিয়ে প্রশ্ন করা হয়, তিনি বারংবার বিভিন্ন এনজিও-র রিপোর্ট তুলে ধরেন। কিন্তু একজন শাসকদলের বিধায়ক হিসাবে তিনি নিজে কী মনে করেন, সত্যিই কি বাংলায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মহিলাদের আর্থিক অবস্থা খারাপ? প্রশ্নের একেবারের শেষ হুমায়ুন কবির উত্তর দেন, এ রাজ্যের বিভিন্ন সার্ভে রিপোর্ট বলছে, মাত্র এক শতাংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মহিলা চাকরি করেন, ৩০-৩৫ শতাংশ মহিলা কৃষিকাজ করেন, বাকিরা কেউ কোনও কাজ করেন না। সেই কারণেই তিনি এই বিষয়টির সঙ্গে সহমত। তাঁর প্রশ্ন একই কারণে যদি তফশিলি মহিলারা ১০০০ টাকা করে পেয়ে থাকেন, তাহলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মহিলারা কেন পাবেন না? জবাবে অবশ্য শশী পাঁজা স্পষ্টতই সরকারের অবস্থান জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু শাসক বিধায়কের এই প্রশ্নে যে দল অস্বস্তিতে পড়ে, তা স্পষ্টত দেখা যায়। কারণ প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ হতেই দেখা যায়, বিধানসভার ভিতরেই হুমায়ুন কবিরকে ঘিরে ধরে শাসকদলের অন্যান্য বিধায়ক নির্মল ঘোষ, তাপস রায়, অরূপ বিশ্বাসরা তাঁর সঙ্গে কথা বলেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, সংখ্যালঘুদের ভোট মমতা সরকারের বড় ভরসার জায়গা। সেখানে এ ধরনের প্রশ্ন সরকারের অস্বস্তি বাড়িয়েছে। সংখ্যালঘু বিধায়কের বিরুদ্ধে দল কোনও পদক্ষেপ করে কিনা, সেটাও দেখার বিষয়।

নিয়োগের দাবীতে প্রতিবাদ মিছিল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জুলাই ঃ ধর্মতলা কোলকাতা- বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের চাকরি সুনিশ্চিত এর লক্ষ্যে সরকার ঘোষিত ১৪৯৭৭ সুপারনিউমেরারী পদে নিয়োগের দাবীতে আজ নবম-দ্বাদশ গ্রুপ সি-ডি

ওয়ার্ক ফিজিক্যাল চাকরিপ্রার্থীদের বৃহ অংশ প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হন। চাকরিপ্রার্থীদের বক্তব্য- এক লোকসভা থেকে আর এক লোকসভা আসতে চলেছে তবু প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ণ হয়না। বঞ্চিতদের নিয়োগ নিয়ে সরকারের আদৌ সদিচ্ছা আছে কিনা এই প্রশ্ন তুলেছেন তারা। তারা মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চান অযোগ্যদের ফ্যামিলি আছে যোগ্যদের কি ফ্যামিলি নেই? আজ যোগ্যদের প্রায় ৯০০ দিন ন্যায্য চাকরির দাবীতে রাস্তায় অবস্হান- অনশন করতে হচ্ছে। সরকার শুধু মুখেই মানবিক। এদিকে যে সুপারনিউমেরারী পোস্টে বঞ্চিতদের চাকরি দেওয়ার কথা সেখানে স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান অযোগ্যদের কথা লিখে আইনি জটিলতা সৃষ্টি করেছে। সুপ্রিম কোর্টে ৫ মাস অন্তর এই কেসের হেয়ারিং হয়। এটা বিচার দেওয়ার নামে প্রহসন মাত্র। এদিকে অযোগ্যরা সাদা খাতা জমা দিয়েও স্কুলে যাচ্ছে। জনপ্রিয় নেতা সুদীপ মন্ডল জানিয়েছেন- শুধুমাত্র যোগ্যদের জন্য নিউমেরারী পোস্টে হলফনামা জমা দিয়ে আর্জেন্ট ম্যাটারে দ্রুত শুনানি করিয়ে সকল মেধাতালিকাভুক্ত যোগ্যদের দ্রুত স্কুলে পাঠানো হোক। রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ ও দ্রুত সুপারনিউমেরারী পোস্টের বাস্তবায়ণের অপেক্ষায় রয়েছে ১৫০০০ চাকরিপ্রার্থী।

চোরের মায়ের বড় গলা ঃ পাল্টা দিলেন কুণাল ঘোষ

শুভেন্দুর উদ্দেশ্যে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জুলাই ঃ এবার দুর্নীতি ইস্যুতে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর যোগ নিয়ে অভিযোগ তুললেন বিরোধী দলনেতা। শুক্রবার বিধানসভার বাইরে দীর্ঘ সাংবাদিক বৈঠকে তাঁর নিশানায় প্রশান্ত কিশোরের সংস্থা আই প্যাক। নিয়ম বহির্ভূতভাবে এই সংস্থাকে সরকারি টেন্ডার পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ তুললেন তিনি। প্রমাণ হিসেবে নথিও সামনে আনলেন। যদিও তাঁর এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করে তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের শ্লেষ, চোরের মায়ের বড় গলা। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী' নামে একটি হেল্পলাইন নম্বর চালু করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে ফোন করে সরাসরি তাঁর দপ্তরে অভিযোগ জানানো যেত। আর এদিন শুভেন্দুর নিশানায় সেই গ্রিভান্স সেলই। শুভেন্দুর অভিযোগ, নিয়ম বহির্ভূতভাবে দিল্লির একটি সংস্থাকে টেন্ডার পাইয়ে দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, গ্রিভান্স সেলের পরিকাঠামো তৈরির জন্য তথ্য ও প্রযুক্তি দপ্তরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। কয়েকটি সংস্থা টেন্ডার প্রক্রিয়া অংশগ্রহণ করে। দিল্লির একটি সংস্থায় নিয়মমাফিক টেন্ডার পায়। কিন্তু পছন্দের সংস্থা না হওয়ায় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের তরফে টেন্ডার বাতিল করতে বলা হয়। কিন্তু তথ্য ও প্রযুক্তি দপ্তরের আধিকারিকরা তা করতে রাজি ছিলেন না। কিন্তু পরবর্তী সময় স্বরাষ্ট্রদপ্তর ডব্লুবিটিএলকে দায়িত্ব দেয়। তার মাধ্যমে আই প্যাক নামের ঘনিষ্ঠ সংস্থা দায়িত্ব পায়। আমার ধারণা, এই ঘটনা সঙ্গে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী যুক্ত ছিলেন। এসব তিনি নথি-সহ রাজ্যপালকে ই-মেল করেছেন বলেও জানান।তাঁর দীর্ঘ সাংবাদিক বৈঠকের পর পাল্টা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। এ প্রসঙ্গে সরাসরি শুভেদুর উদ্দেশে তাঁর পালটা কটাক্ষ, চোরের মায়ের আবার বড় গলা। যত সব চোর, জোচ্চোর, ডাকাত, সিবিআইয়ের এফআইআরে নাম থাকা লোক আবার অন্যের দুর্নীতি নিয়ে কথা বলছে! উনি যদি রাজ্যপালকে মেল করেন, তাহলে আমিও কাঁথি পুরসভার দুর্নীতি নানা তথ্য-প্রমাণ রাজ্যপালকে পাঠাই।

ছাত্রদের দিয়ে এবার বড় ছক তৃণমূলের

দুরন্ত বার্ত, কলকাতা, ২৮ জুলাই ঃ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর জেলা দিয়ে প্রচারে নামছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। ২৮ আগস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে গোটা রাজ্যজুড়ে প্রচারে নামছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। আজ, শুক্রবার থেকে প্রচার অভিযান শুরু। ২৮ জুলাই- মেদিনীপুর, ঘাটাল, কাঁথি, তমলুক, ঝাড়গ্রাম। ৩১ জুলাই- আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং,২ আগস্ট - দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তর দিনাজপুর, মালদহ,৩ আগস্ট - মুর্শিদাবাদ, জঙ্গিপুর,এবারেও উত্তরের তিন জেলা ও দুই মেদিনীপুর থেকে বেশি সদস্য টার্গেট তৃণমূল ছাত্র পরিষেদের। ২৮ আগস্ট টিএমসিপি-র সভায় মমতা বন্দ্যো পাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যো পাধ্যায় বক্তব্য রাখবেন বলে জানা গিয়েছে। সচরাচর

২৮ আগস্টের ভাষণে ছাত্র ও যুব সমাজকে রাজনীতি, সমাজ বোধ, নেতৃত্বের পাঠ দেন তৃণমূল নেত্রী। তবে রাজ্য এবং জাতীয় রাজনীতির নানা দিক ছুঁয়েও যান বক্তব্যে। এ বছর দলনেত্রী তাঁর ভাষণে দলের নবীন প্রজন্মের নেতা কর্মীদের অগ্রাধিকার দিতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। সদ্য লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে নিশ্চিত ভবিষ্যতের আশায় থাকা তরুণ-তরুণীদের কর্মসংস্থানের আশ্বাসও দিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। এ ছাড়াও শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি নিয়ে যে লাগাতার অভিযোগ উঠছে, শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর সরকার কী করেছে তাও শোনাতে পারেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৮ আগস্ট সমগ্র শিক্ষক সমাজকেও কিছু বার্তা দিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী, এমনটাও মনে করা হচ্ছে। এ ছাড়াও ২০২৪-এর লক্ষ্যে এ রাজ্যের একেবারে তরুণ ভোটারদের জন্যও কোনও বার্তা থাকতে পারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যে। দেশের বর্তমান সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের পড়ুয়াদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারেন তৃণমূল নেত্রী।

আজ মণিপুরে যাচ্ছে 'ইন্ডিয়া' জোট

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই ঃ বিরোধীদের ইন্ডিয়া' জোট মণিপুরে যাচ্ছে শনিবার, ২৯ জুলাই। দু'দিনের এই সফরে ২৬ দলের প্রতিনিধিরা কথা বলবেন সব পক্ষের সঙ্গে। বিরোধীদের এই মণিপুর সফরকে কটাক্ষ করলেন বিজেপি সাংসদ রবি কিশান। শুক্রবার সংসদ চত্বরে রবি কিশান বলেছেন, তাঁরা (বিরোধীরা) যেখানে খুশি সেখানেই যেতে পারেনা, তাঁদের পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও চিনেও যাওয়া উচিত। প্রসঙ্গত, হিংসায় উত্তপ্ত মণিপুরের বর্তমান পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে সে রাজ্যে যাচ্ছেন বিরোধী জোট ইন্ডিয়া'র একটি প্রতিনিধিদল। শনিবার মণিপুরে পৌঁছবেন প্রতিনিধিদলের সদস্যেরা। রবিবার পর্যন্ত সেই রাজ্যে থেকে প্রায় সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করবেন তাঁরা। বিরোধী জোটের একটি সূত্র মারফত এমনটাই জানা গিয়েছে। এরপর ৩-র পাতায়

অস্বস্তি বাড়ল রাজ্যের, রামনবমীর অশান্তিতে এনআইএ তদন্ত সংক্রান্ত মামলা থেকে সরলেন বিচারপতি ভট্টাচার্য্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জুলাই ঃ রামনবমী সংক্রান্ত মামলায় এনআইএ তদন্ত ঠেকাতে চায় রাজ্য। ঠিক তারই মধ্যে রামনবমী সংক্রান্ত মামলা থেকে সরে দাঁড়ালেন বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য। কারণ হিসাবে কেন্দ্রের তরফে দাবি করা হয়েছিল, এই মামলা শোনার এক্তিয়ারই নেই বিচারপতি ভট্টাচার্যের। রামনবমী মিছিল ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল হাওড়ার শিবপুর, হুগলির রিষড়া ও ডালখোলা। অশান্তির রেশ ছিল কয়েকদিন। সেই অশান্তির ঘটনায় আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছিলেন। সেই মামলায় রাজ্যের তরফে বলা হয়েছিল, রাজ্যের এই ঘটনায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার কোনও প্রয়োজন নেই।পরবর্তীতে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ ছিল, কে বা কারা এই

অশান্তিতে উসকানি দিয়েছে বা লাভবান হয়েছে, তা জানা রাজ্য পুলিশের পক্ষে সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় সংস্থা প্রয়োজন। তদন্তভার নিতে প্রস্তুত বলেও আদালতে জানিয়েছিল এনআইএ। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতে যায় রাজ্য। কিন্তু হাই কোর্টের নির্দেশ বহাল রাখে শীর্ষ আদালত। রাজ্যের দাবি ছিল, রাজ্য পুলিশ সঠিক পথে তদন্ত করছে। সবক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতে তদন্তভার গেলে রাজ্য পুলিশের মনোবল ধাক্কা খাবে। পালটা কেন্দ্রের দাবি ছিল, অশান্তিতে বোমা পড়েছে। আর এধরনের বিস্ফোরণের তদন্তে এণআইএ সিদ্ধহস্ত। এরপরই রামনবমী অশান্তির তদন্তে রাজ্যের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয় এনআইএ। এদিকে রামনবমী মামলায় এনআইএ তদন্ত ঠেকাতে মরিয়া রাজ্য। সুপ্রিমকোর্ট রাজ্যের এনআইএ বিরোধিতা সংক্রান্ত আবেদন খারিজ করার পরে বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্যের এজলাসে এবার ফের একই আবেদন নিয়ে মামলা দায়ের করে রাজ্য। এদিকে কেন্দ্রের দাবি, এই মামলা শোনার এক্তিয়ারই নেই বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্যের। এরপরই মামলা ছাড়লেন বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য। ফলে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর এজলাসে আবার রাজ্যের অসহযোগিতার মামলায় শুনানির মুখে পড়তে হবে রাজ্য সরকারকে।

'এক দেশ এক নির্বাচন' নীতি নিয়ে কাজ শুরু আইন কমিশনের!

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই ঃ নির্বাচনী ইস্তেহারে থাকা রাম মন্দির নির্মাণ, অনুচ্ছেদ ৩৭০ বিলোপ, তিন তালাক প্রথা নিষিদ্ধ করার কাজ ইতিমধ্যেই শেষ। এবার এক দেশ, এক নির্বাচনের' লক্ষ্যে এগোচ্ছে মোদি সরকার। প্রচারের আলোর আড়ালে থেকেই অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির স্বপ্নের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ। বৃহস্পতিবার সংসদে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল জানিয়েছেন,ইতিমধ্যেই ওই নীতি কার্যকর করার ব্যবহারিক দিকগুলি খতিয়ে দেখার জন্য আইন কমিশনের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। এ নিয়ে কেন্দ্র ইতিমধ্যেই সব স্টেকহোল্ডারদের আলোচনা হয়েছে। নীতি আয়োগ, আইন কমিশন, নির্বাচন কমিশনও এই ভাবনাকে সমর্থন জানিয়েছে বলে দাবি করেছেন আইনমন্ত্রী। অর্জুন রাম মেঘওয়ালের বক্তব্য, এক দেশ এক নির্বাচন প্রক্রিয়া চালু হলে বারবার নির্বাচনের জন্য যে বিপুল টাকা খরচ হয়, সেটা সাশ্রয় হবে। সাশ্রয় হবে সময়ও। তাছাড়া বারবার নির্বাচনী আচরণ বিধির জন্য উন্নয়নের কাজ থমকে যায়, সেটাও হবে না। আবার একসঙ্গে রাজ্য ও কেন্দ্রের নির্বাচন হলে সরকারি কর্মীদের পরিশ্রমও কমবে নির্বাচন প্রক্রিয়াও সরল হবে। বস্তুত ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পরই এক দেশ এক নির্বাচনের পক্ষে সওয়াল করা শুরু করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আবার বিরোধী শিবির শুরু থেকেই এর বিরোধী। তারা মনে করছে, এই প্রক্রিয়া চালু হলে রাজ্য নির্বাচনগুলিও জাতীয় ইস্যু দ্বারা প্রভাবিত হবে। রাজ্য ও কেন্দ্রের নির্বাচনে যে বৈচিত্র থাকে, সেটাও হারিয়ে যাবে। যাতে আখেরে লাভ বিজেপির।

২০২২ সালের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় 'সুপ্রিম' স্থগিতাদেশ

নয়াদিল্লি, ২০২২ সালের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সুপ্রিম' স্থগিতাদেশ। শীর্ষ আদালতের বিচারপতি হিমা কোহলি ও বিচারপতি রাজেশ বিন্দলের ডিভিশন বেঞ্চ এই রায় দেয়। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বহাল থাকবে এই রায়। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে স্বাভাবিকভাবেই দুশ্চিন্তায় ১২ হাজার শিক্ষক।২০২২ সালের প্রাথমিক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয় ২০২০-২০২২ শিক্ষাবর্ষে ডিএলএড প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা। বিচারপতি অভিজি গঙ্গোপাধ্যায় ওই মামলায় নির্দেশ দেন তাঁদের ২০২২ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে দিতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ টেট উত্তীর্ণদের যাবতীয় তথ্য জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয়।এদিকে, বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানায় ২০২০ সালের আগের প্রশিক্ষিতরা। নির্ধারিত কোর্স শেষ না করে কীভাবে প্রার্থীদের পরীক্ষায় বসার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে, প্রশ্ন তুলে তাঁরা ফের কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়। মামলার জল গড়ায় সুপ্রিম কোর্টেও। টেটে অংশ নিতে চেয়ে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হন ২০২০-২২ সালের প্রশিক্ষরণরতরা। ওই মামলাতেই স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত জারি থাকবে স্থগিতাদেশ।

আত্মনির্ভর ভারতে সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের বিকাশ অতীব গুরুত্বপূর্ণঃ অশ্বিনী বৈষ্ণব

গান্ধীনগর, ২৮ জুলাই ঃ প্রতিটি সেক্টরের প্রয়োজন সেমিকন্ডাক্টর, আর সেই কারণেই আত্মনির্ভর ভারতে সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের বিকাশ করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এমনটাই বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। শুক্রবার সকালের গুজরাটের গান্ধীনগরের মহাত্মা মন্দিরে সেমিকনইন্ডিয়া ২০২৩-এর উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী একের পর এক সেক্টরের সংস্কার করেছেন। এরই ফলস্বরূপবর্তমানে ভারত বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি হিসাবে স্থান পেয়েছে। সরকারের তৃতীয় মেয়াদে, প্রধানমন্ত্রী মোদীর দৃষ্টিভঙ্গি এবং নীতি ভারতকে বিশ্বের শীর্ষ তিনটি অর্থনীতিতে যোগদান করবে।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব আরও বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর আমেরিকা সফরের সময়, তিনটি বড় সেমিকন্ডাক্টর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। প্রথমটি হল মাইক্রোন প্রযুক্তি... দ্বিতীয়টি প্রয়োগ করা উপকরণ, তৃতীয় ল্যাম গবেষণা, এটি সেমিভার্স প্ল্যাটফর্মে ৬০ হাজার ইঞ্জিনিয়ারদের প্রশিক্ষণ দেবে।

দামেস্কে শিয়া মাজারের কাছে বোমা বিস্ফোরণে নিহত ৬, আহত ২০ জনেরও বেশি

দামেস্ক, ২৮ জুলাই ঃ সিরিয়ায় শিয়া মাজারের কাছে বোমা বিস্ফোরণে অন্তত ছয়জন নিহত ।গত বৃহস্পতিবার সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের দক্ষিণে একটি শিয়া মাজারের কাছে এই বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় আহত ২০ জনেরও বেশি। বিস্ফোরণস্থলের কাছাকাছি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নাতনি ও ইমাম আলীর কন্যা সাইয়েদা জয়নাবের কবর রয়েছে।বৃহস্পতিবার সিরিয়া স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সিরিয়ার সবচেয়ে বেশি পরিদর্শন করা শিয়া তীর্থস্থান সাইয়েদা জয়নাবের মাজার। এর কাছেই একটি ট্যাক্সির পাশে মোটরসাইকেলে বিস্ফোরণটি ঘটে। এটিকে ' বোমা হামলা' বলে অভিহিত করেছে মন্ত্রণালয়।এর আগে সিরিয়ার রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন জানিয়েছে যে, অজ্ঞাতব্যক্তিরা আগেই ট্যাক্সিতে একটি বোমা রেখে দেয়। সেখান থেকেই বিস্ফোরণটি হয়। বোমা বিস্ফোরণে অন্তত ছয়জন নিহত হয়েছে । এই বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় আহতহয়েছেন ২০ জনেরও বেশি।

পশ্চিমবঙ্গে ডেঙ্গুতে মৃত্যু ৪ জনের, অসুস্থ ৩৫০০

কলকাতা, ২৮ জুলাই ঃ বর্ষার বৃষ্টিতে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত গোটা পশ্চিমবঙ্গ। গোটা রাজ্যে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ৩৫০০ জন মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছে। শুক্রবার স্বাস্থ্য দফতর এইতথ্য জানিয়েছে।জানা গেছে, এ পর্যন্ত চারজনের মৃত্যু হয়েছে। রোগীদের মধ্যে শিশু, বয়স্ক, মহিলা এবং সব বয়সের মানুষ রয়েছে। স্বাস্থ্য দফতরের একজন আধিকারিক জানান, বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকায় সবচেয়ে খারাপ অবস্থা। এই এলাকাগুলি হল হীরাঘাটা, রানাঘাট, কৃষ্ণনগর, নদিয়ার আমডাঙ্গা এবং উত্তর ২৪পরগনার বসিরহাট। হুগলি, হাওড়াতেও বিপুল সংখ্যক মানুষ আক্রান্ত হযেছেন।রাজ্য স্বাস্থ্য পরিষেবার ডিরেক্টর সিদ্ধার্থ নিয়োগী বলেছেন, কলকাতা সহ সমস্ত জেলার সরকারি হাসপাতালগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে কোনও রোগীকে ডেঙ্গুর লক্ষণ সহ রেফার করবেন না, অবিলম্বে তাদের ভর্তি করে চিকিৎসা শুরু করুন। উল্লেখ্য, একদিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে ডেঙ্গুর সংক্রমণ বাংলাদেশ থেকে ছড়াচ্ছে।

উত্তর প্রদেশের উন্নাও-এ ভয়াবহ দুর্ঘটনা

উন্নাও, ২৮ জুলাই ঃ উত্তর প্রদেশের উন্নাও জেলায় ভয়াবহ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন একই পরিবারের ৪ জন সদস্য। অ্যাম্বুলেন্সে ছিলেন পরিবারের ৪ জন সদস্য, অ্যাম্বুলেন্সে পরিবারের এক সদস্যদের দেহ নিয়ে ফিরছিলেন তাঁরা। শুক্রবার ভোররাতে একটি অজ্ঞাত গাড়ি তাঁদের অ্যাম্বুলেন্সে ধাক্কা মারলে ৪ জনের মৃত্যু হয়। পুলিশ মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।উন্নাও জেলার পূর্ব কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত বিলেশ্বর মন্দিরের কাছে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। এই দুর্ঘটনায় পরিবারের অন্য একজন সদস্য গুরুতর আহত

কৃষকদের শক্তি ও কঠোর পরিশ্রম মাটি থেকেও সোনা বের করে আনেঃপ্রধানমন্ত্রী

সিকার, ২৮ জুলাই ঃ দেশের অন্নদাতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গত বৃহস্পতিবার রাজস্থানের সিকারে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করার পর প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, কৃষকদের শক্তি ও কঠোর পরিশ্রম মাটি থেকেও সোনা বের করে আনে। প্রধানমন্ত্রী এদিন ১,২৫,০০০টি প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সমৃদ্ধি কেন্দ্র দেশকে উৎসর্গ করেন। এই অনুষ্ঠানে মোদী বলেছেন, আমাদের সরকার দেশের কৃষকদের পাশে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। স্বাধীনতার এত দশক পর এমন একটি সরকার ক্ষমতায় এসেছে, যারা কৃষকদের দুঃখ-বেদনা বোঝে, কৃষকের উদ্বেগ বোঝে, সে কারণেই গত ৯ বছরে কৃষকদের স্বার্থে ধারাবাহিকভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, বর্তমানে দেশের কৃষকরা প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সমৃদ্ধির অধীনে ১৮ হাজার কোটি টাকা পেয়েছেন। এখন দেশে ১,২৫,০০০টি প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সমৃদ্ধি কেন্দ্র শুরু হযেছে। ব্লক ও গ্রাম পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সমৃদ্ধি কেন্দ্রগুলি কৃষকদের উপকৃত করবে... ওপেন নেটওয়ার্ক ফর ডিজিটাল কমার্স কৃষকদের জন্যও শুরু হয়েছে... নতুন ইউরিয়া গোল্ড শুরু হযেছে। রাজস্থানের বিভিন্ন এলাকা মেডিকেল কলেজ এবং একলব্য মডেল স্কুলও পেয়েছে।এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর। তিনি বলেছেন, ২০১৪-১৫ সালে কৃষি মন্ত্রকের বাজেট ছিল মাত্র ২৩ হাজার কোটি টাকা এবং এখন তা ৫ গুণ বাড়িয়ে ১,২৫,০০০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে যা প্রধানমন্ত্রী মোদীর অগ্রাধিকারগুলিকে তুলে ধরে।

ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে

নয়াদিল্লি,২৮জুলাইঃস্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দূরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবেই চলতো ঋণের পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দূর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দূর্নীতির জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে এবং দেশকে উদ্ধার করেছি। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে ম্যানেজমেন্টকে মজবুত করেছি। পেশাদারিত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে ব্যাঙ্কে সাধারণ নাগরিকের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কখনও হারিয়ে না যায়। কেননা ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কর্পোরেট ব্যাঙ্ক তখন ডুবতে বসেছিল। সাধারণ জনগণের পরিশ্রমের অর্থ ডুবে যাচ্ছিল, এইজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এর ফলাফল এখন আপনাদের সামনে। যেসব সরকারি ব্যাঙ্কের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হত বর্তমানে সেইসব ব্যাঙ্কেরই রেকর্ড পরিমান মুনাফা নিয়ে আলোচনা হয়।বন্ধুগণ,ভারতের মজবুত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এবং ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্মচারি বিগত ৯ বছরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাজ করেছেন। এইজন্য আমরা সকলে গর্বিত। ব্যাঙ্কে কর্মরত আমার সব কর্মচারী ভাই-বোনেদের তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংকট থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে বের করে আনার জন্য এবং দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কখনও আমার লক্ষ্যকে ভ্রষ্ট হতে দেননি। আমার চিন্তাভাবনাকেও নিরাশ করেননি। আমার মনে আছে যখন জনধন যোজনা শুরু হয়েছিল তখন পুরনো ধ্যান ধারনার মানুষ এই বিষয়টিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলেন। যেসব দরিদ্র মানুষের কাছে অর্থ নেই তারা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউঃট খুলে কী করবেন? সেই প্রশ্ন ওঠে বার বার। ব্যাঙ্কের ওপর অযথা চাপ বাড়বে, ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কী করে কাজ করবেন সেই প্রশ্নও উঠেছিল। নানাভাবে নিরাশাজনক কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ব্যাঙ্কের বন্ধুরা দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের জন্য জনধন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এরজন্য তাঁরা দিন-রাত এক করে কাজ করেছেন। বস্তিতে গিয়েও ব্যাঙ্কের কর্মচারিরা অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন। বর্তমানে দেশের প্রায় ৫০ কোটি জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এর পিছনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পরিশ্রম বিশেষভাবে জড়িত আছে। এই ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা যে পরিশ্রম করেছেন তার ফলেই করোনাকালে সরকার কোটি কোটি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউঃটে সরাসরি টাকা পাঠাতে পেরেছে।বন্ধুগণ,কিছু কিছু মানুষ কোনো কিছু শুরুর আগে থেকেই অভিযোগ করতে শুরু করেন। সে রকমই অভিযোগ উঠেছিল আরও একটি। বলা হয় আমাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের জনগণকে সাহায্য করার জন্য কোনো সংস্থান নেই। পূর্ববর্তী সরকারের সময় কী হয়েছিল তা তো আপনারা ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু ২০১৪ সালের পর পরিস্থিতি আর এমনটা নেই। সরকার মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিনা গ্যারান্টি তে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন। সরকার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ঋণের পরিমান দ্বিগুণ করেছে। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরাই তখন অধিক থেকে অধিকতর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জনগণকে আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন। সরকার যখন কোভিড কালে এমএসএমই ক্ষেত্রকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই বেশি পরিমান ঋণ দিয়ে এমএসএমই ক্ষেত্রকে রক্ষা করতে সাহায্য করেন। তাঁদের পরিশ্রমের ফলে দেড় কোটির বেশি উদ্যোগপতির রোজগার হারানোর সম্ভাবনা রক্ষা করা যায়। সরকার যখন কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ পাঠানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা শুরু করে তখন ব্যাঙ্ক কর্মীরাই প্রযুক্তির সাহায্যে এই প্রকল্পকে সফল করার সব রকম চেষ্টা চালান।যখন সরকার ফুটপাথ-এ বসে যারা নিজেদের পণ্য বিক্রি করেন সেইসব বিক্রেতাদের জন্য স্বনিধি যোজনা শুরু করে তখন আমাদের এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই তাদের দরিদ্র মা-বোনেদের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। কিছু কিছু ব্যাঙ্কের শাখায় তো এই ধরনের জনগণকে খুঁজে বের করে এই প্রকল্পের আওতায় আনার কাজ করা হয়। হাতে ধরে তাদের ঋণ দেওয়ার কাজ করেন ব্যাঙ্ক কর্মীরাই। বর্তমানে আমাদের ব্যাঙ্ক কর্মীদের কঠোর পরিশ্রমের ফলে ৫০ লক্ষের বেশি ঠেলাওয়ালা, ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক থেকে সাহায্য পেয়েছেন। আমি সব ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের প্রশংসা করি, তাঁদের অভিনঃদন জানাই। আপনারাও যখনই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তখনই এক নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। নতুন বিশ্বাস এবং সমাজের জন্য কিছু করার এক নতুন চিন্তা তৈরি হবে এভাবেই। এতদিন যারা পরিশ্রম করেছেন তাদের সঙ্গে যুক্ত হবে আপানাদের শ্রম। আমি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি যে আমরা ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের সাহায্যে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর মানুষকেও সক্ষম করে তুলতে পারবো। আপনারা আজ যারা নিয়োগ পত্র পেয়েছেন তাঁরা

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খুদে পড়ুয়াদের জন্মদিনে ' দত্তক 'দেওয়া হল ফলের গাছ

অভিজি হাজরা, উলুবেড়িয়া , হাওড়াঃ বন মহোসব উপলক্ষে পাখি উড়িয়ে গাছ লাগানোর বার্তা দিয়ে উলুবেড়িয়ার বা।মংরাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের (মংরাজপুর, হাটগাছা, উলুবেড়িয়া, হাওড়া)প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী,পরিবেশ প্রেমী মানুষ ও হাটগাছা -১ নং অঞ্চলের প্রতিটি প্রাথমিক স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের ফলের গাছ দত্তক দেওয়া হলো । এই প্রসঙ্গে বারমংরাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজদূত সামন্ত বলেন , বিদ্যালয়ের এই কর্মসূচিতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন-আমতার ' দ্য গ্রিন মিডি ও সংস্থা এবং নিজের জন্মদিন উপলক্ষে বিদ্যালয়ে ফলের গাছ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন গঙ্গাধরপুর আনন্দধারা সেবাদলের সদস্য অয়ন মাজি।প্রধান শিক্ষক রাজদূত সামন্ত আরও জানান -আজ ৪০ জন প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী ,২০ জন পরিবেশ প্রেমী মানুষ ও হাটগাছা-১নং অঞ্চলের ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফলের গাছ দত্তক দেওয়া হয়েছে।তিনি আরও বলেন-বিদ্যালয়ের ১৮১টি শিশুর প্রত্যেকের নামে একটি করে গাছ আছে।শিশুরা তাদের নামাঙ্কিত প্রতিটি গাছ সারা বছর যত্ন সহকারে পরিচর্যা করে।একমাসে যতগুলো শিশুর জন্মদিন থাকে প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট দিনে সেই সংখ্যক শিশুর জন্মমাস পালন করা হয় তাদের নামাঙ্কিত গাছের সাথে।কিন্তু এতদিন কোনো ভাবেই বিদ্যালয় পরিসরের বাইরে সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে গাছ লাগানো ও তার পরিচর্চা করে পরিণত গাছ করার উপায় খুঁজে না পেয়ে ,স্থির করা হয় এবছর থেকে প্রতিবছর বান মহোসবেফলের গাছ দত্তক দেওয়া হবে।এর ফলে বিদ্যালয়ের পরিসরের বাইরেও সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ এর মাধ্যমে বিদ্যালয়ের উদ্যোগে সবুজায়ন ঘটানো সম্ভব হবে। এই অভিনবত্বের পরিকল্পনা বাচ্ছা দের মনে আলাদা করে জায়গা করে নেয় ব্যানারে লেখা মুক্ত আকাশে উড়িয়ে দিয়ে পাখি এবার পুষুন গাছপ্রাথমিক বিদ্যালয়ের খুদে পড়ুয়াদের জন্মদিনে গাছ 'দত্তক ' দেওয়ার এই পরিকল্পনা করে পরিবেশ কর্মী শুভ্রদীপ ঘোষ জানান ' বিভিন্ন সরকারি বা বেসরকারি ভাবে বনমহ উৎসবে গাছ বসানো হলে বেশির ভাগ কাঠের গাছ যা মানুষের শুধু ব্যাবসায়িক মন ভাবে বসায় কিন্তু তার ফলে সাভাবিক খাদ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে পশু পাখি জীব বৈচিত্র্য এই ভারতীয় প্রজাতির গাছ দত্তক দেওয়া ও শিশুদের হাতে বড় হয়ে ওঠা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ' ।একটি করে ফলের গাছ পেয়ে প্রাক্তন ছাত্র -ছাত্রী ,অভিভাবক, গ্রামবাসী বৃন্দ,অঞ্চলের প্রতিটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ খুশি মনে বিদ্যালয়ের এই উদ্যোগ কে সাধুবাদ জানিয়েছে।

দেশে কয়লার কোনও অভাব নেই, লোকসভায় জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরি

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই ঃ দেশে কয়লার কোনও অভাব নেই। গত বৃহস্পতিবার লোকসভায় এমনটাই জানালেন কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরি। তিনি লোকসভায় লিখিত উত্তরে জানিয়েছেন, ২০২২-২৩ সালে সর্বভারতীয় কয়লা উৎপাদন ৮৯৩ মিলিয়ন টনের বেশি ছিল, যা গত বছরের তুলনায় প্রায় ১৪.৭৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।মন্ত্রক কর্তৃক একটি পাঁচ-মুখী কৌশল গ্রহণের ফলে হাইড্রোকার্বনের ওপর আমদানি নির্ভরতা হ্রাস পাচ্ছে বলে জানান তিনি। মন্ত্রক দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধি, জৈব জ্বালানি ও নবায়নযোগ্য গ্রহণ, শক্তি দক্ষতার নিয়মাবলী গ্রহণ এবং শোধনাগার প্রক্রিয়ার উন্নতি এবং চাহিদা প্রতিস্থাপনের জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। মন্ত্রী জানান, হাইড্রোকার্বন অন্বেষণ এবং লাইসেন্সিং নীতি ও সাশ্রয়ী মূল্যের পরিবহন উদ্যোগের দিকে সুস্থায়ী বিকল্প ব্যবসা করার সহজতাকে উন্নীত করবে এবং সংকুচিত বায়োগ্যাস উৎপাদনের জন্য একটি ইকোসিস্টেম তৈরি করবে।

জাপান সত্যিকার অর্থেই ভারতে বিপ্লবের সূচনা করেছেঃএস জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই ঃআধুনিকীকরণ ভারতে জাপান একটি স্বাভাবিক অংশীদারিত্ব, জাপান সত্যিকার অর্থেই ভারতে বিপ্লবের সূচনা করেছে। বললেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। শুক্রবার সকালে দিল্লিতে ভারত-জাপান ফোরামের উদ্বোধনী অধিবেশনে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেছেন, ভারতের কাছে জাপান আসলে কী বোঝায়? জাপান অনেক দিক দিয়েই অনুকরণীয়, আধুনিকায়নকারী। জাপান প্রাসঙ্গিকতার একটি উদাহরণ...এটি এমন একটি দেশ যার জন্য ইতিহাসে অনেক সদিচ্ছা রয়েছে। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী মোদীর অধীনে আমাদেরও দারুণ আধুনিকায়ন হয়েছে। একটি স্বনির্ভর ভারত। এই আধুনিকীকরণ ভারতে জাপান একটি স্বাভাবিক অংশীদারিত্ব। জাপান সত্যিকার অর্থেই ভারতে বিপ্লবের সূচনা করেছে। সুজুকি বিপ্লব! দ্বিতীয় বিপ্লব ছিল মেট্রো বিপ্লব। তৃতীয় বিপ্লব হল উচ্চ-গতির রেল তৈরিতে অবদান। চতুর্থ বিপ্লব হল সমালোচনামূলক এবং উদীয়মান প্রযুক্তি এবং সেমি-কন্ডাক্টর।ভারত-জাপান ফোরামের উদ্বোধনী অধিবেশনে জাপানের বিদেশমন্ত্রী ইয়োশিমাসা হায়াশি বলেছেন, আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক প্রসারিত করার জন্য, জনগণের মধ্যে বিনিময়ের প্রচার গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের প্রধানমন্ত্রীরা বিনিময়কে আরও উন্নীত করতে সম্মত হয়েছেন। এই বছর ২০২৩-কে আমরা জাপান-ভারত পর্যটন বছর বিনিময় হিসাবে নামকরণ করেছি। ভারত রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অবিচ্ছেদ্য অংশীদার যেখানে আমরা জি৪-এ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে যাচ্ছি।

বৃষ্টিতে বেহাল অবস্থা মুম্বই-সহ মহারাষ্ট্রে, গুজরাটেও জনজীবন বিপর্যস্ত

মুম্বই ও আহমেদাবাদ, ২৮ জুলাই ঃ বৃষ্টি থামছেই না মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে। এই দুই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টিতে স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে প।ছে। মুম্বইয়ে শুক্রবার সকালেও ভারী বৃষ্টি হয়েছে, বৃষ্টিতে ভিজেছে রত্নাগিরি, রায়গড়, সিন্ধুদুর্গ-সহ মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন জেলা। আবার গুজরাটের নভসারি, জুনাগ। প্রভৃতি জেলায় বৃষ্টির দুর্যোগ চলছে।অবিরাম বৃষ্টিপাতের ফলে মহারাষ্ট্রের নান্দেদের বেশ কিছু অংশে জল জমে গিয়েছে, ফলে সাধারণ মানুষ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। এইরকম অবস্থা মহারাষ্ট্রের থানে জেলাতেও। একটানা ভারী বর্ষণে মহারাষ্ট্রের ওয়াদালার বেশ কিছু জাযগাতেও জল জমে গিয়েছে। অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার রাত থেকে অবিরাম বৃষ্টির কারণে গুজরাটের নাভসারিতে ভয়াবহ জলাবদ্ধতার পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। জেলাশাসক অমিত প্রকাশ যাদব শহরের সমস্ত স্কুল ও কলেজে ছুটির নির্দেশ দিয়েছেন।

বিরোধীদের থেকে গঠনমূলক পরামর্শ নিতে প্রস্তুত সরকারঃপ্রহ্লাদ জোশী

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই ঃবিরোধীদের থেকে গঠনমূলক পরামর্শ নিতে প্রস্তুত সরকার। জানালেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী। একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, তাঁরা যদি চান সত্য (মণিপুরের বিষয়ে) বেরিয়ে আসুক, তাহলে সংসদের চেয়ে ভালো ফ্লোর আর নেই। শুক্রবার সকালে সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী বলেছেন, তাঁরা (বিরোধীরা) শান্তিপূর্ণভাবে আলোচনায় অংশ নিচ্ছেন না এবং সংসদে কোনও বিল পাস করতে সহযোগিতা করছেন না। আমরা তাঁদের কাছ থেকে গঠনমূলক পরামর্শ নিতে প্রস্তুত, কিন্তু হঠা করেই তাঁরা অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে এসেছে।সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী আরও বলেছেন, আমরা অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করব, যখন প্রয়োজন হবে। যেহেতু আমাদের কাছে সংখ্যা আছে, আমাদের কোনও সমস্যা নেই। তাঁরা যদি চান সত্য (মণিপুরের বিষয়ে) বেরিয়ে আসুক, তাহলে সংসদের চেয়ে ভালো ফ্লোর আর নেই। এদিকে, মণিপুর ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতির দাবি জানিয়ে শুক্রবার সকালেও সংসদের বাইরে বিক্ষোভ দেখান 'ইন্ডিয়া' জোটের সদস্যরা। পাশাপাশি নিজেদের মধ্যে কৌশল ঠিক করতে রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গের ঘরে বৈঠকও করেন সমমনোভাবাপন্ন বিরোধীরা।

শিয়াখালায় ডেঙ্গু সচেতনতা শিবির

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শিয়াখালা, হুগলিঃ হুগলির গ্রামসঅঞ্চলে ডেঙ্গুর সংক্রমণ ক্রমশ বাড়ছে। বিশেষ করে হুগলির চন্ডীতলা এক নম্বর ব্লক ও হরিপাল ব্লকে এই সংক্রমণ ক্রমবর্ধমান। ইতিমধ্যেই হরিপাল ব্লকে প্রায় ১৬ জন আক্রান্ত তার মধ্যে শ্রীপতিপুর ইলিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীপতিপুর গ্রামে প্রায় এগারো জন আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানা গেছে। এরই সঙ্গে হরিপালের পাশাপাশি চন্ডীতলা এক নম্বর ব্লকে ডেঙ্গুর সংক্রমণ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। তাই আজ হুগলির চন্ডীতলা ১ নম্বর ব্লকের শিয়াখালা গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে শিয়াখালা কর্ম তীর্থে একটি ডেঙ্গু সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হলো এই শিবিরে বক্তব্য রাখেন চন্ডিতলা এক নম্বর ব্লকের জয়েন্ট বিডিও শুভ্রাংশু দাস। অন্যান্যদের মধ্যে ওই সচেতনতা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন আইয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার কাজী আবু ইন্দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শিয়াখালা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পূজা মালিক উপপ্রধান শংকর ব্যানার্জি সহ স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মী সুপারভাইজাররা সহ ভি আর পি,গন। উল্লেখ্য এই শিয়াখালা বাজারটি ডেঙ্গুর উৎস কেন্দ্র বলে জানা গেছে। এখান থেকেই ব্যাপক হারে শিয়াখালাএবং সন্নিহিত হরিপাল ব্লকের গ্রামগুলিতে ডেঙ্গুর সংক্রমণ ঘটছে বলে হরিপালের স্বাস্থ্য কর্মীদের অভিমত। জানা গেছে এ পর্যন্ত শিয়াখালা ও ত পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে প্রায় ৫২ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন, ফলে মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। তাই এই আলোচনা সভা থেকে অবিলম্বে ডেঙ্গু প্রতিরোধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানানো হয়। আজকের আলোচনায় উপস্থিত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয় কোন জায়গায় জল জমতে দেযা চলবে না যত্রতত্র আবর্জনা ফেলা যাবে না। বাড়িতে কোন পরিত্যক্ত পাত্রই জল জমছে কিনা লক্ষ্য রাখতে হবে। হরিপাল এবং চন্ডীতলা স্বাস্থ্য দপ্তরের বক্তব্য বিভিন্ন এলাকায় ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে প্রচার চালানো হচ্ছে স্বাস্থ্য কর্মীরা আক্রান্ত ব্যক্তিদের বাড়ি পরিদর্শন করছেন ভি আর পি কর্মীরাও পরিত্যক্ত ড্রেনগুলি এবং ঝোপঝাড় এলাকাগুলি পরিস্কার করাচ্ছেন এবং সাথে সাথে ডেঙ্গুর বিজানু মারতে নিয়মিত স্প্রে করছেন। স্বাস্থ্যকর্মীরা জানান ব্যাপকভাবে প্রচার চালানো হলেও মানুষের মধ্যে তেমন সচেতনতা গড়ে উঠছে না, তাই জনসচেতনা গড়তে সকলকে একযোগে এগিয়ে আসতে হবে তবেই এই ডেঙ্গুর সংক্রমণ রোধ করা যাবে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২৯জুলাইঃশুক্রবার, ১২শ্রাবণ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৯জুলাই ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ১২ শ্রাবণ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১২ শ্রাবণ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ১২ শ্রাবণমাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১২ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৩.১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৪.০১এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৫৪শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে শুক্রবার । জোয়ার-সকাল ৬টা ২০ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৯মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ২০ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনি প্রতিটি মানুষকে সাহায্য করার ইচ্ছুকতায় ক্লান্ত এবং অবসন্ন হয়ে পড়বেন।

বৃষভ রাশিঃশারীরিক লাভে বিশেষ করে মানসিক দৃঢ়তার জন্য ধ্যান এবং যোগ করতে শুরু ।

মিথুন রাশিঃজটিল পরিস্থিতিতে ঘাবড়ে যাবেন না। খাবারের স্বাদের জন্য যেমন নুন দায়ী তেমনি একটু অশান্তি না থাকলে

কর্কট রাশিঃআপনার দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা সারাতে হাসি চিকিসা ব্যবহার করুন কারণ এটি সব সমস্যার সেরা প্রতিষেধক।

সিংহ রাশিঃটাকাপয়সার অবস্থা এবং আর্থিক সমস্যা যেমন করেই হোক এক উত্তেজনার উৎস ।

কন্যা রাশিঃচাপ মুক্ত হতে আপনার মূল্যবান সময় আপনার বাচ্চাদের সাথে কাটান। আপনি বাচ্চাদের উপশমকারী ক্ষমতা অনুভব করবেন। শুভদিন হবে

তুলা রাশিঃস্বাস্থ্যের দিক থেকে এটি অত্যন্ত ভালো দিন। আপনার মনের উচ্ছল অবস্থা আপনাকে কাঙ্খিত বল এনে দেবে।

বৃশ্চিক রাশিঃপরিশ্রমের বিকল্প নেই আজকে। সংসারে শান্তি।

ধনু রাশিঃ বিদেশ যাত্রা শুভ দিন হতে পারে আজকে। শুভ দিন

মকর রাশিঃআশাবাদী হোন এবং উজ্জ্বল দিকটি দেখুন। আপনার প্রত্যয়ী প্রত্যাশাই আপনার আশা এবং আকাঙ্খা বাস্তবায়নের দ্বার উন্মুক্ত করবে।সংসারে শান্তি হতে

কুম্ভ রাশিঃযারা শেয়ার বাজারে তাদের অর্থ বিনিয়োগ করেন তারা আজ ক্ষতির মধ্যে পড়তে পারেন। আপনার বিনি সহায়ক এবং সাহায্যকারী হবে।

মীন রাশিঃধ্যান পরিত্রাণ আনবে। আপনি অর্থের গুরুত্বটি খুব ভালভাবেই জানেন, যে কারণে আপনি আজ যে অর্থ সঞ্চয় করছেন তা ভবিষ্যতে কার্যকর হবে এবং কোনও বড় সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসবে। আপনার রসিক স্বভাব সামাজিক অনুষ্ঠানে আপনাকে জনপ্রিয় করে তুলবে। আপনার ভালোবাসার মানুষটির সাথে একটি পিকনিকে গিয়ে মূল্যবান স্মৃতিগুলিকে

সুন্দরবনের বাদাবনে এবারে লাগানো হলো সৌরবাতি, উপকৃত হবে সমস্ত গ্রামের মানুষ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,কুলতলি, ২৮ জুলাই ঃ ম্যানগ্রোভ ঘেরা সুন্দরবনের বাদাবনে সৌর আলোর ব্যবস্থা করতে এবার এগিয়ে এলো কলকাতা সোসাইটি ফর কালচারাল হেরিরেজ ও সুপার শক্তি ফাউন্ডেশন। আর এদের এই কাজে সহায়তা করলো দক্ষিন ২৪ পরগনা বনদপ্তর। আমাদের সবার প্রিয় সুন্দরী সুন্দরবন। যেখানকার মানুষের জীবন কাটে প্রতিনিয়ত সংকটকে সামনে রেখে। গ্রামগুলি জঙ্গল ও নদী সংলগ্ন হওয়ায় গ্রামবাসীদের ঝুকির মাত্রা অনেকটাই বেশি। এখানকার মানুষের জীবনশৈলী অন্য মানুষদের থেকে আলাদা। এখান কার অন্ধকার রাস্তা যেন গ্রাম বাসীদের কাছে এক প্রকার মারণ ফাঁদ। আর তার প্রধান কারণ সাপের কাম।। দক্ষিণ ২৪ পরগনা বনদপ্তর বিভাগের সহযোগিতায় কলকাতা সোসাইটি ফর কালচারাল হেরিটেজ এর সাথে সুপার শক্তি ফাউন্ডেশন সেই সব এলাকায় ৩০টি সৌর বাতি বসানোর জন্য আগ্রহ দেখিয়ে এগিয়ে এসেছে। ইতিমধ্যেই ৫টি সৌর খুঁটি বসানো হয়েছে। শুক্রবার এই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। এর পর বাকিগুলো বিভিন্ন পর্যায়ে বাস্তবায়ন করবেন তাঁরা। সুন্দরবনের কুলতলির দেবীপুর গ্রামের প্রায় ৪১৩৬ টি পরিবার এই রাস্তায় বসানো সৌর ল্যাম্প এর সুবিধা ভোগ করতে পারবেন। এই গ্রামগুলো সুন্দরবনের মূল এলাকা সংলগ্ন হওয়ায় অন্ধকারে চলার পথে তাঁরা ঘন ঘন সাপেরকামড়ের শিকার হয়ে থাকে, যার ফলে নিয়মিত মৃত্যু বা গুরুতর আহত

হয়।এই এলাকাটি কুলতলি রেঞ্জ ডিরেক্টরেট ফরেস্টের, দক্ষিণ ২৪ পরগণা বন বিভাগের অধীনে পড়ে। এই এলাকা থেকে নিকটবর্তী সরকারি হাসপাতাল ৩৬ কিমি দূরে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে দক্ষিন ২৪ পরগনা বন বিভাগের ডিএফও মিলন মন্ডল বলেন, আমরা সকলেই জানি সুন্দরবন এমন একটি জায়গা, যেখানে প্রানীজগৎ এবং এখানে বসবাসকারী মানুষ সবসময় প্রকৃতির সংস্পর্শে আসে। মানব ও বন্য সংঘাত সুন্দবন বন বিভাগের প্রধান উদ্বেগের কারণগুলির মধ্যে একটি। অধিকাংশ রাস্তা ইট দিয়ে তৈরি করা হয়েছে কিন্তু এখানে 'বিদ্যুত' একটি বিরল ব্যাপার। সুন্দরবন এলাকায় সাপের কামড় একটি সাধারণ সমস্যা। বিষাক্ত সাপেদের মধ্যে কেউটে জাতীয় সাপ এখান কার মানুষদের জন্য প্রধান ভয়ের এবং ক্ষতির কারণ। সাপের কামড়ের ফলে মৃত্যুর হার ৬৫ শতাংশ এর বেশি। এমনকি বাঘ গত পাঁচ বছরে দুইবার গ্রামে ঢুকেছে। তাই এখানে এই উদ্বেগের একমাত্র সমাধান হল সৌর চালিত বাতি। গ্রামের প্রধান অংশগুলি চিহ্নিত করে আমরা এই বাতি গুলি স্থাপন করেছি ইতিমধ্যেই।এই প্রকল্পটি করার মাধ্যমে আমরা রিনিউএবল সবুজ শক্তির প্রচারও করেছি এবং কার্বন এর মাত্রা কমাতে সক্ষম হচ্ছি প্রতিনিয়ত। এই সোলার লাইট গুলি প্রতি বছর ১৮২.৫ কিলোওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উপাদন করবে। আমি এই প্রকল্পের জন্য কেএসসিএইচ এবং সুপার শক্তি ফাউন্ডেশন কে ধন্যবাদ জানাই। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সাই গ্রুপের সিএসআর নোডাল অফিসার ইশান্ত জৈন বলেন, প্রকল্পটি সুপার শক্তিফাউন্ডেশনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে, যা সিএসআর প্রকল্প-এ নিবন্ধিত। প্রকল্পটির পরিবেশ গত স্থায়িত্ব এবং গ্রামীণ উন্নযন উভযই ক্ষেত্রেই একটা অনন্য ভূমিকা পালন করবে। আমরা খুশী সুন্দরবনের এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে ৩০টি সৌর বাতি বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ফলে অন্তত ৪০০০ এর বেশি পরিবার সরাসরি উপকৃত হবে। প্রকল্পটি শুরু করার জন্য আমরা ইতিমধ্যেই ৫টি সৌর খুঁটি স্থাপন করেছি। বাকি গুলো ও বসানো হবে। কলকাতা সোসাইটি ফর কালচারাল হেরিটেজ এর প্রতিষ্ঠাতা এবং সেক্রেটারী গুঞ্জন কর্মকার বলেন, কলকাতা সোসাইটি ফর কালচারাল হেরিটেজের মাধ্যমে আমরা গত ১৫ বছর ধরে সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভ প্ল্যান্টেশন, নারীর ক্ষমতাযন, বৃত্তিমূলক দক্ষতা উন্নয়ন এবং বন বিভাগের সাথে একত্রে জীবিকা উন্নযনের বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ করছি। এখানকার গ্রামবাসীদের প্রধান পেশা মাছ ধরা, বন থেকে মধু সংগ্রহ, রিকশা ও ভ্যান চালানো এবং তাদের মাসে গড়ে আয় ৮০০০ থেকে ৬০০০ টাকা। এই সৌর আলো তাদের অন্ধকারে সব সময়ের জন্য আলো সরবরাহ করবে এবং গ্রাম বাসীরা উপকৃত হবে। গ্রামবাসীরা দিনে গড়ে মাত্র ৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ পায়। যেখানে আমরা সোলার লাইট বসিয়েছি সেসব নির্দিষ্ট জায়গা চিহ্নিত করেছে বন বিভাগ। বন বিভাগ খুঁটি পর্যবেক্ষণ এবং সৌর প্যানেল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গ্রামবাসীদের মধ্যে একটি সম্প্রদায় গঠন করেছে। সুন্দরবনের মানুষ এবার সৌর আলোয় আলোকিত হবে।

সিগন্যাল ত্রুটিতে ট্রেন বিভ্রাট শিয়ালদহ-বনগাঁ শাখায়, ভোগান্তিতে যাত্রীরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জুলাই ঃ সিগন্যাল ত্রুটিতে শিয়ালদহ-বনগাঁ শাখায় বিঘ্নিত হল ট্রেন পরিষেবা। চরম ভোগান্তিতে পড়লেন যাত্রীরা। শুক্রবার ভোর সাড়ে ৫টা নাগাদ বারাসতে পয়েন্ট সিগন্যাল খারাপের জন্য বনগাঁ-শিয়ালদহ লাইনে আপ এবং ডাউন ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বনগাঁ থেকে শিয়ালদহগামী দ্বিতীয় ট্রেন বামনগাছি স্টেশনে এসে দাঁড়িয়ে যায়। বাতিল হয়ারও বেশ কয়েকটি ট্রেন। ৭টা নাগাদ আবার ট্রেন চলাচল শুরু হয়। তবে সব ট্রেনই দেরিতে চলতে থাকে। বেশ কয়েকটি ট্রেন বাতিল হওয়ায় সমস্যায় পড়েন নিত্যযাত্রীরা। এদিকে, এই ট্রেন বিভ্রাটের মধ্যেই বামনগাছি স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনের চালককে গালাগালি এবং মারধরের চেষ্টা করার অভিযোগ ওঠে এক যুবকের বিরুদ্ধে। কিন্তু ট্রেনের অন্য যাত্রীরা পাল্টা ওই যুবককেই মারধর করেন বলে স্থানীয় সূত্রে খবর।

এমসিসিআই এর ১২২ তম বার্ষিক সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী শ্রীমতী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী ড. শশী পাঁজা এবং কৃষি ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় । ছবি-শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

জয়নগরে বেআইনী নির্মাণের অভিযোগে ধৃত এক

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৮ জুলাই ঃ দক্ষিন বারাশত রেল স্টেশন এলাকায় বেআইনি নির্মাণ কাজ করার অভিযোগে স্থানীয় এক ব্যক্তির বুধবার থানায় অভিযোগ দায়েরের পরে বৃহস্পতিবার জয়নগর থানার দক্ষিন বারাশতের সরিষাদহের বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয় বাবু মোল্লা নামে এক ব্যক্তিকে। ধৃতকে শুক্রবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

যাত্রীসাথী নামে নয়া অ্যাপ চালু করা হচ্ছে, পাইলট প্রকল্পের কাজ শুরু

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৮ জুলাই ঃ যাত্রীসাথী নামে নয়া অ্যাপ চালু করা হচ্ছে। যার পাইলট প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। এবার থেকে এই অ্যাপের মাধ্যমেই হাওড়া স্টেশনে পাওয়া যাবে ট্যাক্সি।

শুক্রবার হাওড়া স্টেশনে এসে যাত্রীরা জানতে পারেন এই অ্যাপের বিষয়ে। এই নিয়ে হাওড়া স্টেশনে আসা এক যাত্রী জানান, কিভাবে এই অ্যাপ ব্যবহার করতে হয় তিনি জানেন না। অনলাইন হয়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন। আরেক এক যাত্রী বলেন, আগে প্রি-পেড বুথ থেকে স্লিপ দেওয়া হতো। তা দেখে ট্যাক্সি নেওয়া হতো। এখন মোবাইল থেকে বুক করতে হচ্ছে। হাওড়া সিটি পুলিশের ডিসি ট্রাফিক অর্ণব বিশ্বাস জানান, যাত্রীসাথী একটা অ্যাপ ক্যাব বুকিং। ১ সপ্তাহ ধরে পাইলট প্রোজেক্ট চলছে। রাজ্য সরকারের তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগ এটা করছে।

মনিপুরে বিজেপি সরকারের ব্যার্থতার প্রতিবাদে ধিক্কার মিছিল হাওড়ায়

দুরন্ত বার্তা,উলুবেড়িয়া, ২৮ জুলাই ঃ হাওড়া জেলা (গ্রামীণ) তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে মনিপুরে গণতন্ত্র হত্যাকারী কেন্দ্রের ও মনিপুর রাজ্যের ডবল ইঞ্জিন বিজেপি সরকারের ব্যার্থতার প্রতিবাদে ধিক্কার মিছিল অনুষ্ঠিত হলো, শুক্রবার বিকেলে উলুবেড়িয়া স্টেশন থেকে এই ধিক্কার প্রতিবাদ মিছিল শুরু হযে উলুবেড়িয়া মহকুমা শাসকের কআর্যআলয পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলে হাঁটেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্ত দফতরের মন্ত্রী পুলক রায়,আরো উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া পূর্বের বিধায়ক বিদেশ রঞ্জন বসু, উলুবেড়িয়া পৌরসভার পৌরপ্রধান অভয় কুমার দাস, উপপৌরপ্রধান সেখ ইনামুর রহমান, উলুবেড়িয়া পূর্ব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সেখ আকবর আলী প্রমুখ।

মণিপুর যাচ্ছে ইন্ডিয়া ১-র পাতার পর

আবার লোক জনশক্তি পার্টি (রামবিলাস পাসোয়ান)-র প্রধান চিরাগ পাসোয়ান বলেছেন, সেখানে (মণিপুর) যাওয়ার আগে তাঁদের সংসদে এই (মণিপুর) ইস্যু নিয়ে আলোচনা করা উচিত ছিল, কিন্তু তাঁরা শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী মোদীদিকে দোষারোপ করছে। অন্যকে চাপ দেওয়াই তাঁদের একমাত্র কৌশল। কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ বলেছেন, আমরা চাই মণিপুরের প্রশাসনিক ব্যর্থতা খতিয়ে দেখতে সুপ্রিম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির দ্বারা তদন্ত করা হোক।

মহরম উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হলো তিন দিন ব্যাপী নানান ধরনের অনুষ্ঠান

মতিযার রহমান, উলুবেড়িয়া, পাঁচলার খালপাড়ে আশিকে রসুল আলেমার্স সোসাইটির উদ্যোগে মহরম উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হলো তিন দিন ব্যাপী নানান ধরনের অনুষ্ঠান। রক্তদান,স্বাস্থ্য পরীক্ষা, বৃক্ষ বিতরন, অক্সিজেন সিলিন্ডার উদ্বোধন,ও সর্বধর্ম সমন্বয় সভা। সর্বধর্ম সমন্বয় সভায় উপস্থিত ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মগুরু ড,ঃ অরুণ জ্যোতি ভিক্ষু, তিনি বলেন ধর্ম তখনই পরিপূর্ণতা লাভ করবে যখন মানুষ মানবতার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত থাকবে। হিন্দু ধর্মগুরু আইনজীবী প্রতীক মজুমদার বলেন আমরা সকলেই মানুষ এবং প্রতিটি প্রানীর উপকারে আমরা যদি কাজে লাগাতে পারি তাহলে আমরা অবশ্যই ওপরওয়ালার কাছে অবশ্যই কল্যান পাবো, খ্রীস্টান ধর্মগুরু ফাদার সঞ্জীব দাস বলেন প্রতিটি ধর্মই আমাদের কল্যানের পথ দেখায়। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা পীরজাদা জনাব মোকাররম হোসেন বলেন আমরা যদি দলমত ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের সেবা করতে পারি তাহলে পরকালে অবশ্যই ফলাফল পাবো। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন পাঁচলার বিধায়ক গুলশান মল্লিক, জেলা পরিষদের সদস্য আলকাশ মোরশেদ, বিশিষ্ট সমাজসেবী ইয়াসের হায়দার,আশিক এ রসুল আলমার্স সোসাইটির বর্ষীয়ান পীরসাহেব জনাব আনোয়ার হোসেন কাদরী সাহেব ,সোসাইটির সভাপতি নজরুল ইসলাম সাহেব , সোসাইটির সম্পাদক সবিরুজামান (নিশান) ,উলুবেড়িয়া সোসাইটির সভাপতি সামিরউদ্দিন ,সম্পাদক মেহেতোবউদ্দিন , বাঁকড়া সোসাইটির সভাপতি নজিবুল লস্কর ,সম্পাদক জয়নাল আবেদীন প্রমুখ।

মেনকা স্মৃতি বিদ্যামন্দির উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে বিশেষ সচেতনতা শিবির

অভিজি হাজরা, আমতা,২৮ জুলাই ঃ এলাকায় বাড়তে থাকা বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন ও পণপ্রথার মতো সামাজিক সমস্যার বিরুদ্ধে ছাত্রীদের সচেতন করতে বিশেষ সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা। কোভিড ১৯ এর পর থেকে এলাকায় বাল্য বিবাহের ঘটনা বা।তে থাকায় এবার আমতা ২ ব্লকের জয়পুর থানার অমরাগড়ি গ্রামের মেনকা স্মৃতি বিদ্যামন্দির উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে বিশেষ সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন খড়দহ নিউ এজ সোসাইটি, তুলসীবে।য়া মহিলা সমিতি ও কলকাতার ফোকাস নামক সংগঠন। সহযোগিতায় ছিল জয়পুরের ' সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দাও 'স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। ছাত্রীদের সঙ্গে সরাসরি কথপোকথনের মাধ্যমে নাবালিকা বিবাহের সামাজিক সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা হয়। বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগের শিক্ষক সায়ন দে ছাত্রীদের ঘরে ,সমাজে কিভাবে বাল্যবিবাহের সমস্যাগুলো প্রতিহত করবে তার

পন্থা নিয়ে আলোচনা করেন। ছাত্রীদের মানসিকভাবে শক্তিশালী হতে উসাহ দেন সমাজকর্মী কল্যাণী পালুই। মেয়েদের শারীরিক ভাবে সবল করতে ক্যারাটে ও মার্সাল আর্ট প্রশিক্ষন বিদ্যালয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেন ' সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দাও' সংগঠনের কর্ণধার সৌরভ মণ্ডল। সমগ্র আলোচনায় যথেষ্ট উসাহিত হয়ে পড়ে ছাত্রীরা। তারা আলোচনা শেষ হতে না হতেই এলাকায় নাবালিকা বিবাহের ঘটনা, অভিজ্ঞতা ওনাদের বলতে শুরু করে। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা এই ব্যাপারে এগিয়ে আসার জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, সম্প্রতি বিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রীর বিবাহ হয়ে যাওয়ায় উদ্বিগ্ন হয়ে প।ছেলাম। তাই এই সচেতনতা শিবির যথেষ্ট কাজ দেবে বলেই আমি মনে করি।

মঙ্গলাহাটের ধ্বংসস্তুপ সরানোর কাজ অনেকটাই এগোলো

দুরন্ত বার্ত, হাওড়া, ২৮ জুলাই ঃ হাওড়ার মঙ্গলাহাটের পোড়া হাটের ধ্বংসস্তুপ সরানোর কাজ শুক্রবার অনেকটাই এগিয়েছে বলে জানা গেছে। অন্যদিকে, এদিন ফর্ম পূরণ করে সমিতির কাছে ডকুমেন্টস জমা দিলেন ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ী সমিতির কাছে ফর্ম পূরণ করে এদিন ডকুমেন্টস জমা দেন পোড়া হাটের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা। এদিন পোড়া হাটের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা একটি ফর্ম পূরণ করে তাঁদের নিজেদের ডকুমেন্টস ব্যবসায়ী সমিতির কাছে জমা দিয়েছেন। যাতে নাম, পিতার নাম, বাড়ির ঠিকানা, ফোন নম্বর, স্টল নম্বর, স্টলের সাইজ, কত টাকার ক্ষতি হয়েছে, আধার কার্ড, রেন্ট রিসিপ্ট এর জেরক্স উল্লেখ করতে হচ্ছে। এই বিষয়ে পোড়া হাট ব্যবসায়ী সংগ্রাম সমিতির সাধারণ সম্পাদক দিলীপ দত্ত বলেন, অগ্নিকান্ডের পর বৃহস্পতিবার ঘটনাস্থল সাফাই করার কাজ শুরু হয়েছে। আজ শুক্রবার অনেকটাই পরিস্কার হয়ে গেছে। আমরা খুশি। আমরা কোর্টে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী অরুণাভ ঘোষের সঙ্গে আমাদের প্রাথমিক কথা হয়েছে। এখনো পর্যন্ত কিছু ফাইনাল হয়নি। আমরা একটা ফর্ম পূরণ

করাচ্ছি পোটা হাটের ব্যবসায়ীদের। তাতে তাদের ডকুমেঃটস লিখে জমা দিতে বলা হয়েছে। এছাড়া আমরা প্রতি ফর্ম পূরণ বাবদ একশো টাকা করে চেয়েছি। কারণ কোর্টে গেলে তারজন্য প্রথমে একটা খরচ রয়েছে। সেই খরচের টাকার জন্য প্রত্যেককে একশো টাকা করে দিতে আমরা আবেদন জানিয়েছি। এখনও পর্যন্ত ৫০৬ জন ফর্ম ফিল আপ করেছেন। এই ফর্মের কপি একটা কোর্টকে দেব এবং একটা রিসিভ আমরা ব্যবসায়ীদের হাতে দেব। প্রতারকদের বিরুদ্ধে ব্যবসায়ীদের সমর্থন এবং সহমত নিয়ে হাইকোর্টে মামলা করা হতে পারে বলে জানা গেছে। পো।া হাটের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী গৌতম সাহা বলেন, আমাদের দোকান স্টল সব পুড়ে গেছে। আমরা আমাদের নিজেদের ডকুমেন্ট স যা আছে সেটা সমিতির কাছে জমা দিতে এসেছি। আমরা ফর্ম ফিল আপ করে আজকে জমা দিচ্ছি। এবং ডকুমেন্টস জমা দিচ্ছি।

১ আগস্ট রাজ্যের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জুলাই ঃ পাঁচ দফা দাবি সামনে রেখে ১ আগস্ট রাজ্যের প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়-ক্যাম্পাসে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে সামিল হবে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের বিভিন্ন সংগঠন। শুক্রবার এক প্রেস বিবৃতিতে এ খবর জানিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির (জুটা) তরবে জানানো হয়েছে, গত কয়েক বছরে রাজ্যের বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ। এমন অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আছে, যেখানে মোট শিক্ষক পদের পঞ্চাশ ভাগই ফাঁকা। নতুন নিয়োগ নেই। ২০১১ সালের নতুন অ্যাক্টের ভিত্তিতে কোথাও নতুন স্ট্যাটিউট চালু হয়নি। কোনও বিশ্ববিদ্যালয় ইসি-কোর্টের অনুমোদন নিয়ে করতে চাইলেও বিকাশ ভবন আটকে দিয়েছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় বেনিয়মের রমরমা।

দিনের পর দিন ডিফিকাল্টি রিমুভ্যাল' ক্লজের দোহাই দিয়ে অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ হয়েছে। যাদের বেশির ভাগেরই ইউজিসি নির্ধারিত যোগ্যতামান নেই। এরাই দিনের পর দিন নিজেদের বেআইনি ক্ষমতা ভোগের নেশায় স্থায়ী ডিন নিয়োগ করেননি, আইন অনুযায়ী ইসিকোটসিনেট সিন্ডিকেটফ্যাকাল্টি কাউন্সিলে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন করেননি, নিজেদের পছ ঃ দ মত হেড থেকে নানা কমিটি তৈরি করেছেন। তাঁরাই চার বছরের নতুন কোর্স চালু করার জন্য ন্যূনতম পরিকাঠামোর ব্যবস্থা না করে ছাত্র-ছাত্রীদের বিপদে ফেলে এখন পদ' হারিয়ে শ্রেফ ক্ষমতায় ফেরার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছেন। তাঁদের অনাচারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর যা হাল হয়েছে, সে বিষয়ে তাঁদের কোনও বক্তব্য নেই। মুখ্যমন্ত্রীকে আচার্য করে উপাচার্য নিয়োগের সার্চ কমিটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিকে বাদ দিয়ে সরকারের প্রতিনিধি বা।য়ে কীভাবে নিজেরা উপাচার্য হবেন সেদিকেই তাঁদের মনোযোগ ও দাবি। অন্যদিকে আচার্য মহোদয় প্রাক্তন জজ,পুলিশ অফিসারদের উপ-আচার্য' পদে নিয়োগ করে শুধু আইন অতিক্রম করছেন না বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থার মৌলিক আদর্শটিকেই ভেঙ্গে ফেলছেন। আমরা রাজ্যের

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনা নিয়ে বেশি চিন্তিত। রাজ্যের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের আস্থা ফেরাতে, সাধারণ বাড়ির ছেলেমেয়েদের জন্য সরকার পোষিত উচ্চাশিক্ষার সুযোগ রক্ষা করতে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বাঁচানোর ল।াই করছি আমরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে গণতন্ত্র ও মুক্ত চিন্তার স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা আমাদের দায়িত্ব। সেকারণেই আমরা চাইছি- ১. আইনসম্মতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য ও ডিন নিয়োগ। যেখানে উপাচার্য-ডিন নেই অন্তত অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে বিধি মেনে অস্থায়ীভাবে হলেও তাঁদের নিয়োগ করতে হবে। যেখানে উপাচার্য নিয়োগের কোনো নির্দিষ্ট বিধি নেই সেখানে সারাদেশের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণভাবে বিধি তৈরি করতে হবে। ২. নতুন আইনের ভিত্তিতে স্ট্যাটিউট কার্যকর করতে হবে। আইন মোতাবেক যেখানে নির্বাচিত শিক্ষক প্রতিনিধিত্ব আছে সেখানে নির্বাচন করে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার করতে হবে। ৩. অবিলম্বে শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। নিয়োগ ও পদোন্নতির জন্য এক্সপার্ট কমিটিতে আচার্যের প্রতিনিধি দিতে হবে। ৪. বিভাগীয় প্রধান সহ অন্যান্য কমিটি নিয়োগের ক্ষেত্রে আইন মানতে হবে। আইন না থাকলে আইন প্রণয়ন করতে হবে কিন্তু কোনো ভাবেই ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ভিত্তিতে কাউকে দায়িত্ব দেওয়া যাবে না। ৫. চার বছরের আন্ডার গ্রাজুয়েট কোর্সের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য শিক্ষক নিয়োগ সহ বাজেটের ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।

বর্ষার আগেই রাস্তায় জমা জল যন্ত্রণায় ভুগছে ডানকুনিবাসী

বনস্পতি দে, ডানকুনি, ২৮ জুলাই ঃ বর্ষার আগেই জল যন্ত্রণায় ভুগছে ডানকুনিবাসী। জমা জল পেরিয়েই যাতায়াত করতে হয় স্কুলের পড়ুয়া থেকে স্থানীয়দের। জমা জলে ডেঙ্গি মশা ডিম পারে, তাই জমা জল পরিস্কার করতে বলা হচ্ছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে।ডানকুনিতে একাধিক ওয়ার্ডে জল জমে থাকায় ডেঙ্গির আঁতুরঘরে পরিনত হয়েছে। ইতিমধ্যেই ডানকুনিতে ডেঙ্গি আক্রান্তের খোঁজ মিলেছে। তাই ভয়ে দিন কাটছে বাসিন্দাদের। দীর্ঘদিন ধরেই ডানকুনির ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষ পল্লী, সারদা পল্লী সহ বেশ কিছু এলাকায় এই সমস্যা। একটু বৃষ্টিতে জল জমে আর নিকাশি না থাকায় সেই জল সরে না। আর জমা জলে ডেঙ্গির চাষ হয়। দক্ষিণ সুভাষ পল্লী এলাকার ঢোকার মুখে রাস্তার মধ্যে জমে রয়েছে জল। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ ,জল পেরিয়েই যাতায়াত করতে হয়। এই ওয়ার্ডেই রয়েছে একটি প্রাথমিক স্কুল। স্কুলের পাশেই রাস্তায় জমে রয়েছে জল । স্কুলের শিক্ষিকাদের অভিযোগ, অতিরিক্ত বৃষ্টি হলে স্কুল বন্ধ করে দিতে হয়। কারণ, ছাত্র ছাত্রীরা স্কুলে আসতে পারে না । এলাকার মানুষের অভিযোগ বারংবার স্থানীয় প্রশাসনকে জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তাদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার উপর জমা জল নিকাশির ব্যবস্থা করুক পুরসভা। ডানকুনি বিজেপির সভাপতি গুঞ্জন চক্রবর্তী বলেন ,পুরসভার গাফিলতিতে ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে নরক তৈরি হয়ে রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই স্কুলের সামনে জল জমা হয়ে রয়েছে । দীর্ঘ ১২ বছর ধরে এই পুরসভার বোর্ডই থাকলেও নিকাশির সেভাবে কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। নর্দমার নোংরা জল পেরিয়ে পড়ুয়াদের যেতে হয় স্কুলে । নিকাশি না থাকায় জল জমে রয়েছে আর তাতেই বেড়েছে মশার উপদ্রব। কার ঘরে কীভাবে ডেঙ্গি প্রবেশ করবে সেই আতঙ্কেই রয়েছে বাসিন্দারা। রাজ্য নগর উন্নয়ন সংস্থার (সুডার) প্রতিনিধি চিকিৎসক ডেঙ্গি ভেক্টর কন্ট্রোল ইউনিটের সুপারভাইজার স্বাস্থ্যকর্মী স্প্রে কর্মী দের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন।রযেছে তিনটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র। পুরসভা পরিচালিত ডাঃ বি সি রায় জেনারেল হাসপাতাল ও মাতৃসদন।বর্হিবিভাগ ।সচেতনতার ওপর জোর দেওয়া হযেছে। বিশেষ করে ডেঙ্গি সচেতনতায় অভিনব দেওয়াল কার্টুনের মাধ্যমে ।

ডেঙ্গি মোকাবিলায় জেলার পুরসভা- ডেঙ্গি মোকাবিলায় কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে জেলা প্রশাসন ও জেলা স্বাস্থ্য দফতর। বেড়েছে সচেতনতা। জেলা প্রশাসনের নির্দেশিত পথে ডেঙ্গি কাজ করছে।স্বাস্থ্যকর্মীদের সুপারভাইজার দের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। আর্বজনা পরিস্কারে ডেঙ্গু বহিস্কার স্লোগানকে সামনে রেখে বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযান চলছে। পুরসভার ডেঙ্গু প্রতিরোধ বাহিনী ও নির্মল বন্ধুরা ঘরের কঠিন বর্জ্য প্লাস্টিক আবর্জনা পুরসভার গাড়িতে তুলছেন। চলছে সাফাই অভিযানও। জ্বরের উপসর্গ নিয়ে রোগীদের চিকিসা পরীক্ষা নিরীক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।জানান পুরসভার স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ শংকর সিংহ রায় বলেন আমরা সতর্ক রয়েছি।

মোকাবিলায় জেলার পুরসভা গুলিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ইতিমধ্যেই । বাড়ি বাড়ি ঘুরে সমীক্ষার উপরে জোর দিচ্ছে প্রশাসন। পাশাপাশি সচেতনতা প্রচারে দেওয়ালে কার্টুন । পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের দেওয়ালে রং-তুলি নিয়ে ছবি এঁকে ডেঙ্গি সচেতনতায় জোর দেওয়া হয়েছে বলে জানান পুরসভার স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ধীরাজ নন্দী। মানুষের সচেতনতা বাড়াতে পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে স্কুল কলেজের দেওয়ালে এই কার্টুনের মাধ্যমে মানুষ কে বোঝাতে ডেঙ্গি সচেতনতায জোর দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ডেঙ্গি মোকাবিলায় সার্ভের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। নিয়মিত স্প্রে, ছাড়া হচ্ছে গাপ্পি মাছ

এলাকায় নিয়মিত স্প্রে করা, গাপ্পি মাছ ছাড়া হচ্ছে। ডেঙ্গু ভেক্টর কন্ট্রোল টিম পুরোদমে মাঠে নেমে মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে জল জমিয়ে না রাখতে। কিন্তু রাস্তায় পাড়ায় রাস্তায় জমা জলের কী হবে সেই নিয়ে কোনও উত্তর নেই ডানকুনি পুরসভার পুর প্রধান হাসিনা শবনমের কাছে। সেবিষয়ে পুরসভার করণীয় কি তা স্পষ্ট করতে পারেননি তিনি। পুরপ্রধান বলেন, ডানকুনিতে জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের কাজ চলছে। যে কারণে নিকাশি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। যার ফলে জল দাঁড়িয়ে থাকছে। তিনি আরও বলেন , 'জাতীয় সড়কে কাজ চলায় ডানকুনির বেশ কয়েকটি এলাকার নিকাশি বন্ধ হয়ে গেছে।রাস্তা উঁচু হয়ে যাওয়ায় নিকাশি ড্রেন গুলো নীচু হয়ে পরে ফলে জল নিকাশিতে সমস্যা হচ্ছে।এবিষয়ে দফতরের মন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকেও বলা হয়েছে নিকাশি ব্যবস্থা চালু করার জন্য।'

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ২৩৮ সংখ্যা, শুক্রবার, ১১ শ্রাবণ ১৪৩০

বিজেপি-তৃণমূলের নারী নিরাপত্তা

সম্পাদকীয় ১

তৃণমূল কংগ্রেস এখন মণিপুরে নারী নির্যাতন নিয়ে যেভাবে বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়েছে ঠিক একই রকমভাবে বিজেপি দল এবারে বাংলার নারী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করে দিয়েছে। বাংলায় একের পর এক নারী নির্যাতন নিয়ে বিজেপি দল পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় প্রতিবাদ করতে শুরু করে দিয়েছে। তারা বলতে শুরু করেছে বাংলায় নারীদের নিরাপত্তা নেই। মহিলাদের ওপরে শারীরিক নির্যাতন করা হচ্ছে। এইসব নরী নির্যাতন করছে তৃণমূল কংগ্রেসের পোষা গুণ্ডরা। তারাই এই কাজ করে বেড়াচ্ছে বাংলা জুড়ে। তৃণমুল কংগ্রেস পশিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনের জিততে নারীদের ওপরে বেশি করে নির্যাতন করতে শুরু করে দিয়েছিল। গ্রাম বাংলার যুব সমাজের ওপরে দলীয় আক্রমণ করতে শুরু করে ছিল তৃণমূল কংগ্রেস। ভোট পরবর্তী হিংসা এখন গ্রাম বাংলা জুড়ে চলছে। কোথাও এর বিরতি নেই। একন কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী রয়েছে বাংলাকে শান্ত করতে। এদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা শাখা দল রাস্তায় নেমে মণিপুর নিয়ে প্রতিবাদ করতে শুরু করে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ দুই জনই চুপ করে বসে রয়েছেন। মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে তাঁরা কোনও নির্দেশ দেননি। এদিকে মণিপুর জুড়ে মহিলারা সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে শুরু করে দিয়েছে। বিজেপির মহিলা মোর্চা এ ব্যাপরে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছে। তারা বলতে শুরু করে দিয়েছে বাংলার মহিলারা নিরাপত্তাহীনতা ভুগতে শুরু করেছে। মহিলারা রাস্তাঘাটে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা থাকা সত্ত্বেও বাংলার মহিলাদের ওপরে বেশি করে শারীরিক অত্যাচার হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার একেবারে নিরব ভূমিকা পালন করতে শুরু করেছে। নারীরা যেখানে অত্যাচারিত হচ্ছে সেখানে মুখ্যমন্ত্রী যাচ্ছেন না। তিনি কেবল মাত্র নবান্নে বসে হুকুম জারি করছেন। এদিকে তৃণমূল কংগ্রেস নারী নির্যাতনের তথ্য তুলে ধরেছে। মহিলা কমিশনের তথ্য বলছে ভারতে নারী নির্যাতনের অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে এখনও পর্যন্ত ১৬ হাজার ৩৭০টি। অভিযোগের ওপরে ভিত্তি করে বিজেপি শাসিত রাজ্যে প্রায় ৯ হাজার ৪৫টি নারী নির্যাতন ঘটেছে উত্তর প্রদেশে। বাংলায় অভিযোগ ৩৪২টি। মধ্য প্রদেশ, মহারাষ্ট্র হরিয়ানা এবং উত্তর প্রদেশে ঘটেছে ৬৮ শতাংশ। আর বাংলায় মাত্র দুই শতাংশ। বিজেপি শাসিত রজ্যে নারী নির্যাতন বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। এক সময়ে দিল্লি ধর্ষন কাণ্ড কংগ্রেসকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিয়েছিল। বিজেপি দলের নেতারা বলতে শুরু করেছেন যে পার্ক স্ট্রিট কাণ্ডের পর এখনও বাংলার সরকার টিঁকে রয়েছে। এদিকে দিল্লিতে বিজেপি বিরোধী জোট ইণ্ডিয়া গোষ্ঠী বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনার নোটিশ জমা দিয়েছে। আগামি সপ্তাহে অনাস্থা প্রস্তাবের বিতর্ক শুরু হয়ে যেতে পারে। এদিকে বিজেপি বিরোধী দলের বেশ কিছু নেতা বলতে শুরু করে গিয়েছে যে বিজেপি বিরুদ্ধে অনাস্থা আনাটা বিজেপি দলকে আরও শক্তিশালী করবে। বিজেপি দল আরও শক্তি বৃদ্ধি করে লোকসভার নির্বাচনে ভোট পেয়ে যাবে। বিরোধী দলের শক্তি নেই অনাস্থা প্রস্তাবকে বাস্তবায়িত করার। লোকসভাতে বিজেপি দলের কাছে বিরোধীদের পরাজয় ঘটবে।

আমেরিকার আশ্বাস তাইওয়ানকে

সম্পাদকীয় ২

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তাইওয়ানকে আস্বস্ত করেছেন। আমেরিকা যতদিন থাকবে তাইওয়ান ততদিন থাকবে। চিন কোনও সময়ে তাইওয়ান অধিকার করতে পারবে না। চিন বরাবরই তাইওয়ান তাদের বলে দাবি করে এসেছে। কিন্তু আমেরিকার প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে এই নিয়ে চিনের সঙ্গে আমেরিকার বহু কাল ধরে বিরোধ। ঠাণ্ডা যুদ্ধ বলা যেতে পারে। তাইওয়ানরা চিনের অধীনে থাকতে চায় না। তারা স্বাধীনভাবে থাকতে চায়। চিন যে কোনও সময়ে তাইওয়ান দখল করে নিতে পারে বলে মনে করছে তাইওয়ানের প্রশাসন। যেভাবে হংকংয়ের ওপরে চিন জোর খাটাতে শুরু করে দিয়েছে তাতে ব্রিটেন পর্যন্ত অবাক হয়ে গিয়েছে। চিন কাউকে বেশি পাত্তা দিচ্ছে না। চিন বলতে শুরু করে দিয়েছে যে হংকংয়ের ব্যাপারে তারা যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে সেটাই ঠিক। ব্রিটেন চিনের আভ্যন্তরীন বিষয়ে অহেতুক মাথা গলাচ্ছে। এদিকে তাইওয়ান সফরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন আমেরিকার স্বাস্থ্য সচিব। তাঁর কাছে তাইওয়ান প্রশাসন দাবি করতে শুরু করে দিয়েছে যে চিন তাদের ওপরে অধিকার ফলাচ্ছে। তাইওয়ান চিনের সঙ্গে নেই। কিন্তু বরাবরই চিন দাবি করতে শুরু করে দিয়েছে তাইওয়ান তাদের একটি অংশ। কিন্তু তাইওয়ানবাসীরা কোনও সময়ে স্বীকার করে না তারা চিনের অংশ। এমনকী তিব্বতের জনগণ নিজেদের চিনের নাগরিক বলে স্বীকার করে না। চিন জোর করে এই তিব্বতের অঞ্চল দখল করে রেখেছে। চিনের শাসনের কাছে এরা কোনও সময়ে মাথা নত করতে চায় না। কিন্তু চিন যেভাবে আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে তার ফলে তাইওয়ান এখন ভয় পেতে শুরু করেছে। তাইওয়ান যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। আমেরিকার ওপরে ভর করে তাইওয়ান টিঁকে রয়েছে। কিন্তু চিন যেভাবে তাইওয়ানের ঘাড়ের ওপরে নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করে দিয়েছে তাতে আশঙ্কা প্রকাশ করছে তাইওয়ান যে কোনও সময়ে চিন তাদের জমি দখল করে নিতে পারে। লাগাতার দখল করার হুমকি দেখাতে শুরু করে দিয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে হংকংয়ের মতো পরিণতি হতে পারে তাইওয়ানেরও।

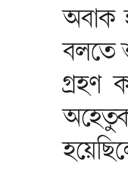

ভগিনী নিবেদিতা ধর্মজ্ঞান

জীবনটা হচ্ছে লড়াই। লড়াই দিয়ে জয় করতে হবে প্রতিকূল অবস্থাকে। ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, আমরা সবাই এই ধরনীতে এসেছি কিছু কাজ করতে। সেই কাজ আমাদের করে তবেই এখান থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হবে। আমরা সবাই কাজের জন্য এই ধরনীতে আবির্ভূত হয়েছি। আমাদের যার যা কাজ সমাপ্ত করে তবেই এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হবে। তার আগে যাওয়ার কোনও পথ খোলা নেই। ভগিনী নিবেদিতা বলতন, মায়ের ওপর ভরা রাখতে হবে। নিজের শক্তির ওপরে ভরসা রাখতে হবে। নিজের শক্তি ওপরে ভরসা রেখে চলতে হবে। কাজ করতে হবে। কাজে সফল হতে হবে। আধুনিক ভারত গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখতে পরিশ্রম করতে হবে। পরিশ্রম করা ছাড়া আর কোনও সহজ পথ নেই দেশকে উন্নত করার।

ডেঙ্গি রোধে নাগরিক সচেতনতা

বিশেষ প্রতিনিধি

বেশ কিছুদিন ধরে শোনা যাচ্ছিল, কলকাতা ও শহরতলিতে ডেঙ্গির প্রকোপ বাড়ছে। এবার শোনা গেল এক শিশুকন্যা ওই রোগের বলি হয়েছে। চিকিৎসকদের সবরকম চেষ্টা সত্ত্বেও তার প্লেটলেট কমতে থাকে। ক্রমশ তার অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গও বিকল হয়ে যায়। শনিবার সে মারা যায়। এর পরে সোম ও মঙ্গল পরপর দু'দিন এক কিশোরী ও এক প্রৌঢ়া-আরও দুই মৃত্যুর খবর এসেছে। সাধারণত প্রতি বছর জুলাই-আগস্ট মাসে ডেঙ্গির প্রকোপ শুরু হয়। নভেম্বর পর্যন্ত তার মরসুম চলে। কোনও কোনও বছর ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থায়ী হয় রোগের মরসুম। সেই হিসাবে এবছর ডেঙ্গির মরসুম সবে শুরু হয়েছে। তারই মধ্যে তিন-তিনটি মৃত্যুর খবর পাওয়া গেল। সরকারি হিসাব মতে, চলতি বছরের প্রথম সাত মাসে রাজ্যে প্রায় এক হাজার মানুষ ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন। অর্থাৎ বছরের কোনও সময়েই ডেঙ্গি থেকে রক্ষা নেই। যদিও বর্ষার আগে প্রকোপ একটু কম থাকে। ডেঙ্গি এক আন্তর্জাতিক সমস্যা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) জানিয়েছে, বিশ্বের প্রায় অর্ধেক মানুষই ডেঙ্গিপ্রবণ এলাকায় বাস করে। প্রতি বছর ওই রোগে আক্রান্ত হন ১০ থেকে ৪০ কোটি মানুষ। একুশ শতকে বিশ্ব জুড়ে ডেঙ্গি উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে। ২০০০ সালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছিলেন পাঁচ লক্ষ পাঁচ হাজার ৪৩০ জন। ২০১৯ সালে সেই সংখ্যাটা বেড়ে হয়েছে ৫২ লক্ষ। বাস্তবে আক্রান্তের সংখ্যা আরও বেশি। হু নিজেই বলছে, প্রত্যন্ত

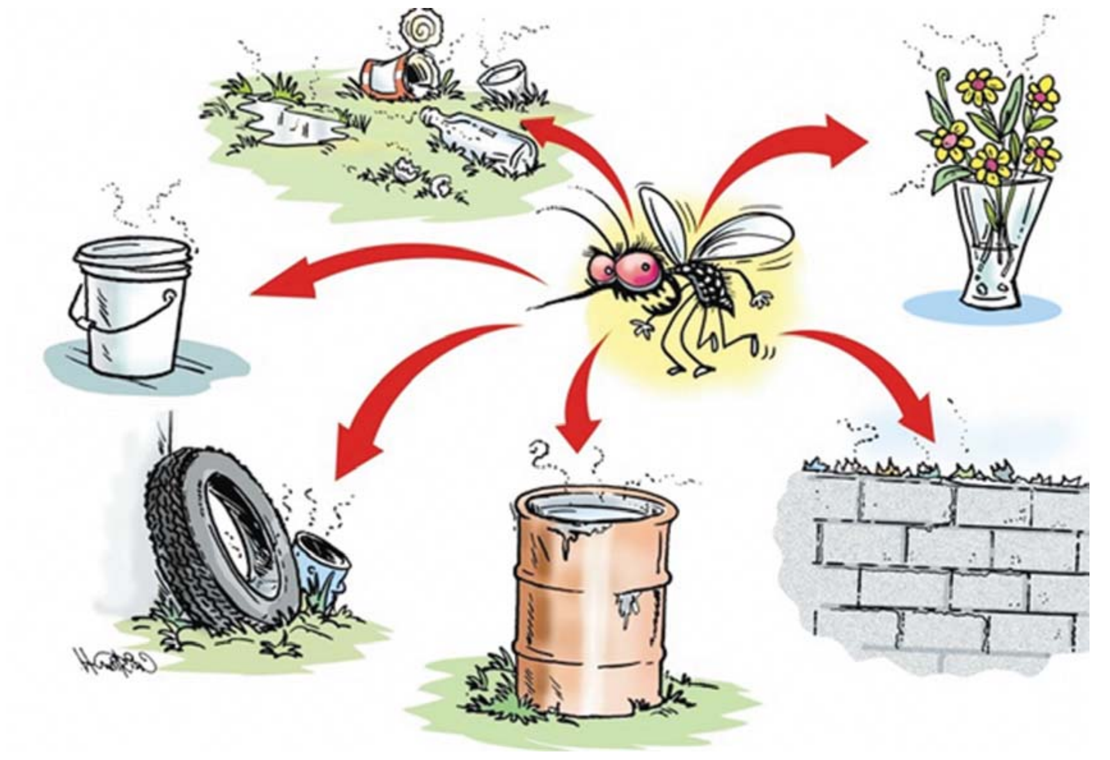

এলাকায় যারা ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছে, তাদের সংখ্যা জানা যায়নি। তাছাড়া বহু ক্ষেত্রে ডেঙ্গি রোগীকে চিহ্নিতই করা হয়নি। এরই মধ্যে সীমান্তের ওপার থেকে ডেঙ্গি নিয়ে উদ্বেগজনক খবর পাওয়া যাচ্ছে। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সেখানে ডেঙ্গি ইতিমধ্যে ভয়ানক রূপ নিয়েছে। সরকারি হিসাবে মৃতের সংখ্যা ১৭৬। তাদের ৩১ জনের বয়স ছিল ১৪-র নীচে। হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৩৩ হাজার মানুষ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, তাঁদের দেশে গত ফেব্রুয়ারিতে বৃষ্টি হয়েছিল। তার ফলে ডেঙ্গুর বাহক এডিস মশার বংশবৃদ্ধি হয়েছে। তাছাড়া বর্ষার শুরুর দিকে বৃষ্টি হয়েছে স্বাভাবিকের থেকে কম। তাতে এডিসের বংশবৃদ্ধিতে সুবিধা হয়েছে। বাংলাদেশে বহু জায়গায় যথেষ্ট পরিমাণে জল পাওয়া যায় না। জলকষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অনেকে বালতিতে বা ড্রামে জল জমিয়ে রাখেন। সেই জমা জলে ডিম পেড়েছে এডিস। বাংলাদেশের পরিস্থিতি থেকে আমাদেরও শিক্ষা নেওয়ার আছে। এখানেও অনেকে বালতিতে বা চৌবাচ্চায় জল জমিয়ে রাখেন। তাছাড়া খানাখন্দে বৃষ্টির জল জমে থাকে। পল্লবী বলে যে মেয়েটির মৃত্যু হয়েছে, তার বড়ির ছাদেও বৃষ্টির জল জমে ছিল। ডেঙ্গির মরশুমের শুরুতেই রাজ্য সরকার সতর্ক হয়েছে। প্লেটলেট ব্যবহার নিয়ে জারি হয়েছে নির্দেশিকা। কলকাতা পুরসভা স্থির করেছে, কোনও জমিতে অনেকদিন ধরে আবর্জনা পড়ে থাকলে জমির মালিককে নোটিস দেওয়া হবে। তাঁকে বলা হবে জঞ্জাল পরিষ্কার করে দিন। তিনি সেকথা না শুনলে পুরসভার লোকই জঞ্জাল পরিষ্কার করে দেবে। তার খরচ নেওয়া হবে জমি মালিকের থেকে। ডেঙ্গি এমন একটা রোগ যাকে শুধু প্রশাসনিক তৎপরতা দিয়ে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষেরও বড় ভূমিকা আছে। সেই ভূমিকা পালন করতে গেলে চাই সচেতনতা। প্রথমত ব্যক্তিগতভাবে সকলকে যথাসম্ভব সতর্ক থাকতে হবে। চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে পরতে হবে যথাসম্ভব দেহ ঢাকা পোশাক। বাড়িতে মশারি ব্যবহার করতে হবে। শরীরে ডেঙ্গির লক্ষণ দেখা দিলে বিশ্রাম নিতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা বাড়িতে বা আশপাশে কোথাও জল জমতে দেওয়া চলবে না। তাহলে আমাদের অবস্থা বাংলাদেশের মতো হবে না। সরকার, প্রশাসন কর্তব্য পালন না করলে অবশ্যই সমালোচনা করতে হবে। তবে নাগরিক সচেতনতা, কর্তব্যের কোনও বিকল্প নেই।

মণিপুরে নারীদের নিশানা-ধর্ষণ এখন প্রতিপক্ষকে দমনের অস্ত্র, রাজনীতির অঙ্গ!

বিশেষ প্রতিনিধি

গত বছর মে মাসে কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের ঘটনাটির কথা অনেকের মনে থাকবে। অনুষ্ঠান শুরুর মুখে অর্ধনগ্ন শরীরে এক তরুণী মঞ্চে এসে দাঁড়ায়। তাঁর উন্মুক্ত বুকের লেখা 'স্টপ রেপিং আস।' যে দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল গোটা বিশ্ব। মণিপুর তখন শান্ত। মাস দুই আগে দ্বিতীয় বারের জন্য ক্ষমতা দখল করেছেন বিজেপির এন

বীরেন সিং। কানের সেই ঘটনা মুহূর্তে মণিপুরকে জুড়ে দিয়েছিল বিশ্ব চলচিত্রের মঞ্চের সঙ্গে। যে জাতিদাঙ্গাকে ঘিরে রাজ্যটির এখন ছারখার অবস্থা, হিংসা, বিদ্বেষ, বিভাজনের এমন চিত্র রাজ্যটির বাইরে তখন লেশমাত্র টের পাওয়া যায়নি। হতে পারে, দুই নারীকে নগ্ন অবস্থায় ঘোরানোর ঘটনাটির মতো জাতিগত বিভাজনকেও সুপরিকল্পিতভাবে আড়াল করা হয়েছিল। কানের ঘটনাটিতে আমার মনে পড়ে যায় বছর দশ আগে অ্যাকাদেমি অফ ফাইন আর্টসে দেখা মণিপুরের কলাক্ষেত্রম গোষ্ঠীর দ্রোপদী' নাটকটির কথা। সেনার ধর্ষণের শিকার হওয়া মহিলার প্রতিবাদকে স্যালুট জানাতে শেষ দৃশ্যে নাটকের দৌপদী তথা অভিনেত্রী সাবিত্রী হেইসনাম মঞ্চে নগ্ন হয়ে দাঁড়ান ধর্ষক সেনাকর্তার সামনে। সাবিত্রী ও তাঁর স্বামী নাট্যব্যক্তিত্ব কানহাইয়ালাল নাট্যমঞ্চে রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের প্রতিবাদ জানাতে বেছে নিয়েছিলেন মহাশ্বেতা দেবীর দ্রৌপদী গল্পটি। নগ্ন দৃশ্য উপস্থাপনা ছিল এক শৈল্পিক প্রতিবাদ। শেষ দৃশ্যটি হল ভর্তি মানুষকে টেনে নিয়ে যায় ২০০৪-এর ১৫ জুলাইয়ে। কাংলা ফোর্ট অর্থাৎ মণিপুরে অসম রাইফেলসের সদর দফতরের গেটে যেদিন নগ্ন শরীরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ১২ মহিলা। তাঁদের সামনে সাদা কাপড়ের উপর লালকালিতে লেখা ছিল 'ইন্ডিয়ান আর্মি রেপ আস।' জন্ম নেয় প্রতিবাদের নয়া রূপ। চমকে দেওয়া সেই প্রতিবাদটি ছিল মনোরামা থাঙ্গিয়ামকে খুন-ধর্ষণের। বছর বত্রিশের যুবতীকে মাঝরাতে বাড়ি থেকে মায়ের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় জওয়ানেরা। আর্ম ফোর্সেস স্পেশ্যাল পাওয়ার অ্যাক্টের (আফস্পা) বিশেষ ক্ষমতায় বলীয়ান সেনা বাহিনীর হাতে খুন-ধর্ষণের অভিযোগে তপ্ত তখন মণিপুর-সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকা। মণিপুরের নারীদের প্রতিবাদকে শ্রদ্ধা জানিয়ে 'দ্য মাদার্স অফ মণিপুর' বইয়ের লেখিকা তেরেসা রেহমানকে সেই মহিলারা বলেছিলেন, 'মনোরামা আমাদেরই মেয়ে।' মানবাধিকার হরণকারী সেই আইন প্রত্যাহারের দাবিতে ১৬ বছর অনশন করেছেন ইরম শর্মিলা চানু। নাকে নল দিয়ে তরল খাবার খাইয়ে রাষ্ট্র তাঁকে বাঁচিয়ে রাখে। ২০১২-র জানুয়ারিতে ইম্ফলের হাসপাতালে কিছু সময় কথা বলেছিলাম শর্মিলার সঙ্গে। বারে বারে আক্ষেপ করেছিলেন, '১২ বছর এভাবে আছি। আফস্পা তোলা নিয়ে সরকার উচ্চবাচ্য করছে না।' কাশ্মীর থেকে অরুণাচল, আফস্পা জারি থাকা এলাকায় সেনা, আধা সেনার বিরুদ্ধে নাগরিক অধিকার হরণ, ধর্ষণ-সহ নারী নির্যাতনের অভিযোগ সীমাহীন। কান ফেস্টিভ্যালের মঞ্চে নগ্ন শরীরে হাজির হওয়া সেই মহিলা রুশ সেনার হাতে ইউক্রেনের নারীদের ধর্ষণের প্রতিবাদ করছিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কত নারী পাক সেনার যৌন লাঞ্ছনার শিকার হয়েছেন তার সঠিক সংখ্যা এখনও নির্ধারণ করা যায়নি। শুধু কী সেনা, রাজাকার, আল বদরের মতো সেনা সমর্থক সামাজিক সংগঠনও পরিস্থিতির সুযোগে প্রতিবেশী মা-বোনদের সম্ভ্রম লুঠ করেছে নির্বিচারে। অদূরে সেনা শাসনাধীনে থাকা বার্মা অর্থাৎ আজকের মায়ানমারে ধর্ষিতা রোহিঙ্গা নারীর সংখ্যা সম্ভবত পৃথিবীর সব পরিকল্পিত রাষ্ট্রীয় ধর্ষণকে ছাপিয়ে গিয়েছে। বাদ নেই শ্রীলঙ্কাও। ভারতে শিখ বিরোধী দাঙ্গা, গুজরাত দাঙ্গা-সহ কম-বেশি সব দাঙ্গাতেই অগুনতি মহিলা যৌন লাঞ্ছনার শিকার হয়েছেন। যুগে যুগে ধর্ষণ, যৌন লাঞ্ছনা হয়ে উঠেছে প্রতিবাদ দমনের সস্তা অস্ত্র। নারীকে করা হয়েছে নিশানা। বাদ থাকেনি রাজনীতিও। শতাব্দীর কলঙ্কময় সেই গুজরাত দাঙ্গায় বিলকিস বানোর ধর্ষক এবং পরিবারের ১৪ সদস্যকে খুনে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের মুক্তি দিয়েছে সে রাজ্যের বিজেপি সরকার। শুক্রবার দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলার রাজনৈতিক ধর্ষণের কাহিনি বর্ণনা করতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়া বঙ্গ বিজেপির প্রাক্তন অভিনেত্রী সাংসদকে সাংবাদিকেরা সম্ভবত বিলকিসকে নিয়ে প্রশ্ন করতে ভুলে গিয়েছিলেন। তবে গুরুবাণী বুঝতে পারার পুরস্কার হিসাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় তাঁর স্থান পাওয়ার সম্ভাবনা কিছুটা হলেও বাড়ল সন্দেহ নেই। মণিপুর নিয়ে আশি দিন মৌনী থাকা রাষ্ট্রগুরু তথা বিশ্বগুরু মণিপুরের সেই ঘটনায় সমবেদনা ব্যক্ত করত গিয়ে কংগ্রেস শাসিত রাজস্থান ও ছত্তীসগড়ের প্রসঙ্গ টেনে বুঝিয়ে দিয়েছেন, ধর্ষণের বিরুদ্ধে কঠোর হওয়ার পরিবর্তে রাজনীতি করাই তাঁর লক্ষ্য। বহু বছর হল ভারত 'ধর্ষণের রাজধানী'। জাতীয় অপরাধ পরিসংখ্যান ব্যুরোর রিপোর্ট অনুযায়ী দেশে ৩১ হাজার ৮৭৮টি ধর্ষণের অভিযোগ নথিভুক্ত হয়েছিল। তার আগের বছর সংখ্যাটা ছিল ২৮ হাজার ১৫৩। ২০১৬ সালে তা অস্বাভাবিক হারে বেড়ে হয়েছিল ৩৯ হাজার ৬৮টি। পরের বছর তা ১৬ শতাংশ কমলেও ফের বাড়তে শুরু করেছে। ধর্ষকদের মধ্যে দাগি অপরাধী, পরিবার-পরিজনেরা যেমন আছে, তেমনই আছে ধর্ম, জাত, রাজনীতির পাণ্ডারা। রাজনৈতিক কারণে ধর্ষণের অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গে এবং অন্যত্র জমানা নির্বিশেষে শোনা গিয়েছে। সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক অনর্থক। কারণ, এদেশে ধর্ষিতাকেই লজ্জায় মুখ ঢাকতে হয়। তার উপর অভিযোগকে মিথ্যা বলে দেগে দেওয়া, থানা-পুলিশের হাত গুটিয়ে থাকা তো আছেই। আবার বিপরীত চিত্র অর্থাৎ ধর্ষণের অভিযাগকে হাতিয়ার করে কুৎসিত রাজনীতিও আছে। একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি। একবার গণধর্ষণের অভিযোগ শুনে রাজারহাটের এক গ্রামে গিয়ে প্রায় ঘেরাও হয়ে গিয়েছিলাম। অভিযোগ ছিল, সিপিএমের হার্মাদ বাহিনী গ্রামে বাড়ি বাড়ি ঢুকে আট থেকে আশি, নির্বিচারে ধর্ষণ করেছে। পরদিন সদলবল মহিলারা পাল্টা অভিযোগ করেন, 'এমন মিথ্যা খবরের জন্য আমরা মুখ দেখাতে পারছি না, গ্রামের বাইরে যেতে পারছি না।' নন্দীগ্রামের আন্দোলন পর্বে একটা সময় জমির প্রসঙ্গ ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছিল ধর্ষণ। পরিবর্তনের সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর বিধানসভায় লবিতে শাসক দলের এক নেত্রীকে তাঁর পুরুষ সতীর্থকে অনুযোগের সুরে বলতে শুনেছি, 'অন্দোলনের সময় আপনারা তখন ধর্ষণ ধর্ষণ করে এত বলেছেন, যেন নন্দীগ্রাম ধর্ষিতাদের বাস।' বঙ্গ-রাজনীতির সচেতন পর্যবেক্ষকদের ফেলিনি বসাক, চম্পলা সর্দারদের কথা ভুলে যাওয়ার নয়, ধর্ষণের অভিযোগ ঘিরে যে দুই নিরীহ মহিলাকে নিয়ে রাজনীতির টানাহ্যাচরা কুৎসিত চেহারা নিয়েছিল। বিগত কয়েক বছর যাব দিল্লির শাসক বিজেপি বাংলায় হিন্দু নারীর যৌন লাঞ্ছনা নিয়ে সরব। এভাবেই অপরাধ আড়ালে চলে গিয়ে আক্রান্তের দলীয়, ধর্মীয়, জাতিগত পরিচয় প্রাধান্য পেয়ে যায়। ধর্ষণ নিয়ে এই রাজনীতিও আসলে নারীর অবমাননা, রাজনীতিতে তাদের পণ্য করার ঘৃণ্য চেষ্টা। রাজনীতির এই পাঁকে অনেক সময় নারীরা অজান্তেই পা দিয়ে ফেলেন। বছর কয়েক আগে বাংলাদেশে এক কিশোরীর প্ল্যাকার্ড হাতে ছবি ভাইরাল হয়েছিল। তাতে লেখা ছিল, 'যত পারো আমাকে ধর্ষণ করো, তবু শেখ হাসিনার পতন চাই।' এপার-ওপার, দুই পারেই, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংঘর্ষের ঘটনায় কথায় কথায়, ছাত্রীদের যৌন লাঞ্ছনার অভিযোগের পিছনেও সত্যতা আছে, আছে ছাত্র রাজনীতি থেকেই নারী সহ রাজনীতিককে রাজনীতির পণ্য হিসেবে দেখার মানসিকতা। মণিপুর থেকে বাংলায় ঢুকে পড়ার কারণটা এবার বলি। আসলে, উত্তর-পূর্বের রাজ্যটির চলতি অশান্তির মূলে আছে সমতলের বিভাজন রাজনীতির সংস্কৃতি। যে কাংলা ফোর্টের সামনে মহিলাদের নগ্ন শরীরে প্রতিবাদের কথা গোড়ায় উল্লেখ করেছি, সেই অভিনব আন্দোলনের আসল রূপকার ছিল 'মিইরা পাইবি' বা ইমাস অর্থাৎ 'মণিপুরের মা' নামে সংগঠনটি, রাজ্যে মানবাধিকার রক্ষার আন্দোলনের সুবাদে গোটা বিশ্ব যাদের জানে। মণিপুরের রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে মশালধারী এই মহিলারা সংখ্যাগরিষ্ঠ মেইতেই সম্প্রদায়ের। কুকি-মেইতেই দীর্ঘ সংঘাত সত্ত্বেও সেনা, আধা সেনার অত্যাচার, রাষ্ট্রীয় নিপীড়নকে দুই সম্প্রদায়ের মহিলারা একযোগে মোকাবিলা করেছেন বছরের পর বছর। যৌথ লড়াইয়ের অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে 'মিইরা পাইবি'-র ছত্রছায়ায়। যার অন্যতম হল সেনা, পুলিশের ধর্ষণ, যৌন লাঞ্ছনার প্রতিবাদ। সেই বোঝাপড়া, সহাবস্থান ভেঙে চুরমার বিজেপির ছয় বছরের শাসন কালে। ধর্ষণ সেখানে জাতিসত্তা, পরিচয় সত্তা জাহিরের হাতিয়ার। সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদের রাজনীতি কায়েমের লক্ষ্যে সেখানে পরিকল্পিতভাবে জাতিগত বিদ্বেষ-বিভাজনকে উসকে দিয়ে রাজ্যটিকে ফের জাতিদাঙ্গার দিকে ঠেলে দিয়েছে গেরুয়া শিবির।দুই কুকি মহিলাকে নগ্ন করে ঘোরানোর এলাকাটি এখন মেইতেইদের মুক্তাঞ্চল। অভিযোগ, দুই কুকি মহিলাকে দাঙ্গায় উন্মত্ত, হিংস্র যুবকদের হাতে তুলে দেওয়ার সময় মেইতেই মহিলারা বাধা দেননি, নারীর সম্ভ্রম রক্ষায় যারা 'মিইরা পাইবি' গড়ে তোলেন। পাহাড়ি রাজ্যটি এখন এভাবেই ভাগ হয়ে গিয়েছে। কুকিরাও মেইতেইদের মেরে ধরে খুন ধর্ষণ করে এলাকা ছাড়া করেছে। এখন যে যার মুক্তাঞ্চল থেকে আশপাশে প্রতিপক্ষের মহল্লায় হামলা চালিয়ে অস্তিত্ব জানান দিয়ে চলেছে। ইন্টারনেট চালু হতে সামাজিক মাধ্যমে শুরু হয়েছে অবাধে কুৎসা, ঘৃণা, হিংসা বর্ষণ। ধর্ষণের ঘটনাকে রাজনীতির অস্ত্র করার যে ঘৃণ্য চক্রান্তের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, মণিপুরের সেই ভাইরাল ভিডিওটির ৭৫ দিন অন্তরালে থাকার পিছনে আছে সেই ঘৃণ্য অঙ্কই। জাতিদাঙ্গার সুযোগ নিয়ে উত্তর-পূর্বের রাজ্যটিতে শাসক দলের অন্দরে শুরু হয়েছে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। ধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদে নয়, কুকিদের প্রতি দরদেও নয়, মৈতেই সম্প্রদায়ভুক্ত

বিজেপির এক বিধায়ক সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশন শুরুর ঠিক আগের দিন শিউরে ওঠা বিডিওটি ভাইরাল করেছেন ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীকে ঘায়েল করতে। যে মণিপুরকে আমরা চিনতাম ধর্ষণের রাজধানী ভারতে নারীর মরুদ্যান বলে, সেই রাজ্যে ধর্ষণ এখন প্রতিপক্ষকে দমনের অস্ত্র। নিশানা সেই নারীই।

শিবের মাথায় জল ঢালতে গিয়ে সাপের ছোবল

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৮ জুলাই ঃ শিবের মাথায় জল ঢালতে গিয়ে সাপের ছোবল খেলেন এক ভক্ত। তাকে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনায় বাঁকুড়ার প্রাচীন এক্তেশ্বর মন্দিরে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, শ্রাবণ মাস শিবের জন্মমাস উপলক্ষে সারা শ্রাবণ মাসজুড়ে প্রত্যহ বহু ভক্ত শিবের পুজো করতে আসেন। এদিন ভোরে এক ভক্ত প্রতিদিনের মতো মন্দিরে আসেন পুজো করতে। পুজোর পূর্বে তিনি প্রতিদিনই মন্দিরের গর্ভগৃহ পরিষ্কার করেন। এদিন সকালে পরিষ্কারের কাজ করার সময়ে সাপটি তাকে কামড়ায়। এই খবর জানাজানি হতেই মন্দিরের পুরোহিতরা জড়ো হন। তাকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মন্দিরের এক পুরোহিত বলেন আজ ভোরে এই ঘটনা ঘটে। তখনও মন্দিরে ভক্তদের ভিড় জমে উঠেনি। ওই ভক্ত প্রতিদিনই মন্দিরে আসেন, মন্দির পরিষ্কার ও পুজো করেন। এখানে এসে শুনলাম এক ভক্তকে সাপে কামড়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কয়েকদিন আগেই মন্দিরে সাপের দেখা মেলে। এই সময় বহু ভক্ত সারা শ্রাবণ মাস নিরামিষ আহার, প্রত্যহ পূজা পাঠ করেন। যার জন্য কয়েক শতাব্দী প্রাচীন এক্তেশ্বর মন্দিরে ব্যাপক ভিড় হয়। এছাড়াও শুশুনিয়া পাহাড়ের গায়ে নির্গত ঝর্নার জল বাঁকে করে নিয়ে এসে শিবের মাথায় ঢালা হয়। এছাড়াও শ্রাবণ মাসজুড়ে প্রত্যহ সন্ধ্যায় শিবের শৃঙ্গার-এর আয়োজন করা হয়। তার মাঝেই সাপে কামড়ানোর ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। এক্তেশ্বর ভোলে বোম উন্নয়ন কমিটির সম্পাদক কিশোর মুরারকা বলেন, মন্দিরের ভিতরে এরকম কিছু ঘটে নি, মন্দিরের বাইরে ফুল তুলতে গিয়ে এই ঘটনা ঘটে।

আসানসোল স্কুল কান্ডে দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা চান অগ্নিমিত্রা

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ২৮ জুলাই ঃ পঞ্চম শ্রেণির এক পড়ুয়ার সঙ্গে স্কুলেরই এক অশিক্ষক কর্মী অভদ্র আচরণ করেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া এমন একটা পোস্ট। আর তা দেখেই বিচার বিবেচনা না করেই স্কুলে এসে তাণ্ডব চালান বেশ কিছু পুরুষ ও মহিলা। এই ঘটনাটি ঘটেছে আসানসোল শহরের জিটি রোডের একটি নামী গার্লস হাইস্কুলে। যারা তাণ্ডব দেখিয়েছেন তাঁরা নিজেকে অভিভাবক বলে দাবি করেছিলেন। সাড়ে তিন ঘন্টা ধরে তারা ঐ স্কুলে কার্যত দাপিয়ে বেড়ায় পুলিশের সামনেই। পুলিশ বাধ্য হয়েছিল ঐ অভিযুক্ত অশিক্ষককর্মীকে নিজেদের হেফাজতে নিতে। এই ঘটনায় বিক্ষোভকারীরা অভিযুক্ত যুবক ও স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে আসানসোল দক্ষিণ থানা ও স্কুলে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। বৃহস্পতিবারের সেই ঘটনা নিয়ে শুক্রবার দুপুরে আসানসোল দক্ষিণ থানায় পাল্টা একটি অভিযোগ দায়ের করে ঐ স্কুল কর্তৃপক্ষ। ততে সই করেছেন প্রধান শিক্ষিকা সহ অন্যান্য শিক্ষিকা ও অশিক্ষক কর্মীরা। স্কুলের তরফে অভিযোগে বলা হয়েছে, বৃহস্পতিবারের ঘটনায় শিক্ষিকা, পড়ুয়া থেকে সকলেই খুবই আতঙ্কিত। তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। কোন ঘটনা না ঘটলেও, তার মিথ্যে অভিযোগ করায় স্কুলের সুনাম ক্ষুন্ন হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় কে বা কারা পোস্ট করেছে, তা নিয়ে তদন্ত সহ বৃহস্পতিবারের ঘটনার জন্য কারা তাণ্ডব চালিয়েছে তাদের খুঁজে বার করে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার তদন্তে ৫ সদস্যের একটি কমিটি করা হবে। যেখানে পুলিশ, স্কুল ও স্কুল পরিদর্শক বা ডিআইয়ের প্রতিনিধিরা থাকবেন। সেই কমিটি তদন্ত করে একটা রিপোর্ট তৈরি করবে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। অন্যদিকে, ঐ পড়ুয়ার পরিবারের তরফে কোন লিখিত অভিযোগ না থাকায় শুক্রবার সকালে অভিযুক্তকে থানা থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। পুলিশের তরফে তাকে আপাততঃ স্কুলে না আসতে বলা হয়েছে। এদিন দুপুরে আসানসোল দক্ষিণ থানায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশের ডিসিপি (সেন্ট্রাল) কুলদীপ সোনেয়াল বলেন, শহরের একটি স্কুলে একটা ঘটনা গতকাল ঘটেছিল। যদিও যে কারণে এই ঘটনা তার কোন লিখিত অভিযোগ নেই। তাই কোন গ্রেফতারও নেই। একজনকে আটক করা হয়েছিল। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে স্কুলের তরফে একটি অভিযোগ দায়ের করে বলা হয়েছে। এই ঘটনার পেছনে সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট রয়েছে। মিথ্যে একটা কথা সেখানে বলা হয়েছে। তার কোন সারবত্তা নেই। তাই সাইবার আইনে এর তদন্ত করা হচ্ছে। অভিযুক্তকে শনাক্ত করে শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। তিনি আরও বলেন, সোশাল মিডিয়ায় কেউ এমন কোন পোস্ট করবেন না, যাতে তার থেকে আইনশৃঙ্খলার অবনতি হয়। তাহলে, তার বিরুদ্ধে সাইবার আইনে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা এদিন বলেন, একটা অভিযোগ থানায় করা হয়েছে। আমরা বলেছি, গোটা ঘটনার তদন্ত করে সত্যিটা বার করা হোক। কেননা এর পেছনে একটা স্কুলের সুনাম, শিক্ষিকা ও নন টিচিং স্টাফদের সম্মান ও পড়ুয়াদের ভবিষ্যত জড়িয়ে রয়েছে। বিশেষ করে যে বা যারা সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছে। এদিন বিকেলে প্রথমে ঐ স্কুল ও পরে আসানসোল দক্ষিণ থানায় যান আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল। স্কুলে তিনি প্রধান শিক্ষিকা সহ অন্য শিক্ষিকাদের সঙ্গে কথা বলেন। পরে তিনি বলেন, আমি গোটা ঘটনা নিয়ে স্কুলে কথা বলেছি। থানার ইন্সপেক্টর ইনচার্জের সঙ্গে দেখা করেছি। আমার দাবি, সবটাই তদন্ত করে বার করা হোক। কেউ যদি গুজব ছড়িয়ে স্কুলের বদনাম, পড়ুয়া ও কর্মীর সম্মানহানি করার চেষ্টা করে, তাহলে তাকে সনাক্ত করে শাস্তি দেওয়া হোক।

বর্ধমানে ঐতিহাসিক কালাপাহাড়ির পীরস্থানে চাদর চড়ালেন মন্ত্রী

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৮ জুলাই ঃ ইসলাম ধর্মের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শোক উৎসব মহরম। বিশ্বব্যাপী মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ নবি মহম্মদের নাতি এবং হজরত আলির পুত্র ইমাম হোসেনের শাহাদাতে শোক প্রকাশ করেন। বিশ্বাস করা হয় যে, আশুরার দিনে আল্লাহ হজরত মুসা ও ইজরাইলের মানুষকে ফারাওর বাহিনীর থেকে রক্ষা করেন। এই দিনটিতে বহু মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ মিছিলে অংশ নেন। বলা হয় যে একসময় ইমাম হোসেন যে ব্যথা পেয়েছিলেন সেই কষ্টই তাঁরা ভাগ করে নিতে কেউ কেউ নিজের দেহে আঘাত করে সেই ব্যথার অনুভূতি ফিরিয়ে আনতে চান। প্রাথমিকভাবে কালো পোশাক পরে এই মিছিলে অংশগ্রহণ করে তারা দিনটি পালন করেন। মিছিলে 'ইয়া আলি' এবং 'ইয়া হোসেন' বলতে শোনা যায় তাদের। মহরম উপলক্ষ্যে শুক্রবার বর্ধমানের বিসি রোডে প্রায় শতাধিক বছরের পুরানো কালাপাহাড়ির মহরম কমিটির পীর স্থানের মহরম উৎসবে পীর স্থানে চাদর চড়িয়ে উদ্বোধন করেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস। উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান পৌরসভার পৌরপতি পরেশ চন্দ্র সরকার, বর্ধমান সদর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুখময় চক্রবর্তী, জেলা পরিষদের মেন্টর উজ্জ্বল প্রামাণিক, কাউন্সিলার সাহাবুদ্দিন খান, ইন্তেখাব আলম, সমাজসেবী আব্দুল রব সহ অন্যান্যরা। এদিন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ বলেন, বর্ধমানের কালাপাহাড়ি পীর স্থানটি বহু পুরাতন। এই পিরস্থানে হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে বহু মানুষ আসেন। মহরম উপলক্ষ্যে কালাপাহাড়ি পীর স্থানে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ উপস্থিত থাকেন। কালাপাহাড়ির পীরস্থানেই শুধু নয়, বর্ধমানের খক্কর সাহেবের মাজার সহ অন্যান্য পীরস্থানেও চাদর চড়ান মন্ত্রী।

স্ত্রীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৮ জুলাই ঃ দাম্পত্যকলহের জেরে স্ত্রীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনা জলপাইগুড়ির মাল ব্লকের ওদলাবাড়ির চুইয়া বস্তিতে। নিহতের নাম কাজল দেবী (২১)। ঘটনায় স্বামী কিষান প্রসাদের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছে মৃতের পরিবার। অভিযুক্ত উত্তর প্রদেশের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। মৃতের বোন রাগিনী জানিয়েছেন, উত্তর প্রদেশের বাসিন্দা হলেও বেশ কয়েক বছর ধরে ওদলাবাড়িতে বসবাস করছিলেন কিষান প্রসাদ ও কাজল দেবী। তাঁদের ১টি পুত্রসন্তানও রয়েছে। অভিযোগ, দিন কয়েক আগে দাম্পত্যকলহ চলাকালীন কাজল দেবীর গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেন তাঁর স্বামী। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। কয়েকদিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করার পর হার মানেন তিনি। মৃতের বোন জানিয়েছেন, মৃত্যুর ২ দিন আগে দিদি আমাদের জানায় জামাইবাবু গায়ে তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। এর পরই কিষান প্রসাদের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করে মৃতের পরিবার। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, দম্পতির মধ্যে কথা কাটাকাটি চলতে চলতেই ঘর থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখি। তখন ঘরে ছিল তাদের একমাত্র সন্তান। ঘরে ঢুকে দেখি গুরুতর দগ্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছেন কাজল দেবী। তবে আগুন কে লাগিয়েছে তা কিষান প্রসাদ ও শিশুটি ছাড়া কেউ দেখেননি।

নিখোঁজ সংবাদ

নাম মসকুরা খাতুন, পিতার নাম জাকির হোসেন, নিবাস ধুলিয়ান কাঞ্চনতলা সামশেরগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ। বয়স ২২ বছর। গত ২০.০৭.২০২৩ সন্ধ্যায় ৭.০০ টা থেকে নিখোঁজ। পরণে রয়েছে চুড়িদার। কেউ খোঁজ পেলে দয়াকরে সন্ধান জানান ৯৩৩৯৯৯০০৩ এই নাম্বারে।

জমি বিবাদের জেরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন

দুরন্ত বার্তা, গয়েরকাটা, ২৮ জুলাই ঃ জলপাইগুড়ির বানারহাট ব্লকের ধূপগুড়ি থানার অন্তর্গত আংরাভাসায় জমি নিয়ে বিবাদের জেরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করা হল এক যুবককে। মৃতের নাম মেহতাব আলম (৩৮)। অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর জখম হয়েছেন তাঁর স্ত্রী। তিনি জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ভাড়াটে দুষ্কৃতীদের দিয়ে এই খুন করানো হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনায় মূল অভিযুক্ত আফতাব হোসেন সহ ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাত ৩টে নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ভাগ্নে আফতাব হোসেনের সঙ্গে বিহারের কোনও এক জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ চলছিল মামা মেহতাব আলমের। আফতাব হোসেন কর্মসূত্রে দিল্লিতে থাকত। অভিযোগ, সেখান থেকেই তার পরিচিত লোকেদের নিয়ে এসে গভীর রাতে মেহতাব আলমের ওপর হামলা চালানো হয়। ধারালো অস্ত্র দিয়ে মেহতাব আলম এবং তাঁর স্ত্রীকে কোপানো হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় মৃত্যু হয় মেহতাব আলমের। অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর জখম তাঁর স্ত্রীকে উদ্ধার করে প্রথমে ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে পরে তাঁকে জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়। ঘটনার পর এলাকায় আসেন জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) ওয়াংদেন ভুটিয়া, ডিএসপি ক্রাইম বিক্রমজিত লামা সহ অন্য পুলিশ আধিকারিকরা। এলাকায় মোতায়েন রয়েছে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এরমধ্যে ২ জন মহিলা রয়েছে।

বাম ও বিজেপির ওয়াক আউট

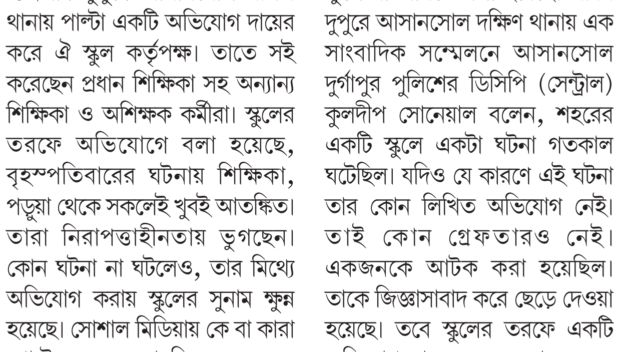

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৮ জুলাই ঃ শিলিগুড়ি পুরনিগমের মাসিক অধিবেশনে ওয়াক আউট করল বাম ও বিজেপি। ১৮তম মাসিক অধিবেশনের আলোচনা চলাকালীনই ওয়াক আউট করল বিজেপি। একই পথ অনুসরণ করল বামেরাও। অভিযোগ, স্থানীয় ইস্যু বাদ দিয়ে একতরফা ভাবে মণিপুর নিয়ে প্রস্তাব পাশ করিয়েছে শাসকেরা। ঘটনায় বামেদের অভিযোগ, চেয়ারম্যান অসাংবিধানিকভাবে পুরসভা চালাচ্ছেন। শুক্রবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের মাসিক অধিবেশনের মাঝপথেও উতপ্ত হতে শুরু করে। অভিযোগ ওঠে, শহর শিলিগুড়ির বিধান রোড এলাকাস্থিত অবৈধ বিল্ডিং নিয়ে প্রস্তাবনার কপি পড়ার জন্য বিরোধীদের নূন্যতম সময় না দিয়েই তা পাশ করানো হয়। এখানেই শেষ নয়, আরও অভিযোগ স্থানীয় ইস্যু বাদ দিয়ে আচমকাই মণিপুরের প্রসঙ্গ তুলে প্রস্তাব পাশ করানো হয় শাসকের তরফে। এরপরই মাসিক সভা থেকে ওয়াক আউট করল বাম এবং বিজেপি। অন্যদিকে মেয়র জানিয়েছেন, হাইকোর্টের নির্দেশ মেনেই এদিনই ওই বিল্ডিং নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হত। তাই সবপক্ষকে জানিয়েই তা পাশ করানো হয়েছে। উল্লেখ্য, শুক্রবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত হয় পুরনিগমের বোর্ড অফ মেম্বার্স মিটিং। এই মিটিংয়ে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর মোশন আনেন বিরোধীরা। এদিন বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন সহ সিপিএমের কাউন্সিলররা বিভিন্ন বিষয়ের ওপর মোশন আনেন, সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। তার মধ্যে পানীয় জলের সমস্যা, জঞ্জাল অপসারণ ও ওয়ার্ডে ডাস্টবিনের সংখ্যা বাড়ানো নিয়ে আলোচনা হয় ও মোশন আনা হয়। এর পাশাপাশি অবৈধ নির্মাণ নিয়েও প্রশ্ন তোলেন বিরোধীরা। সেই সমস্ত বিষয়ের ওপর কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা বিরোধীদের জানান মেয়র ও মেয়র পারিষদরা।

কোচবিহারে মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুতুল দাহ

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৮ জুলাই ঃ নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার প্রতিবাদে এবার মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুতুল পোড়ানো হল কোচবিহারে। জানা গেছে, শুক্রবার কোচবিহারে ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে ঘটনার প্রতিবাদে একটি ধিক্কার মিছিল বের করা হয়। এদিন মিছিলটি শহর পরিক্রমা করে পুলিশলাইন চৌপথিতে পথ অবরোধ করে। অবরোধ স্থলে মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুতুল পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখায় ছাত্র পরিষদের সদস্যরা। সংগঠনের জেলা সভাপতি শিবাঙ্কর সরকার জানান, খাপাইডাঙ্গা, তুফানগঞ্জ সহ রাজ্যজুড়ে মহিলাদের উপর নির্যাতন চলছে। রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি হয়েছে। মহিলাদের নিরাপত্তা নেই। তার প্রতিবাদেই তাঁদের আন্দোলন। পাশাপাশি দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিও তুলেছেন তারা। অন্যদিকে, নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে ধৃত পাঁচজনকে এদিন কোচবিহার আদালতে তোলা হয়। মূল অভিযুক্ত বাপ্পা বর্মন ও তার সহযোগী সুশান্ত দাস (রানা)-কে আরও চারদিনের জন্য পুলিশ রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। বাকি তিন অভিযুক্ত সত্য সরকার, মৃণাল সরকার ও সুমন সরকারকে জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

বৃদ্ধাকে পিটিয়ে খুন

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৮ জুলাই ঃ এক বৃদ্ধাকে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল এক মহিলার বিরুদ্ধে। সম্পর্কে দু'জন জা হন। পরিবার এক হলেও উভয়ই পাশাপাশি বাড়িতে বসবাস করতেন। ঘটনাটি ঘটেছে, শুক্রবার সকালে নদীয়ার হাঁসখালি থানার কুমারী রামনগর এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে মৃতের নাম সবিতা দাস (৭৬)। অভিযোগ, শুক্রবার সকালে পুজোর ফুল তুলছিলেন সবিতা দাস। সেই সময় তার জা অভিযুক্ত কুসুমবালা দাস সবিতা দাসকে উদ্দেশ্য করে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকেন। পরে একটি বাঁশ নিয়ে সবিতা দাসের উপর চড়াও হন এবং বাঁশ দিয়ে সবিতা দাসকে বেধড়ক মারধর করেন। মাথায় বাঁশের বাড়ি লেগে ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন সবিতা দেবী। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে কুসুমবালা দাস দৌড়ে নিজের ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেন। এরপর আত্মীয়রা সবিতা দাসকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। অভিযুক্ত কুসুমবালা দাসকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। জমিজমা সংক্রান্ত বিষয় ছাড়াও একাধিক বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরেই ওই দুই মহিলার মধ্যে পারিবারিক অশান্তি ছিল বলে পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আক্রান্ত নেতার ছেলে

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ২৮ জুলাই ঃ আচমকা সিপিএম নেতার ছেলের উপর ধারাল অস্ত্র দিয়ে হামলার অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনায় গুরুতর জখম হয় সিপিএম নেতার ছেলে রবিউল হাবিব। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার রাতে চোপড়া থানার ঘিরনীগাও গ্রাম পঞ্চায়েতের দোলুয়া এলাকায়। জানা গিয়েছে এদিন রাতে গ্রামে মধ্যে গল্প করছিল সিপিএম নেতা তথা প্রাক্তন চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি মকলেসর রহমানের ছেলে রবিউল হাবিব। একেই গ্রামের আকতার আলী নামে এক যুবক তার উপর আচমকা ধারাল অস্ত্র দিয়ে উপর হামলা করে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় গুরুতর জখম হয় রবিউল হাবিব। তাকে গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে চিকিৎসার জন্য। অন্যদিকে খবর পেয়ে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ছুটে আসেন ইসলামপুরের সিপিএমের নেতৃত্বরা। তবে কি কারণে ওই যুবক হামলা করল তা এখনও পরিষ্কার নয়।

মণিপুর কান্ডের প্রতিবাদ মেদিনীপুরজুড়ে

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ২৮ জুলাই ঃ মণিপুরে মহিলাদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে শুক্রবার বিকেলে মেদিনীপুর শহরে ধিক্কার মিছিল করা হল যুব তৃণমূল, শহর তৃণমূল ও মহিলা তৃণমূলের পক্ষ থেকে। এদিন মেদিনীপুর শহরের বিদ্যাসাগর হল ময়দান থেকে ধিক্কার মিছিল বের হয়। নেতৃত্ব দেন মহম্মদ রফিক, মৌ রায়, বিশ্বনাথ পাণ্ডব, নির্মাল্য চক্রবর্তী সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্বরা। মেদিনীপুর শহর মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী তথা কাউন্সিলর মৌ রায় বলেন, মণিপুরে পাশবিক ও নিন্দনীয় ঘটনায় বিজেপি তথা কেন্দ্র সরকারের ব্যর্থতা ও নীরবতার প্রতিবাদে শুক্রবারের এই ধিক্কার মিছিল। যেভাবে মণিপুরে মহিলাদের উপর পাশবিক অত্যাচার করা হয়েছে তা নিন্দা করার ভাষা আমাদের জানা নেই। অথচ বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্র সরকার চুপ করে বসে রয়েছে। বিজেপি পরিচালিত মণিপুর সরকার মহিলাদের উপর অত্যাচার বন্ধ করতে ব্যর্থ। তারই প্রতিবাদ জানিয়ে রাস্তায় হাজার হাজার মানুষ সামিল হয়েছেন। মেদিনীপুর শহরের পাশাপাশি শুক্রবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার প্রতিটি এলাকায় তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে মণিপুরের ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে ধিক্কার মিছিল করা হয়। দাঁতন ১ ও ২ ব্লকে ধিক্কার মিছিলে নেতৃত্ব দেন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সন্দীপ সিংহ। তিনি বলেন মণিপুরের ঘটনা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে ডবল ইঞ্জিনের সরকার কিভাবে মহিলাদের উপর অত্যাচার বন্ধ করতে ব্যর্থ। মণিপুরে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কেন্দ্র সরকার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ। তাই এই মিছিল থেকে মণিপুরের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানানো হল। সেই সঙ্গে তিনি বলেন মণিপুরের ঘটনা চাপা দেওয়ার জন্য বিজেপি নেতারা বাংলাজুড়ে সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করার চেষ্টা করছে। তাই দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের তিনি সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ এসজিজিবু.২৭২/১৪৭/টি/১/৫০, তারিখ ঃ ২৭.০৭.২০২৩। চিফ সিগন্যাল ও টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার/প্রোজেক্ট/এটিএফিটি, পূর্ব রেলওয়ে, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, ৪র্থ তল, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করেন। [illegible]

www.ireps.gov.in

(CON-44/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

[illegible]

www.ireps.gov.in

(HWH-188/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

[illegible]

www.ireps.gov.in

(PR-453)

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ২২২-এস/১/ভল্যু-৪, তারিখ ১৭.০৭.২০২৩। সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার (১)/পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। [illegible]

(SDAH-132/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে গ্রুপ ফরমেশন ট্রিটমেন্ট কাজগুলি

[illegible]

www.ireps.gov.in

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজগুলি

[illegible]

www.ireps.gov.in

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

অধিসূচনা

সংখ্যা: ডিওসি/এপি/এবিডিট্রি তারিখ: ২৯.০৭.২০২৩

কমিশনের আধারে ০৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্যে টিকিট বিক্রির হেতু ঠিকা

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফ থেকে মণ্ডল বাণিজ্য প্রবন্ধক (আইসি), উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, আলিপুরদুয়ার জংশন, পিন-৭৩৬১২৩ কমিশনের আধারে ০৫ (পাঁচ) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে আবুতারা (এবিডিট্রি) হল্ট স্টেশনের জন্যে টিকিট বিক্রির হেতু ঠিকা প্রদান করার জন্যে ইচ্ছুক প্রার্থী থেকে সিলবন্ধ আবেদন আমন্ত্রণ করছে। [illegible]

www.nfr.indianrailways.gov.in ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে পারেন। [illegible]

মণ্ডল বাণিজ্য প্রবন্ধক (আইসি), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Office Of The Councillors
Dhuliyan Municipality
P.O. Dhuliyan, Dist-Murshidabad
Notice Inviting E-Tender & E-Quotation

The Chairman, Dhuliyan Municipality invites E-Tender/E-NieQ from the eligible and bonafied resourceful contractors **Ref: 1. DHLYN/HFA/06/2023-2024 (2 nd Call)**. Last date of Bid submission **10.08.2023 up to 18:00 PM. 2. DHLYN/Electric furnace GRNT/07/2023-2024.** Last date of Bid Submission: **16.08.2023 up to 18.00 PM. 3. DHLYN/SWM_GRANT/8/2023-2024.** Last date of Bid Submission: **16.08.2023 up to 18.00 PM. 4. DHLYN/OHR_GRNT/9/2023-2024.** Last date of Bid Submission: **16.08.2023 up to 18.00 PM. 5. DHLYN/Electric_GRANT/10/2023-2024.** Last date of Bid Submission: **16.08.2023 up to 18.00 PM. 6. DHLYN/Relief_GRNT/11/2023-2024.** Last date of Bid Submission: **16.08.2023 up to 18.00 PM.** For further details please visit **WB Tender.gov.in** & Dhuliyan Municipality website **www.dhuliyanmunicipality.org**

Sd/- Chairman
Dhuliyan Municipality

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **CME (SWM), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

1. NIT No. : KMC/SWM-I/CS/02/23-24
Name of work : **Construction of approach road for connecting the compactor station to the main bituminous road in ward no.-98 under borough-X**. Estimate Amount: **Rs. 2,86,964.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **7 Days**.

2. NIT No. : KMC/SWM-I/CS/04/23-24
Name of work : **Through repairing and maintenance of shutters of compactor stations & other ancillary works under borough-- IX & X**. Estimate Amount: **Rs. 2,90,081.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **120 Days**.

3. NIT No. : KMC/SWM-I/CS/05/23-24
Name of work : **Through repairing and maintenance of Bakulbagan and 19 no. Alipore Road compactor stations under S.W.M-I Department**. Estimate Amount: **Rs. 2,82,316.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

4. NIT No. : KMC/SWM-I/CS/06/23-24
Name of work : **Providing & fixing of ACP on the over bridge side wall of the compactor station and other ancillary works in ward no.-56 under borough-VII**. Estimate Amount: **Rs. 2,88,580.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **15 Days**. Price of tender: **Nil** (for Sl. No. 1 to 4). Last date and time of bid submission(online): **09.08.2023** at **1 p.m.** (for Sl. No. 1 to 4). The bid forms and other details are available on and from **01.08.2023** at **11 a.m.** (for Sl. No. 1 to 4) from the website : **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 4).

The **Director General (Roads), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works:

1. NIT No. : KMC/ROADS/NORTH/063/2023-2024 (1st Call)
Name of works: **Development of road by lowering of road surface from P/1 Suhrawardy Avenue to P/6 Suhrawardy Avenue in ward no.-60 under Br-VI**. Estimate Amount(Incl. GST & CESS): **Rs. 2,46,186.06**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.

2. NIT No. : KMC/ROADS/NORTH/068/2023-2024 (1st Call)
Name of work: **Laying of seal coat at Amherst Street, Sishir Bhaduri Sarani, A.P.C. Road, C. R. Avenue etc under Br-IV**. Estimate Amount(Incl. GST & CESS): **Rs. 4,82,561.77**. Earnest Money: **Rs. 9,700.00**. Period of Completion: **180 Days**. Last date and time of submission of bid: **14.08.2023 at 12 noon** (for Sl. No. 1 & 2).

3. NIT No. : KMC/ROADS/SOUTH/2023-2024/104
Name of work: **Brickwork for supporting kerbs at Adi Ganga Canal Side Road from Usha Factory Gate No. 2 to Maa Kali Sweets Shop in ward no. 112 under Br-XI**. Estimate Amount(Incl. GST & CESS): **Rs. 3,45,737.53** (Excl. Contingency Amt.). Earnest Money: **Rs. 7,000.00**. Period of Completion: **15 Days**. Last date and time of submission of all bids: **08.08.2023** at **12 noon** (for Sl. No. 3). The bid forms and other details are available on and from **04.08.2023** at **12 noon** (for Sl. No. 1 & 2) and **31.07.2023** at **12 noon** (for Sl. No. 3) from the website : **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 3).

The **Director General (Electrical), KMC** invites tender on line, two part bid system for the following work:
NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/129/23-24
Name of work : **Improvement of street lighting system with LED fittings at Chowbagha, Golder Para etc slum areas in ward no. 108, Br-XII**. Estimated Amount: **Rs. 2,48,376.17**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **25 Days**. Last date and time of completion of bid: **09.08.2023** up to **3 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **28.07.2023** at **2 p.m.** from the website : **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Electrical)/Z-III/VII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:
1. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/221
Name of work : **Improvement of bustee lighting system at ill light pockets of 15 no. Bibi Bagan Lane bustee and other bustee areas in ward no. 56, Br-VII**. Estimate Amount: **Rs. 2,99,513.66**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.
2. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/67/R1
Name of work : **Improvement of street lighting system by energy efficient LED fittings at Radha Nath Choudhary Road and different places in ward no. 56, Br-VII**. Estimate Amount: **Rs. 4,84,967.66**. Earnest Money: **Rs. 9,700.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of submission of bid: **08.08.2023** at **12.30 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). Bid opening date for technical proposals: **10.08.2023 at 12.30 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **28.07.2023** at **6 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2) from the website : **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **D.G. (Sewerage & Drainage), KMC** invites e-tender online item rate two bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/S-D/DLPS/E/13/23-24 (1st call)
Name of work : **Repairing of APFC panel & including other electrical works at Topsia D.P. station**. Estimated Amount: **Quoted Amount**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **07 Days**.
2. NIT No. : KMC/S-D/DLPS/E/12/23-24 (1st call)
Name of work : **Repairing of L.T star-delta motor starter panel including other electrical works of DWF submersible pump unit no. 1, 2, 3 at Ambedkar Bridge D.P. Station**. Estimated Amount: **Quoted Amount**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.
3. NIT No. : KMC/S-D/DLPS/E/11/23-24 (1st call)
Name of work : **Urgent repairing and replacement of worn-out components in liquid resistance starter (L.R.S) of pump unit no E(120 KW) & F (170 KW) 6 KV, slipring motor at DLPS**. Estimated Amount: **Quoted Amount**. Earnest Money: **Rs. 6,500.00**. Period of Completion: **15 Days**. Last date and time of submission of bid: **14.08.2023** at **5 p.m.** (for Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **01.08.2023** at **5 p.m.** (for Sl. No. 1 to 3) from the website : **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 3). For corrigendum etc, if any, the same website has to be seen.

The **Dy. Ch. Eng(M)/SWM-II, KMC** invites tender online item rate two bid system for following work:
NIT No. : SWM-II/DIST-IV/09/23-24, Tender ID : 2023_KMC_551623_1
Name of work : **Supply and delivery of spare parts for maintenance of movable compactor WB03D 1212 of Dist-IV Garage / SWM-II**. Estimated Amount: **Rs. 1,56,184.00**. Earnest Money: **Rs. 3,500.00**. Period of Completion: **15 Days**. Last date and time of submission of bid: **07.08.2023** up to **10 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **10.08.2023** at **10 a.m.** from the website : **https://etender.wb.nic.in** or **https://wbtenders.gov.in**

502/23-24

ABRIDGED TENDER NOTICE

NIT.NO.- 164 Memo No.447 Dated 28/07/2023 the B.D.O & Executive Officer, Haldia Panchayat Samity invites tender from qualified bidders Two no sinking of submersible pump, Two no sinking of Tube Well, under B.D.O & Haldia Panchayat Samity from the fund District details may be accessed and dully responded through **htt://www.wbtenders.gov.in** from **28th July 2023 (Friday) at 5.00 Hours to 07.08.2023 (Mon day) 5.00 Hours.**

Sd/- B.D.O &
Executive Officer,
Haldia Panchayat Samity

গৃহকোণ

বয়াম খুললেই সাদা ছত্রাক! বর্ষায় আচারের দফারফা? ঠিক রাখার টোটকা জানুন

রোজ খাবার পাতে একটু আচার অনেকেরই পছন্দ। কারও কারও আবার শখ থাকে হরেক রকমের আচার কিনে বাড়ির বয়ামে পুরে রাখা। তবে সারাবছর বয়ামের আচার একদম স্বাদে- গন্ধে ভরপুর থাকলেও বর্ষাকালেই যত্ত উৎপাত! একটানা দিন কয়েক বৃষ্টি হলে তো কথাই নেই। কাঁচের বয়ামের ঢাকনা খুললেই ছত্রাকের উপস্থিতি ধরা পড়ে। অতঃপর আচারের একেবারে দফারফা হয়ে যায়! কীভাবে ঠিক রাখবেন? ঝটপট জেনে নিন টোটকা।

১) আকাশে সূয্যিমামার দেখা মিললে বয়ামের ঢাকনা খুলে রোদে দিন। একনাগাড়ে দীর্ঘদিন বয়ামবন্দি থাকলে স্বাদ নষ্ট হয়।

২) আচার ভাল রাখার জন্য বেশি করে তেল ব্যবহার করুন। আচারের উপরে যেন তেলের আস্তরণ থাকে, এতে বাতাসের আর্দ্রতা ঢুকে নষ্ট হওয়ার ভয় থাকে না। ব্যাকটেরিয়াও টিকতে পারে না।

৩) আচার ভাল রাখতে ভিনিগারও ব্যবহার করতে পারেন। এতে আচারের স্বাদ- গন্ধ ঠিক থাকে। অল্প পরিমাণ ভিনিগার আচারের উপর ছড়িয়ে দিন অনেকদিন ভাল থাকবে।

৪) প্লাস্টিকের বয়ামে আচার মানেই তাকে দীর্ঘদিন বাঁচানো মুশকিল। তাই কাঁচের বয়ামে রাখাই ভাল। তবে হ্যাঁ, ধুয়ে যেন বয়াম একেবারে শুকনো থাকে। তাহলেই আচার ঠিক থাকবে।

৫) বর্ষাকালে আচার থেকে বোটকা কিংবা গঁজে যাওয়ার গন্ধ বেরলে অল্প তেলে ওই আচারের মশলা ফোড়ন দিয়ে সেই তেল ঠান্ডা করুন। তারপর সেটা ঢেলে দিন বয়ামে।

ঘ্যানঘ্যানে বৃষ্টি, বাড়িতেই চুটিয়ে মজা করুন, রইল উপায়

বাইরে বৃষ্টি। কাদা, প্যাচপ্যাচে অবস্থা। এদিকে উইক এন্ড তো! কী করবেন? বেরোবেন? আরে, অত শত ভাবার কী আছে! বাড়িই হয়ে উঠতে পারে আনন্দের ঠিকানা। সেই দিনগুলোর কথা মনে আছে তো যখন আমরা বাড়িতেই কত খেলা খেলতাম। মনোপলি, লুডো, স্পিন দ্য বটল, বোর্ড গেমস, ডার্ট-এমন কত খেলাই না রয়েছে যা দিব্যি অন্দরমহলে খেলা যায়। পরিবারের সকলে মিলে খেলতে পারেন আবার বন্ধুদেরও বাড়িতে ডেকে নিতে পারেন। আনন্দ কোনও পরিস্থিতিতেই কম হবে না। কখন সময় কেটে যাবে বুঝতেও পারবেন না। সিনেমা দেখতে যে সবসময় সিনেমা হলে যেতে হবে এমন তো কোনও কথা নেই। লাইট নিভিয়ে বাড়িটাকেই সিনেমা হল বানিয়ে নিতে পারেন। নেটফ্লিক্স, আমাজন প্রাইম কিংবা ডিজনি প্লাস হটস্টারের সঙ্গে পপকর্ন, পেঁয়াজি যা খুশি নিয়ে নিতে পারেন। আবার বাইরে থেকেও খাবার আনিয়েও নিতে পারেন। সুইগি, জোমাটো তো আছেই। খরচ কম, আনন্দ বেশি। বাইরের খাবার খেতে না ইচ্ছে করলে বাড়িতেই খাবার তৈরি করে নিন। একসঙ্গে রান্না করার মজাই আলাদা। এতে সম্পর্কও ভাল হয়। একটা সুন্দর পরিবেশ তৈরি হয়। তাছাড়া এখন তো হাতের মুঠোয় গোটা বিশ্ব। বাড়িতে বসেই ভার্চুয়াল ট্যুরেও যেতে পারেন। বৃষ্টির পালা শেষ হলে কোথায় বেড়াতে যাবেন, কী কী করবেন, সেই প্ল্যান করে নিতে পারেন। বাইরে বৃষ্টি মানে বাড়িতে স্পা টাইম তো হতেই পারে। একটা উইকএন্ড নিজের জন্য কাটান। বাড়িতে বসেই পেডিকিউর, ম্যানিকিওর করে ফেলুন। চাইলে বাড়ির বাকিদেরও করে দিতে পারেন। আবার ঘরোয়া ফেসপ্যাকও বানিয়ে নিতে পারেন। করতে পারেন চুলের পরিচর্যা।

পূর্ব-পশ্চিম মেট্রো গ্রীন লাইনের পরিদর্শন রেলওয়ে নিরাপত্তা কমিশনারের

কলকাতা, ২৮ জুলাই ঃ শ্রী সুভোময় মিত্র, রেলওয়ে নিরাপত্তা কমিশনার এন.এফ. সার্কেল (CRS), সেন্ট্রাল পার্ক ডিপো এবং স্টেশনগুলিতে শুক্রবার অর্থাৎ ২৮.০৭.২০২৩ তারিখে একটি নিয়মিত নিরাপত্তা পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শনের সময়, সিআরএস সেন্ট্রাল পার্ক ডিপো, স্টেবলিং বে লাইন (SBL) এবং অপারেশন কন্ট্রোল সেন্টার (OCC) পরিদর্শন করেছে। তিনি সেন্ট্রাল পার্ক মেট্রো স্টেশনে এএফসি-পিসি গেটস, টিকিট সিস্টেম, এসকেলেটর, লিফট, সাইনেজ বোর্ড, ফায়ার ডিটেকশন এবং সাপ্রেশন সিস্টেম এবং অন্যান্য যাত্রী সুবিধাগুলিও পরিদর্শন করেছেন। তিনি সেন্ট্রাল পার্ক থেকে সল্টলেক স্টেডিয়াম স্টেশন পর্যন্ত একটি ট্রেন পরিদর্শন করেছেন এবং আজকে গ্রীন লাইনে ট্রেনের কার্যক্রম পরীক্ষা করার জন্য ফিরে এসেছেন।

লুধিয়ানায় শ্বাসকষ্টে অসুস্থ গর্ভবতী মহিলা, প্রশাসন জানাল গ্যাস লিকেজের ঘটনা ঘটেনি

লুধিয়ানা, ২৮ জুলাই ঃ পাঞ্জাবের লুধিয়ানার গিয়াসপুরায় শ্বাসকষ্টে সমস্যায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন এক গর্ভবতী মহিলা। শুক্রবার সকালে বছর ৩৫-এর ওই গর্ভবতী মহিলা শ্বাসকষ্টের কথা জানান । ওই একই স্থানে নর্দমা গ্যাস লিকেজে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছিল। ফলে মহিলা অসুস্থ বোধ করায় গ্যাস লিকেজের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ওই মহিলা একটি ছোট খাবারের দোকান চালান। খবর পাওয়া মাত্রই পুলিশ ও অন্যান্য কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। মহিলাকে দ্রুত একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং এখন সে ভালো আছেন বলে জানা গিয়েছে। সাহনেওয়ালের স্টেশন হাউস অফিসার ইন্দ্রজিত সিং বলেছেন, সকাল সাড়ে ৬ টা নাগাদ এক মহিলা শ্বাসকষ্টের সমস্যার কথা বলেন। বলা হচ্ছে সেখানে একধরনের গ্যাস লিক হয়েছে।'' লুধিয়ানা পশ্চিমের এসডিএম হরজিন্দর সিং বলেছেন, এখানে কোনোও গ্যাস লিকের ঘটনা ঘটেনি। সেখানে এক গর্ভবতী মহিলা অজ্ঞান হয়ে যান। একজন গর্ভবতী মহিলার জন্য যা স্বাভাবিক, তিনি এখন ভালো আছেন। টেকনিক্যাল টিম, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে ডাকা হয়েছে, দু'বার খতিয়ে দেখা হয়। কোনও গ্যাস লিকেজ হয়নি।

সপা নেতা স্বামী প্রসাদ মৌর্যের মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করলেন মুখ্যমন্ত্রী পুস্কর ধামি

দেরাদুন, ২৮ জুলাই ঃ বদ্রীনাথ ধাম নিয়ে সমাজবাদী পার্টির নেতা স্বামী প্রসাদ মৌর্যের বিতর্কিত মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। মুখ্যমন্ত্রী ধামি টুইট করেছেন যে তিনি বিশ্বের কোটি কোটি হিন্দুদের বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু এবং চর ধামের অন্যতম ভু বৈকুণ্ঠ শ্রী বদ্রীনাথ ধামের অস্তিত্ব নিয়ে সমাজবাদী পার্টির নেতার করা অশালীন মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করেন। ধামি আরও লেখেন, সমাজবাদী পার্টির সর্বোচ্চ নেতার স্ত্রী ডিম্পল যাদব, যিনি উত্তরাখণ্ডের কন্যা, আমি চাই তিনি তার দলের নেতাকে জবাব দিন যিনি এই ধরনের বিঘ্নিত চিন্তাভাবনা করেন। উত্তরাখণ্ডের পবিত্র ধর্মীয় স্থান বদ্রীনাথ ধাম নিয়ে বিতর্কিত বক্তব্য করেন স্বামী প্রসাদ মৌর্য। মৌর্য বলেন, বদ্রীনাথ অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মের স্থান ছিল। বৌদ্ধ মন্দির ধ্বংস করে বদ্রীনাথ মন্দির তৈরি করা হয়েছে। এসপি নেতার বিতর্কিত বক্তব্যকে কেন্দ্র করে উত্তরাখণ্ডের সাধু-সন্তানদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

অমরনাথের উদ্দেশ্যে জম্মু বেস ক্যাম্প থেকে রওনা তীর্থযাত্রীদের ২৬ তম ব্যাচ

জম্মু, ২৮ জুলাই ঃ শুক্রবার সকালে জম্মুর ভগবতী নগর বেস ক্যাম্প থেকে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে তীর্থযাত্রীদের ২৬ তম ব্যাচ অমরনাথ যাত্রার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। এই ব্যাচে ২১৫৫ ভক্ত রয়েছে। এই ভক্তরা প্রথমে পৌঁছাবেন পহেলগাম ও বালতাল। ১৪০২ জন তীর্থযাত্রীর মধ্যে যারা পহেলগাম পথ দিয়ে যাত্রার জন্য রওনা হয়েছেন তাঁদের মধ্যে ১১২৮ জন পুরুষ, ২২৮ জন মহিলা, ৩৪ জন সাধু এবং ১২ জন সাধ্বী। বালতাল রুট দিয়ে যাত্রার জন্য রওনা হওয়া ৭৫৩ তীর্থযাত্রীর মধ্যে ৫৩২ জন পুরুষ, ২১৫ মহিলা এবং ৬ জন শিশু। এটি উল্লেখযোগ্য যে অমরনাথের পবিত্র গুহাটি ৩৮৮৮ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। ৬২ দিনের বার্ষিক তীর্থযাত্রাটি ১ জুলাই অনন্তনাগ জেলার পাহালগাম এবং গান্দেরবাল জেলার বালতাল থেকে শুরু হয়েছিল। এই যাত্রা শেষ হবে ৩১ আগস্ট। অন্যদিকে, রামবন জেলার রামসু এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় তিন অমরনাথ তীর্থযাত্রী আহত হয়েছেন। আহতরা হলেন আদর্শ কুমার, মঞ্জু শর্মা এবং অঙ্কুশ শর্মা সকলেই জম্মুর বাসিন্দা। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার। পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, একটি যাত্রীবাহী গাড়ি যাত্রী নিয়ে অমরনাথ যাচ্ছিল। সেই সময় গাংরু রামসুর কাছে হঠাৎ চালক গাড়িটির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং গাড়িটি রাস্তা থেকে ছিটকে পড়ে। ঘটনায় তিন তীর্থযাত্রী আহত হন। তিনি জানান, আহতদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র রামসুতে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যেখানে তার চিকিৎসা চলছে। একই সঙ্গে এই ব্যাপারে থানায় মামলা দায়ের করে পরবর্তী কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

বি.আর. সিং হাসপাতালে আয়োজন করা হয় ঘুমের ব্যাধি নিয়ে সিম্পোজিয়াম

কলকাতা, ২৮ জুলাইঃ ডাঃ রুদ্রেন্দু ভট্টাচার্য্য, প্রধান চিফ মেডিকেল ডিরেক্টর, পূর্ব রেলওয়ে এবং ডাঃ ইন্দিরা ঝা, মেডিকেল ডিরেক্টর, বি.আর. সিং হাসপাতালের নির্দেশনায়, বিআর- এর অডিটোরিয়ামে ঘুমের ব্যাধিগুলির উপর একটি অনন্য সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা হয়েছিল। ডক্টর ভট্টাচার্য্য তার উদ্বোধনী বক্তৃতায় এই বিষয়ের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের উপর জোর দেন। ডাঃ ইন্দিরা ঝা ঘুমের স্বাস্থ্যবিধির গুরুত্ব সম্পর্কেও ব্যাখ্যা করেছেন। শহরের বিশিষ্ট পালমোনোলজিস্ট ও ঘুম বিশেষজ্ঞ ডাঃ অরূপ হালদার অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবং ঘুমের শারীরবৃত্তীয়তা, ঘুমের ব্যাধি, রোগ নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় তদন্ত এবং বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন। বিআর সিং হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগের চিকিৎসকদের দ্বারা নিদ্রাহীন শ্বাস-প্রশ্বাস-অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়ার বিভিন্ন দিক নিয়ে একটি বহুবিষয়ক প্যানেল আলোচনা পরিচালনা করা হয়েছিল। সমস্ত ভারতীয় রেলওয়ে হেলথ সার্ভিস বিভিন্ন বিশেষত্বের ডাক্তার, ডিপ্লোমেট অফ ন্যাশনাল বোর্ড প্রশিক্ষণার্থীরা এবং বাসিন্দারা সিম্পোজিয়ামে উপস্থিত ছিলেন এবং এই প্রোগ্রাম থেকে প্রচুর উপকৃত হয়েছেন।

দিল্লির মালব্য নগরে কলেজ ছাত্রী খুন অভিযুক্তকে পাকড়াও করল পুলিশ, আইনশৃঙ্খলা নিয়ে ক্ষোভ স্বাতীর

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই ঃ দিল্লির মালব্য নগরে খুন হলেন এক কলেজ ছাত্রী। শুক্রবার সকালে দক্ষিণ দিল্লির মালব্য নগরের অরবিন্দ কলেজের বাইরে এক কলেজ ছাত্রীর দেহ উদ্ধার হয়। অভিযোগ, কমলা নেহেরু কলেজের ওই ছাত্রীকে একটি পার্কের ভিতরে লোহার রড দিয়ে আঘাত করে খুন করা হয়েছে। এই ঘটনায় অভিযুক্তকে পাকড়াও করেছে পুলিশ। দক্ষিণ দিল্লির ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ চন্দনা চৌধুরী বলেছেন, ঘটনাটি ঘটেছে পার্কের ভেতরে। নিহত তরুণী এক কলেজ ছাত্রী। সে তার বন্ধুর সঙ্গে পার্কে এসেছিল। নিহতের মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তার দেহের কাছে একটি রডও পাওয়া গিয়েছে। আমরা বিষয়টি তদন্ত করছি। ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ চন্দনা চৌধুরী আরও বলেছেন, দক্ষিণ দিল্লির মালব্য নগরের অরবিন্দ কলেজের কাছে ওই তরুণীর মৃতদেহ পাওয়া যায়। প্রাথমিক তদন্ত অনুযায়ী, মেয়েটিকে রড দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। আরও তদন্ত চলছে। দক্ষিণ দিল্লির ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ চন্দনা চৌধুরী বলেছেন, প্রেম সংক্রান্ত কারণে এই হত্যা বলে মনে হচ্ছে, বিয়ের জন্য অস্বীকার করা হয়। মৃত তরুণী এবং অভিযুক্ত (২৮ বছর বয়সী) সম্পর্কে ভাই। ছেলেটি কোনও কাজ না করার কারণে, তরুণীর পরিবার তাদের বিয়ে দিতে অস্বীকার করে। পরবর্তীতে মেয়েটি তার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দেয়... ছেলেটি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিল...তাই আজ এই অপরাধ করেছে... সে ডেলিভারি বয় হিসেবে কাজ করত এবং জানত মেয়েটি কোথা থেকে কোচিং নিচ্ছে। অভিযুক্তের নাম ইরফান। কলেজ ছাত্রীকে খুনের ঘটনায় দিল্লির আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন দিল্লি মহিলা কমিশনের প্রধান স্বাতী মালিওয়াল। তিনি বলেছেন, দিল্লির আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ডামাডোল অবস্থায় রয়েছে। আজ দু'টি ঘটনা ঘটেছে- ডাবরিতে এক মেয়েকে গুলি করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছে অরবিন্দ কলেজের কাছে যেখানে অন্য মহিলাকে লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। আমি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করছি দিল্লিতে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে একটি বৈঠক ডাকতে।

রেলওয়ের ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট স্কিম, স্থানীয় ও দেশীয় সামগ্রীর প্রচার

মালিগাঁও, ২৮ জুলাই ঃ স্থানীয়দেশীয় সামগ্রীর জন্য বাজার প্রদান করতে এবং সমাজের প্রান্তিক শ্রেণীর জন্য অতিরিক্ত উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ভারত সরকারের 'ভোকাল ফর লোকাল' দৃষ্টিভঙ্গি প্রচারের জন্য ভারতীয় রেলওয়ের দ্বারা 'ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট' (ওএসওপি) প্রকল্প চালু করা হয়েছে। রেলওয়ের পক্ষ থেকে দেশীয়স্থানীয় সামগ্রীর প্রদর্শন, বিক্রি ও উচ্চ দৃশ্যমানতা প্রদান করার জন্য রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে ন্যাশনাল ডিজাইন ইনস্টিটিউট দ্বারা ডিজাইন করা ওএসওপি স্টল প্রদান করা হয়েছে। উৎপাদনসামগ্রীর শ্রেণিতে রয়েছে সংশ্লিষ্ট স্থানের দেশীয় / জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন (জিআই) ট্যাগ থাকা / স্থানীয় জিনিসপত্র এবং এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে স্থানীয় শিল্পী, তাঁতি, কারিগর, উপজাতি ইত্যাদির দ্বারা তৈরি করা বিভিন্ন শিল্পকর্ম, হস্তশিল্প, বস্ত্র ও হস্ততাঁত, খেলনা, চামড়ার সামগ্রী, ঐতিহ্যবাহী সরঞ্জাম/ যন্ত্র, পোশাক, রত্ন ও অলংকার ইত্যাদি এবং প্রক্রিয়াজাত, অর্ধ প্রক্রিয়াজত ও দেশীয়ভাবে তৈরি/ সংশ্লিষ্ট এলাকায় উৎপাদিত অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী। এই প্রকল্পের অধীনে সমাজের পিছিয়ে থাকা/ প্রান্তিক ও দুর্বল শ্রেণির মানুষ ও আত্ম-সহায়ক গোষ্ঠীগুলিকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এই প্রকল্পে অংশগ্রহণের সময় ন্যূনতম রেজিস্ট্রেশন মাসুল সহ ১৫ দিন থেকে ৩ মাস পর্যন্ত আবন্টন করা হয়। স্বতন্ত্র শিল্পী, স্বতন্ত্র কারিগর, স্বতন্ত্র তাঁতি, উপজাতি, কৃষক, আত্ম-সহায়ক গোষ্ঠীর সদস্য, মহিলা আত্ম-সহায়ক গোষ্ঠীর সদস্য, পঞ্জীয়নভুক্ত মাইক্রো এন্টারপ্রাইজের সাথে যুক্ত সদস্য এবং সামাজিক সংগঠনের সাথে যুক্ত সদস্য, রাজ্য সরকারি সংস্থা, ইত্যাদি এই প্রকল্পের অধীনে সুবিধা লাভ করতে পারেন। ৬ জুলাই, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে অধিক্ষেত্রের অধীনে ৮৬টি রেলওয়ে স্টেশনে ১২২ টি ওএসওপি আউটলেটে সক্রিয় হয়ে রয়েছে। আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ২৭ টি স্টেশনে ৩৯ টি, কাটিহার ডিভিশনের ১২ টি স্টেশনে ২৬ টি, লামডিং ডিভিশনের ১৫টি স্টেশনে ১৬টি, রঙিয়া ডিভিশনের ২০ টি স্টেশনে ২৭ টি ও তিনসুকিয়া ডিভিশনে ১২ টি স্টেশনে ১৪ টি ওএসওপি আউটলেট আছে। সবগুলি স্টলে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত স্বতন্ত্র ও অমূল্য সামগ্রীর বৈচিত্র্য প্রদর্শন ও বিপণন করা হচ্ছে। অসমের গুয়াহাটি, ডিব্রুগড়, নিউ তিনসুকিয়া, পশ্চিমবঙ্গের নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ জলপাইগুড়ির মতো কিছু প্রধান স্টেশন এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের অসমিয়া পিঠা, ঐতিহ্যবাহী অসমিয়া গামোছা, ঐতিহ্যবাহী রাজবংশী পোশাক, ঝাপি, স্থানীয় বস্ত্র, পাটের সামগ্রী (টুপি, গামোছা, পুতুল), হস্ততাঁত, দার্জিলিং চা, স্থানীয়ভাবে তৈরি করা ডিজাইনার চুড়ি, গলার হার, কানের দুল, চুলের ক্লিপ ইত্যাদির পাশাপাশি স্থানীয় খাদ্য সামগ্রী যাত্রীদের আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। এই স্কীমের পাইলট প্রকল্পের কাজ ২৫-০৩-২০২২ তারিখে শুরু হয়েছিল এবং বর্তমান পর্যন্ত দেশের ২১ টি রাজ্য ও ৩টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৭৮২ টি স্টেশনে ৮৫০টি ওএসওপি আউটলেট অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

মহারাষ্ট্রের বন্যা দুর্গতদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি আর্থিক সাহায্য পাঠানো হবে ঃ একনাথ শিন্ডে

মুম্বই, ২৮ জুলাই ঃ মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে শুক্রবার বিধানসভায় বলেন, রাজ্য সরকার মহারাষ্ট্রের বন্যা দুর্গতদের যতটা সম্ভব সাহায্য করবে। জুন থেকে এখন পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির কারণে ক্ষতির পরিপ্রেক্ষিতে, সাহায্যের পরিমাণ শীঘ্রই সুবিধাভোগীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হবে। মুখ্যমন্ত্রী শিন্ডে বলেছেন, রাজ্য জুড়ে বৃষ্টির গতি বেড়েছে এবং কিছু এলাকায় ভারী বর্ষণ এবং বন্যার জলে নাগরিকদের বাড়িঘর এবং সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাজ্য সরকার সর্বদা এই ধরনের পরিস্থিতিতে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য অতিরিক্ত ৫০০০ টাকা সাহায্য করা হচ্ছে। চলতি বর্ষা মরশুমে জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য এই বর্ধিত সহায়তা প্রদান করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী শিন্ডে বলেছেন যে জামাকাপড়ের ক্ষতির জন্য পরিবার প্রতি ২৫০০ টাকা এবং গৃহস্থালীর বাসনপত্রের ক্ষতির জন্য পরিবার প্রতি আরও ২৫০০ টাকা, বাড়িটি নিমজ্জিত হলে, সম্পূর্ণভাবে ভেসে গেলে বা সম্পূর্ণভাবে ধসে পড়লে বর্তমানে সামগ্রী সরবরাহ করা হয়। রাজ্য সরকার এখন এই পরিমাণ দ্বিগুণ করেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জামাকাপড় এবং ঘরের বাসনপত্র হারানোর জন্য এখন ১০,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। রাজ্য বিপর্যয় তহবিল থেকে দোকানদারদের আর্থিক সাহায্য দেওয়ারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দোকান জলে তলিয়ে গেলে, দোকান সম্পূর্ণ ভেসে গেলে বা দোকান সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হলে, এই ধরনের দোকানদারদের ক্ষতির ৭৫ শতাংশ বা সর্বোচ্চ ৫,০০০ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। একইভাবে, ট্যাপরি ধারকদেরও প্রকৃত ক্ষতির ৭৫ শতাংশ বা পঞ্চনামার ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত বিশেষ আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। এই আর্থিক সাহায্য সরকারীভাবে নিবন্ধিত এবং লাইসেন্সপ্রাপ্ত ক্ষতিগ্রস্তদের প্রদান করা হবে যারা স্থানীয় বাসিন্দা, যাদের নাম স্থানীয় ভোটার তালিকায় রয়েছে এবং যারা রেশন কার্ডধারী।

আফগানিস্তানে এক সপ্তাহে বন্যায় ৪৭ জনের মৃত্যু হয়েছে

কাবুল, ২৮ জুলাই ঃ আফগানিস্তানে প্রবল বৃষ্টিতে নদী-নালার জলস্তর বেড়ে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। গত এক সপ্তাহে বন্যায় অন্তত ৪৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও ৭৪ জন। বন্যার জলে ভেসে গেছে ৪১ জন। তালেবান নেতৃত্বাধীন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র শফিউল্লাহ রহিমি এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সাম্প্রতিক বন্যায় ময়দান ওয়ারদাক, কাবুল, কুনার, পাকিতা, খোস্ত, নুরিস্তান, নানগারহার, গজনি, পাকতিকা ও হেলমান্দে প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রাদেশিক পরিচালক ফয়জুল্লাহ জালালি স্তানিকজাইয়ের মতে, ওয়ার্দাক প্রদেশে সবচেয়ে বেশি ৩২ জন মারা গেছে। ৫০০ ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া মারা গেছে ২৫০ টি গবাদিপশুও।

'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব'-এর আয়োজন করবে রাজস্থান পরিষদ

কলকাতা, ২৮ জুলাই ঃ রাজস্থান পরিষদের পক্ষ থেকে আগামী ১৩ আগস্ট কলকাতার ওসওয়াল ভবন অডিটোরিয়ামে সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হবে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব । অসমের রাজ্যপাল গুলাব চাঁদ কাটারিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করবেন। অনুষ্ঠান সম্পর্কে তথ্য দিতে গিয়ে পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অরুণ প্রকাশ মাল্লাওয়াত জানান, আগামী ১৩ আগস্ট রবিবার সকাল ১১টা থেকে স্থানীয় ওসওয়াল ভবনের মিলনায়তনে এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন প্রখ্যাত সমাজসেবক ও শিল্পপতি বনওয়ারী লাল সোতি ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সর্বভারতীয় মাড়োয়ারি সম্মেলনের জাতীয় সভাপতি শিব কুমার লোহিয়া। এই উপলক্ষ্যে , কাউন্সিল কর্তৃক প্রকাশিত ৪০তম স্মরণিকা 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব'-এরও উদ্বোধন করবেন রাজ্যপাল। কলকাতা ভিত্তিক ৬০ টিরও বেশি রাজস্থানী সংগঠন এই জমকালো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে।

উধমপুরে গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে আগুন, আহত ২

শ্রীনগর, ২৮ জুলাই ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের একটি ওয়েল্ডিং ওয়ার্কশপে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দুই ব্যক্তি আহত হয়েছেন। আহতরা হলেন- পানছড়ির বাসিন্দা রাজিন্দর কুমার ও পাঞ্জগ্রাইনের গুগি কুমার। শুক্রবার সকালে ওই দুই ব্যক্তি ওয়ার্কশপে ওয়েল্ডিংয়ের কাজে নিয়োজিত থাকার সময় এ ঘটনা ঘটে। ঢালাইয়ের জন্য ব্যবহৃত গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়, যার ফলে দুই ব্যক্তি দগ্ধ হন, হালকা আগুনও ধরে যায়। তাঁদের উদ্ধার করে উধমপুরের অ্যাসোসিয়েটেড সরকারি মেডিকেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে তাদের চিকিৎসা চলছে। দু''জনের অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে। কেন এমনটা হল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

আফ্রিকার দরিদ্রতম ৬ দেশে বিনামূল্যে গম দেবে রাশিয়া, ঘোষণা পুতিনের

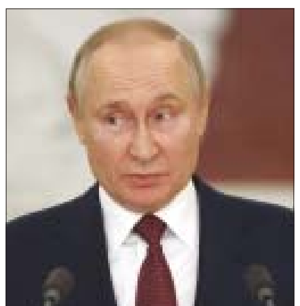

মস্কো, ২৮ জুলাই ঃ আফ্রিকার দরিদ্রতম ছয়টি দেশে বিনামূল্যে গম দেবে রাশিয়া । বৃহস্পতিবার সেন্ট পিটার্সবার্গে আফ্রিকার দেশগুলোর জোট আফ্রিকান ইউনিয়নের (এইউ) নেতাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে এই ঘোষণা করলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। দেশগুলো হলো- বুরকিনা ফাসো, জিম্বাবুয়ে, মালি, সোমালি, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক ও ইরিত্রিয়া। এইউ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে রুশ প্রেসিডেন্ট বলেন, আগামী তিন-চার মাসে এই ছয়টি দেশের প্রত্যেককে ২৫ হাজার থেকে ৫০ হাজার টন পর্যন্ত গম পাঠানো হবে। আর এতে যা খরচ হবে, তার সবটুকুই দেবে রাশিয়া। পুতিন বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারে ২০ শতাংশ গম রাশিয়া থেকে সরবরাহ হয়। অন্যদিকে, ইউক্রেন থেকে আসে মাত্র ৫ শতাংশ। গত বছর শস্যচুক্তি করার সময় আমরা শর্ত দিয়েছিলাম, পশ্চিমী দেশগুলো যেন আমাদের কৃষি, খাদ্যপণ্য ও সারের ওপর দেওয়া নিষেধাজ্ঞাগুলো প্রত্যাহার করে নেয়। চুক্তির অন্যান্য অংশীদাররা আমাদের এ শর্তে রাজিও হয়েছিল। 'তবে আমরা দেখলাম, এই চুক্তিকে তারা সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছে ও ইউক্রেনের গমের সবগুলো চালান গেছে ইউরোপে। আফ্রিকা ও বিশ্বের অন্যান্য দরিদ্র দেশ সেই গমের ভাগ পায়নি। আমাদের কৃষিপণ্য ও সারের ওপর যেসব নিষেধাজ্ঞা পশ্চিমা বিশ্ব দিয়েছিল, সেগুলোও প্রত্যাহার করা হয়নি।' তিনি আরও বলেন, আবার আমরা যখন বললাম যে দরিদ্রতম দেশগুলোকে সহায়তা হিসেবে বিনামূল্যে গম ও সার পাঠাতে চাই, সেখানেও তারা বাধা দিতে শুরু করলো। ইউরোপের বিভিন্ন বন্দরে দিনের পর দিন আমাদের ২ লাখ ৬২ হাজার টনেরও বেশি গম আটকা পড়ে ছিল। 'শস্য চুক্তির পর আমরা ইউরোপের বিভিন্ন বন্দর থেকে মাত্র ৪৪ হাজার টন সার নিয়ে এসে আফ্রিকার দেশ মালাউইকে ২০ হাজার টন ও কেনিয়াকে ৩৪ টন সার বিনামূল্যে দিতে পেরেছি। বাকি সব সার ইউরোপের বিভিন্ন দেশ লুট করে নিয়েছে। প্রসঙ্গত, গত বছরের আগস্টে রাষ্ট্রসংঘ ও তুরস্কের মধ্যস্থতায় ইউক্রেনের সঙ্গে শস্যচুক্তি সই করেছিল রাশিয়া। কিন্তু প্রতিশ্রুত শর্ত না মানার অভিযোগে সম্প্রতি চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসে রাশিয়া। এর পরপরই বিশ্ব বাজারে গম ও ভুট্টার দাম বাড়তে থাকে।

ডেঙ্গি চোখ রাঙাচ্ছে মালদাতেও এখন পর্যন্ত প্রায় ৭৪ জন আক্রান্ত হয়েছে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৮ জুলাই ঃ ডেঙ্গি চোখ রাঙাচ্ছে মালদা তেও এখনো পর্যন্ত জেলায় জানুয়ারি মাস থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত প্রাযই ৭৪ জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছে। যার যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে । ডেঙ্গি রোধে প্রতি বুধবার করে জমা জল নিস্কাশন এর উদ্যোগ নিল জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তর । জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের দাবি জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত জেলায় প্রায় ৭৪ জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছে। এছাড়া প্রতি সপ্তাহে থেকে দুইজন করে রোগী হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন যদিও এই মুহূর্তে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডেঙ্গি আক্রান্ত একজন রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছে। যদিও বর্ষা জেলায় না থাকায় ডেঙ্গির পাদুরভাব অনেকটাই কম রয়েছে বলে জানিয়েছেন মালদার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ্ত ভাদুরি। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারক সুদীপ্ত ভাদুরি জানান গত বছরের তুলনায় এই বছরে অনেকটাই ডিঙ্গি সংক্রমণ আমাদের জেলায় কম। এর মধ্যে সাপ্তাহিক এক থেকে দুজন ডেঙ্গু আক্রান্ত হচ্ছে। মালদা জেলাতে বর্তমানে বৃষ্টিপাত অনেকটাই কম তবে এই মুহূর্তে বর্ষার সময় আমাদেরকে বিশেষভাবে নজর দিয়ে রাখতে হবে। ব্লক স্বাস্থ্য হসপিটালগুলিও এই বিষয়ে সজাগ রয়েছে। মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এমএসভিপি পুরঞ্জয় শাহা জানান মুহূর্তে একজন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত ভর্তি হয়েছেন তার চিকিৎসা চলছে আমাদের চিকিৎসকরা রীতিমতো সজাগ রয়েছে।

Name Change

I, ARSAD ALI and MD ARSHAD ALI is wrongly recorded in my Son's Passport No- L5503938 and School Certificate, S/o- DARCHUD SK. Residing at Vill - Khagarupara, Post- mirzapur, Ps- Beldanga, Dist- Murshidabad, Pin- 742190, West Bengal. Shall henceforth be known as ARSHAD ALI. That my name ARSHAD ALI and ARSAD ALI and MD ARSHAD ALI is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, SAMAD SEKH is wrongly recorded in my Passport No- J2645225, S/o- TAHASEN SEKH. Residing at Vill- Tikarpara, Post- Kolanradhakantapur, Ps- Ranitala, Dist- Murshidabad, Pin- 742123, West Bengal. Shall henceforth be known as ABDUS SAMAD. That my name ABDUS SAMAD and SAMAD SEKH is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, ALOKE BISWAS is wrongly recorded in my School Certificate, S/o- SUDHIR BISWAS. Residing at Goalpara, Baganchara, Krishnanagar-I, Dist- Nadia, Pin- 741404, West Bengal. Shall henceforth be known as ALOK BISWAS. That my name ALOK BISWAS and ALOKE BISWAS is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, ASIM DUTTA is wrongly recorded in my Daughter School Certificate, S/o- AMARNATH DUTTA. Residing at 69 Shyamananda Bagchi lane, Khagra, Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742103, West Bengal. Shall henceforth be known as ASIM KUMAR DUTTA. That my name ASIM KUMAR DUTTA and ASIM DUTTA is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, ABDUR ODUD is wrongly recorded in my Son's School Certificate, S/o- SAMSUDDIN SK. Residing at Vill - Babupara, Post- Mahalandi, Ps- Kandi, Dist- Murshidabad, Pin- 742180, West Bengal. Shall henceforth be known as ABDUL ODUD SK. That my name ABDUL ODUD SK and ABDUR ODUD is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, MD AKSAR SK is wrongly recorded in my Son's Voter Card No- RDH2126233, S/o- AHAD ALI. Residing at Vill - Kalupara, Post- Beuchitala, Ps- Daulatabad, Dist- Murshidabad, Pin- 742302, West Bengal. Shall henceforth be known as AKSAR ALI. That my name AKSAR ALI and MD AKSAR SK is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

বাংলার সম্প্রীতি, আকাশের হাতে তৈরী তাজিয়া, মহররমের শোভাযাত্রায়

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৮ জুলাই ঃ বাংলার সম্প্রীতি, আকাশের হাতে তৈরী তাজিয়া, মহররমের শোভাযাত্রায়। এক হিন্দু ভাই পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে

তৈরি করছে পবিত্র মহররম উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রার তাজিয়া। এই বাংলার সম্প্রীতির বাঁধন নষ্ট করে কার সাধ্যি। ইসলাম ধর্মের পবিত্র আশুরা অর্থাৎ দশ মহররমের শোভাযাত্রা উপলক্ষ্যে চরম ব্যস্ততা রামপুরহাট পুরসভার চোদ্দ নম্বর ওয়ার্ডের গদাই পাড়ায়। এই পাড়ায় শোভাযাত্রার মূল আকর্ষণ এগারো ফুট উচ্চতার তাজিয়া। তা তৈরী করছেন আকাশ কাহার। এই পাড়াতেই তাঁর বাড়ি। আর্ট এণ্ড ক্রাফ্‌টে ছোট থেকেই ছিল চরম আগ্রহ। মহররম এলেই নিজের ওয়ার্ডের জন্য তাজিয়া তৈরির কাজে একমাস ধরে কাজ করে চলেছেন আকাশ। তার জন্য কোনো পারিশ্রমিক নেন না তিনি। খুবই শুদ্ধাচারে তাজিয়া তৈরি করেন তিনি। আকাশ বলেন, আমি হিন্দু। তবে শিল্পীর কাছে শিল্পই ধর্ম। তবে আমি অন্যের ধর্মকেও অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। সেই কারণে হাত - পা ধুয়ে শুদ্ধ আচারে তাজিয়া তৈরি করেছি। আকাশ জানান, এবার তিনি এগারো ফুট তাজিয়া বানিয়েছেন। কাঠের কাঠামোর উপর গম্বুজ আকৃতির তাজিয়া। ছয় ফুট চওড়া এই তাজিয়া মূলতঃ থার্মোকল ও প্লাসটিক জাতীয় সান পেপার দিয়ে তৈরী। শোভাযাত্রায় থাকছে ব্যাটেল ট্যাঙ্ক। এটাও থার্মোকল, পাইপ, ফোমের চাকা এবং চকলেট কনটেইনার দিয়ে ব্যাক লাইট তৈরী করা হয়েছে। প্রায় পঁইত্রিশ হাজার টাকার সামগ্রী দিয়ে তৈরি হয়েছে তাজিয়া ও ব্যাটেল ট্যাঙ্ক।

সাফাই কর্মীদের অবরোধ, আন্দোলন আসানসোলে

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ২৮ জুলাই ঃ বৃহস্পতিবারই আসানসোল পৌরনিগমের সমস্ত অস্থায়ী কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে। সাফাই কর্মীদের ক্ষেত্রে মাত্র আট টাকা তাঁদের বেতন বৃদ্ধি হয়েছে। তবে তা পছন্দ হয়নি সাফাই কর্মীদের। সেই কারণে সঠিক বেতন বৃদ্ধির দাবিতে শুক্রবার সকাল থেকে কাজ বন্ধ রেখে আসানসোল পৌরনিগম ঘেরাও, পথ অবরোধ ও বিক্ষোভে শামিল হন আসানসোল পৌরনিগমের সাফাইকর্মীরা। এর ফলে গোটা পৌরনিগম এলাকায় শুক্রবার সকাল থেকে কোনও আবর্জনা সাফাই হয়নি। বৃহস্পতিবার আসানসোল পৌরনিগমের বোর্ড মিটিং ছিল। আর সেই বৈঠকে পৌরনিগমের অস্থায়ী কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বেতন বৃদ্ধি হয়েছে কাউন্সিলরদেরও। বৃহস্পতিবার দেখা যায়, বিভিন্ন কাউন্সিলর মিষ্টিমুখ করাচ্ছেন একে-অন্যকে। তাঁরা মেয়র, চেয়ারম্যান, ডেপুটি মেয়রদেরও মিষ্টিমুখ করান। বৃহস্পতিবারের পরিস্থিতি সুখকর হলেও শুক্রবার সকাল থেকেই পরিস্থিতি বিগড়ে যায়। আসানসোল পৌরনিগমের সমস্ত সাফাই কর্মী আন্দোলনে নেমে পড়েন। তাঁদের দাবি, সঠিক অর্থে তাঁদের বেতন বৃদ্ধি হয়নি। সাফাই কর্মীরা দাবি করেন, তাঁরা মাত্র ৮ হাজার ২৪২ টাকা বেতন পান। এই বেতন দৈনিক ৬০০ টাকা হারে তাঁদের দিতে হবে। সাফাইকর্মীদের অবরোধ আসানসোলে পৌরনিগমে এসে পৌঁছেছেন মেয়র বিধান উপাধ্যায়, চেয়ারম্যান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, মেয়র পরিষদ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়- সহ অন্যান্যরা। তাঁরা বারবার সাফাই কর্মীদের বোঝানোর চেষ্টা করছেন। এমনকী আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ আধিকারিকরাও সাফাই কর্মীদের বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁরা অনড়। বেতন বৃদ্ধি না হলে আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়াবেন না বলে তাঁরা স্পষ্ট জানিয়েছেন।

নেশাগ্রস্ত অবস্থায় মাটিগাড়া থেকে গ্রেপ্তার ৫, পাঠানো হল আদালতে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৮ জুলাই ঃ মাটিগাড়ার বিশ্বাস কলোনী এলাকায় নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃতদের পাঠানো হয় শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে। শিলিগুড়ির মাটিগাড়ার বিশ্বাস কলোনি এলাকাকে মাদকমুক্ত করতে তৎপর মাটিগাড়া থানার পুলিশ। লাগাতার ওই এলাকায় অভিযান চালানো হচ্ছে পুলিশের পক্ষ থেকে। পাশাপাশি সার্বক্ষণ ওই এলাকায় বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে মাটিগাড়া থানার পুলিশের পক্ষ থেকে। শুক্রবার সকালে আবার ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকা পাঁচজনকে গ্রেফতার করলো মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃতরা হল বাপি দাস, দীপক বর্মন, বাদল রান্দা, মহম্মদ সালেমান হক ও শরৎ সরকার। ধৃতদের শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুম আদালতে পাঠানো হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ওই এলাকায় মাদক নেশার রমরমা কারবার চলে। তাই এলাকাকে মাদকমুক্ত করতে লাগাতার প্রয়াস চালানো হচ্ছে পুলিশের তরফে। পাশাপাশি পুলিশের পক্ষ থেকে ২৪ ঘন্টা নজরদারি চালানো হচ্ছে এলাকায়।

শিলিগুড়ির সূর্যসেন কলোনি এলাকা থেকে ধরা পরল এক ভুয়ো ডাক্তার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৮ জুলাই ঃ শিলিগুড়ির সূর্যসেন কলোনি এলাকা থেকে ধরা পরল এক ভুয়ো ডাক্তার। ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার। জানা যায় ওই চিকিৎসক প্রায় এক মাস আগে সূর্যসেন কলোনি এলাকাতে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন এবং বেশ কয়েকজনের তিনি চিকিৎসাও করেছিলেন বলে জানা যায়। এমনকি নিজের বাড়ির ভেতরেই টিউমার অপারেশনও করেন তিনি। পরবর্তীতে তার চিকিৎসায় একজন অসুস্থ হয়ে পড়লে সেই রোগীকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তখনই উঠে আসে আসল তথ্য। এলাকাবাসীরা তাকে মারধর করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পুরো ঘটনার তদন্তে নেমেছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ।

উত্তর- পূর্ব রেলওয়ে প্রশাসনের দেওয়া ব্লকের কারণে ট্রেনের বাতিলকরণ

গোরক্ষপুর, ২৮ জুলাই ঃ বারাণসী ডিভিশনের ভাটনি স্টেশন ইয়ার্ডে প্রকৌশলী কাজ চালানোর জন্য রেলওয়ে প্রশাসনের দেওয়া ব্লকের কারণে ট্রেনের বাতিলকরণ, নিয়ন্ত্রণ, সংক্ষিপ্ত সমাপ্তি সংক্ষিপ্ত উপত্তি এবং রুট পরিবর্তন। নিম্নরূপ সহজ করা হবে. **বাতিলকরণ**- ১৫১২৯ গোরখপুর-বারাণসী সিটি এক্সপ্রেস ৩১ জুলাই এবং ০৩ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে গোরক্ষপুর থেকে চালানোর জন্য নির্ধারিত থাকবে। ১৫১৩০ বারাণসী সিটি- গোরক্ষপুর এক্সপ্রেস ৩১ জুলাই এবং ০৩ অগাস্ট, ২০২৩ তারিখে বারাণসী সিটি থেকে চলার জন্য নির্ধারিত থাকবে।- ০৫১৫৬ গোরক্ষপুর-ছাপরা অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন যা ৩১ জুলাই এবং ০৩ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে গোরক্ষপুর থেকে চলছে তা বাতিল থাকবে। ০৫১৫৫ ছাপড়া-গোরক্ষপুর অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন ৩১ জুলাই এবং ০৩ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে ছাপরা থেকে চলমান বাতিল থাকবে। **নিয়ন্ত্রণ**- - ৩১ জুলাই, ২০২৩, ১৩০২০ কাঠগোদাম-হাওড়া এক্সপ্রেস লখনউ বিভাগে ৬০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে।- ৩১ জুলাই এবং ০৩ আগস্ট, ২০২৩, ১৫০২৭ হাতিয়া- গোরক্ষপুর এক্সপ্রেস সোনপুর বিভাগে ৬০ মিনিটের নিযন্ত্রিত ফ্রিকোয়েন্সি সহ চলবে। স্বল্প পরিসমাপ্তি-- ০১৭৪৮ বেনারস-ভাটনি অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেনটি ৩১ জুলাই এবং ০৩ আগস্ট, ২০২৩-এ ভাটনির পরিবর্তে মাউ-এ শেষ হবে। - ০৫১৫০ বারহাজ বাজার - ভাটনী অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেনটি ৩১ জুলাই এবং ০৩ আগস্ট, ২০২৩-এ ভাটনির পরিবর্তে সালেমপুরে সংক্ষিপ্ত হবে।

ভেঙে পড়তে পারে স্কুলের ছাদ, আতঙ্কে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ অভিভাবকদের

অনিরুদ্ধ সরকার, বাঁকুড়া, ২৮ জুলাই ঃ চারিদিকে ফাটল, দেওয়াল প্লাস্টার ছেড়ে পড়েছে, অন্ধকার ঘুটঘুটে দেওয়ালের গা বেয়ে গজিয়েছে গাছ না এটা কোনো হন্টেড স্টেশন নয় এটা আমাদের বাংলার এক স্কুল। দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়ের একাংশ ভগ্নপ্রায় হয়ে পড়েছে। একপ্রকার আতঙ্ক নিয়েই ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে হয়। বারবার প্রশাসনকে জানানো হলেও বিদ্যালয় সংস্কারের বিষয়ে কর্ণপাত করেনি প্রশাসন এমনটাই অভিযোগ। আর তাই আর এই অভিযোগ তুলে শুক্রবার বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়র ব্লকের পানপুকুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গেটে তালা দিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন অভিভাবকরা। ছাদের চাঙর ভেঙে পড়ছে, দেওয়ালে ফাটল ধরেছে। যে কোনও মুহূর্তে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এই আশঙ্কা প্রকাশ করে বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের অভিভাবকরা বিদ্যালয়ের গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভে শামিল হলেন। এই মুহূর্তে তাঁদের একটাই দাবি দ্রুত বিদ্যালয় সংস্কার করা হোক। এখন কবে বিদ্যালয় সংস্কার করা হয় সেদিকে তাকিয়ে রয়েছেন স্কুলের পড়ুয়া ও তাঁদের অভিভাবকরা। এই বিষয়ে এক অভিভাবক বলেন, 'প্রত্যেকদিন বাচচারা স্কুলে যায়, আর আমরা বাড়িতে আতঙ্কে থাকি। এভাবে কতদিন

আর চলা যায়! স্কুল কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে প্রশাসন কারোর কোনও তাপ উত্তাপ নেই এই বিষয়ে। এদিকে এতজন বাচ্চা এই স্কুলে পড়াশোনা করে। যদি কিছু অঘটন ঘটে যায় তো কে দায়িত্ব নেবে'? প্রশ্ন তুলেছেন ওই অভিভাবক। তিনি আরও বলেন, 'আজ থেকে না, এই স্কুলের হাল বহুবছর ধরে খারাপ। এই কারণে অনেক মা - বাবা'ই তাঁদের সন্তানদের এই স্কুল থেকে সরিয়ে অন্য স্কুলে ভর্তি করেছেন'। অভিভাবকদের দাবি, স্কুল বিল্ডিং মেরামত করে পড়াশোনার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার দিকে নজর দিক প্রশাসন। পানপুকুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আকাল চন্দ্র পোরেল সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিদ্যালয়ের সমস্যার কথা স্বীকার করে নেন। তিনি বলেন, 'এই সমস্যার কথা আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। ওনারা বলছেন স্যাংশন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কোনও কাজ হচ্ছে না। তাই দ্রুত বিদ্যালয় সংস্কার করা হোক সেটা আমাদেরও দাবি। এই বিষয়ে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক বলেন, 'স্কুলের বিষয়টি ঊধ্বর্তন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ইতিমধ্যেই স্কুলের মেরামত এবং নতুন বিল্ডিং তৈরির জন্য পর্যাপ্ত ফান্ড অনুমোদন করা হয়েছে'।

মালদায় ঘটনার ন'দিন পর পুলিশ আধিকারিকদের একাংশের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৮ জুলাই ঃ মালদার বামনগোলার পাকুয়াহাটের ঘটনার ন'দিন পর শুক্রবার চার পুলিশ আধিকারিককে 'ক্লোজ' করা হল। পুলিশ সূত্রে খবর, চার জনের কর্তব্যে 'গাফিলতি' রয়েছে। সূত্রের খবর, ক্লোজ করা হল আইসি জয়দীপ চক্রবর্তী, নালাগোলা পুলিশ ফাঁড়ির ওসি মৃণাল সরকার, পাকুয়াহাট পুলিশ ফাঁড়ির ওসি রাকেশ বিশ্বাস এবং এএসআই সঞ্জয় সরকারকে। পাকুয়াহাটে চুরির অভিযোগে দুই মহিলাকে 'বিবস্ত্র' করে মারধরের ঘটনায় প্রশ্নের মুখে পড়েছে পুলিশের একাংশের ভূমিকা। দুই 'নির্যাতিতা'কে কেন গ্রেফতার করা হয়েছিল, তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছিল। তার প্রেক্ষিতে গত বুধবার, ঘটনার পাঁচ দিন পর পাকুয়াহাট ফাঁড়ির ওসি রাকেশ বিশ্বাস-সহ বেশ কয়েক জনের বিরুদ্ধে বিচারবিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেন জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব। গত শুক্রবার রাতে মালদার বামনগোলার পাকুয়াহাটে চোর সন্দেহে দুই মহিলাকে বিবস্ত্র করে গণপ্রহারের অভিযোগের ভিডিও নেটমাধ্যমে ভাইরাল হয়। স্থানীয় সূত্রে দাবি, বামনগোলার সাপ্তাহিক হাটে গিয়েছিলেন দুই মহিলা। দরাদরির সময় তাঁরা আনাজ বিক্রেতার টাকা ছিনিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। হাটের ব্যবসায়ীরা তাঁদের ধরে মারধর করেন। সেই ঘটনা নিয়ে হৈ চৈ হতেই পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে পাঁচ জনকে গ্রেফতার করেছে। তার মধ্যে তিন জন মহিলাও রয়েছেন। বিরোধীদের অভিযোগ, দুই 'নির্যাতিতা'কেও পুলিশ গ্রেফতার করেছিল। গণপ্রহারের ঘটনার ২৪ ঘণ্টা আগে বিজেপির আন্দোলনে বামনগোলার নালাগোলা ফাঁড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় ওই দুই 'নির্যাতিতা'কে গ্রেফতার করা হয়েছিল। সেখানেই পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে নির্যাতিতার পরিবার এবং বিরোধীরা।

ডেঙ্গু রুখতে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকে ৭৩ হাজার গাপ্পি মাছ বিতরন

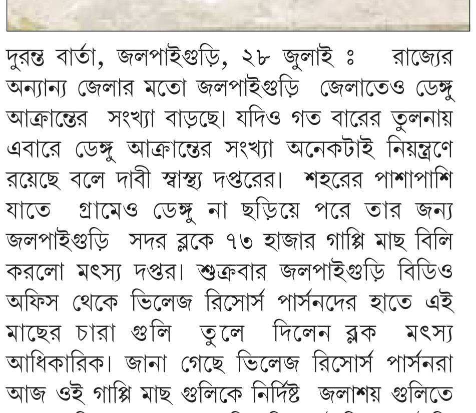

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৮ জুলাই ঃ রাজ্যের অন্যান্য জেলার মতো জলপাইগুড়ি জেলাতেও ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। যদিও গত বারের তুলনায় এবারে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে দাবী স্বাস্থ্য দপ্তরের। শহরের পাশাপাশি যাতে গ্রামেও ডেঙ্গু না ছড়িয়ে পরে তার জন্য জলপাইগুড়ি সদর ব্লকে ৭৩ হাজার গাপ্পি মাছ বিলি করলো মৎস্য দপ্তর। শুক্রবার জলপাইগুড়ি বিডিও অফিস থেকে ভিলেজ রিসোর্স পার্সনদের হাতে এই মাছের চারা গুলি তুলে দিলেন ব্লক মৎস্য আধিকারিক। জানা গেছে ভিলেজ রিসোর্স পার্সনরা আজ ওই গাপ্পি মাছ গুলিকে নির্দিষ্ট জলাশয় গুলিতে ছেড়ে দিয়েছে। মৎস্য আধিকারিক কৌশিক মাইতি বলেন, মশার লার্ভা খেয়ে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ করে গাপ্পি মাছ। আমরা আজকে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকে ৭৩ হাজার গাপ্পি মাছ ভিলেন রিসোর্স পার্সনদের মাধ্যমে বিলি করলাম। ভিলেজ রিসোর্স পার্সন সুমিত্রা রায় বলেন আমরা আজ গাপ্পি মাছ পেলাম। ব্লক থেকে আমাদের যেই জলাশয় গুলি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে সেখানে এই মাছ গুলি ছেড়ে দেব। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাক্তার অসীম হালদার জানিয়েছেন গতবারের তুলনায় এবারে ডেঙ্গু অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। জানুয়ারি মাস থেকে ২৭ জুলাই পর্যন্ত জেলায় ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা মোট ৫২ জন। বর্তমানে ৩ টি একটিভ কেস রয়েছে। মৃত্যু নেই। অন্যদিকে, ডেঙ্গুর হাত থেকে রেহাই পেতে শুধু জনপ্রতিনিধি ও সংবাদ মাধ্যম দ্বারাই হবে না, এর জন্য সাধারণ মানুষকে যথেষ্ট সচেতন ও সক্রিয় হতে হবে, বৃক্ষরোপন ও চক্ষু পরীক্ষা শিবিরে এসে এই বক্তব্য জানান বোরো চেয়ারম্যান লাইন্স জয়ন্ত সাহা। লাইন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ি ও ২৫ নম্বর ওর্য়াড কমিটির উদ্দ্যোগে আজ বৃক্ষরোপনের পাশাপাশি একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। লাইন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ির ১১২ জন সদস্যের নামে ১১২টি বকুল গাছ রোপন করা হয়। জলপাইমোড় সংলগ্ন PNT আবাসন দিয়ে শুরু হয়ে সিদ্ধেশ্বরী কালিবাড়িতে শেষ হয় বৃক্ষরোপন। এরমাঝে ২৫ নম্বর ওর্য়াডে অবস্থিত ফণিন্দ্রভূষন বিদ্যাপীঠের শিশুদের চক্ষু ও দন্ত পরীক্ষা করা হয়। শিলিগুড়ি লাইন্স ক্লাবের একনিষ্ঠ সদস্য তথা ৪ নম্বর বোরো চেয়ারম্যান জয়ন্ত সাহা এক বক্তব্যে জানান যে বেল কিছু দিন ধরে নজরে আসে যে চোখে ভাইরাস জনিত কারণে শিশুরা ভুকছেন। তাঁর ওর্য়াডের ডেঙ্গুর সচেনতার পাশাপাশি শিশুদের চোখ পরীক্ষা শিবির কলবার উদ্দ্যোগ গ্রহণ করা হয়। আজ ডেঙ্গু প্রসঙ্গে জয়ন্তবাবু সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে জানান, শুরু জনপ্রতিনিধি ও সাংবাদ প্রতিনিধি এর প্রচার করলে হবে না। এর জন্য চাই ওর্য়াডবাসী ও শহরের নাগরিকদের একাগ্রতা ও নীজেদের ডেঙ্গুর জন্য যাবতীয় স্থান পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখবার আগ্রহ দেখাতে হবে।

শিয়াখালায় নবনির্মিত অটো স্ট্যান্ডের উদ্বোধন

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৮ জুলাই ঃ দীর্ঘদিন যাবত বাড়ুইপাড়া ফুরফুরা ভায়া শিয়াখালা রুটের অটোগুলি শিয়াখালা চৌমাথায় দাঁড়িয়ে থাকার ফলে সব সময় এই গুরুত্বপূর্ণ এলাকাটিতে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হতো। ছোটখাটো দুর্ঘটনাও ঘটে যেতো অনেক সময়। সেই সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য এখানে একটি স্থায়ী অটোস্ট্যান্ড তৈরীর বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হয়। এলাকার মানুষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং ফুরফুরা উন্নয়ন পর্ষদের অর্থানুকুলে এবং শিয়াখালা গ্রাম পঞ্চায়েত ও স্থানীয় মানুষের প্রচেষ্টায় আজ শিয়াখালায় নবনির্মিত এই অটোস্ট্যান্ডের উদ্বোধন করলেন হুগলি জেলা পরিষদের বিদায়ী পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সুবীর মুখার্জি। ওই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চন্ডীতলা এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী সহ-সভাপতি মলয় খাঁ, শিয়াখালা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সূর্যকান্ত ঘোষাল তাপস মুখার্জি নবনির্বাচিত জেলা পরিষদ সদস্যা শুভ্রা ঘোষ সহ অটোচালক ও মালিক বৃন্দ। অনুষ্ঠানে বিদায়ী পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সুবীর মুখার্জি বলেন এই নতুন অটো স্ট্যান্ড রক্ষা করার দায়িত্ব অটোচালকদের

এটি যাতে সুন্দরভাবে রক্ষা করা যায় সেটা অটোচালকদের এবং মালিকদেরই দেখতে হবে। তিনি বলেন ফুরফুরা উন্নয়ন পর্ষদের অর্থানুকুলে এবং এলাকার মানুষের সহযোগিতায় এখানে একটি নিকাশি ড্রেন নির্মিত হয়েছে সাথে সাথে এই অটো স্ট্যান্ডটি তৈরি হলো যাতে করে আগামী দিনে অটো চালকরা সুন্দরভাবে এখান থেকে অটো চালাবার সুযোগ পাবেন। আগামী দিনে এখানে যাতে সুলভ শৌচাগার এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা করা যায় সেটা নিশ্চয়ই আমরা দেখব। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন শিক্ষক সুব্রত ভট্টাচার্য্য চন্ডীতলা এক নম্বর ব্লকের বিদায়ী সহ সভাপতি মলয় খাঁ, তাপস মুখার্জি সূর্যকান্ত ঘোষাল প্রমুখ।অটো চালকদের পক্ষে বিকাশ দাস জানান এই রুটে ১৩০ টি অটো চলাচল করে আমরা যাতে আরো সুন্দরভাবে পরিষেবা দিতে পারি তার জন্য আমরা সব সময় সচেষ্ট, আজকের এই নতুন অটো স্ট্যান্ড আমাদের এই পরিষেবার দেওয়ার ক্ষেত্রে এক নব দিগন্ত খুলে দিল। অনুষ্ঠানে বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

চিকিৎসা করাতে এসে শ্লীলতাহানীর শিকার যুবতী মহিলা, চিকিৎসকের উপর চড়াও এলাকাবাসী

দুরন্ত বার্তা, বড়ঞা, ২৮ জুলাই ঃ ডাক্তার দেখাতে গিয়েছিল মেয়ে, কিন্ত কিছুক্ষণ পর মেয়ে কান্না করতে করতে বাড়ি ফিরে। বাবা জিজ্ঞেস করেন কী হয়েছে! লজ্জায় মেয়ে মুখ খুলতে না পেরে অবশেষে মায়ের কাছে সব কিছু খুলে বলেন মেয়ে। ডাক্তারবাবু এর আগেও আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছিল আজকেও করেছে। এরপরই গ্রামের মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়েন। হোমিওপ্যাথী চিকিৎসকের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগে চিকিৎসকের উপর চড়াও হয়ে চেম্বারে বিক্ষোভ দেখালো উত্তেজিত জনতা। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে বড়ঞা থানার অন্তর্গত আন্দি হাইস্কুলের সন্নিকটে হোমিও এবং আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক বিমল মন্ডলের চেম্বারে। শুকবার বেলা ১২ টা নাগাদ এই গ্রামেরই একটি অষ্টাদশী মহিলা চিকিৎসা করাতে আসেন সেই সময় চিকিৎসার নামে বিভিন্ন ভাবে মেয়েটিকে শ্লীলতাহানি করে বলে পরিবারের অভিযোগ। এই খবর জানাজানি হতেই স্থানীয় এলাকার মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়েন চিকিৎসক বিমল মন্ডলের উপর চড়াও হন এবং চেম্বারের সামনে বিক্ষোভ দেখান। সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছান বড়ঞা থানার পুলিশ। শুরু হয় পুলিশের সঙ্গে গ্রামবাসীর বাকবিতন্ডা। বেশ কিছুক্ষণ পর চিকিৎসকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ডাক্তার বাবুর নামে এর আগেও অনেক অভিযোগ উঠেছে। গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে আগেও সতর্ক করা হয়েছিল। গ্রামের অনেক মহিলা লজ্জা শরমে মুখ খুলতে চাইনি। এছাড়াও ডাক্তারের বিরুদ্ধে আর অভিযোগ তিনি ডাক্তারি কোনো পরীক্ষা না দিয়ে বিনা সার্টিফিকেটে চিকিৎসা করান বছর দুয়েক থেকে। যদিও চিকিৎসক বিমল মন্ডল শ্লীলতার অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন - কোথায় ভুল বোঝা বুঝি হয়েছে। আমি মা-বোনেদের সম্মানের চোখে দেখি।

যাত্রীসাথী নামে নয়া অ্যাপ চালু করা হচ্ছে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৮ জুলাই ঃ যাত্রীসাথী নামে নয়া অ্যাপ চালু করা হচ্ছে। যার পাইলট প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। এবার থেকে এই অ্যাপের মাধ্যমেই হাওড়া স্টেশনে পাওয়া যাবে ট্যাক্সি। শুক্রবার হাওড়া স্টেশনে এসে যাত্রীরা জানতে পারেন এই অ্যাপের বিষয়ে। এই নিয়ে হাওড়া স্টেশনে আসা এক যাত্রী জানান, কিভাবে এই অ্যাপ ব্যবহার করতে হয় তিনি জানেন না। অনলাইন হয়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন। আরেক এক যাত্রী বলেন, আগে প্রি-পেড বুথ থেকে স্লিপ দেওয়া হতো। তা দেখে ট্যাক্সি নেওয়া হতো। এখন মোবাইল থেকে বুক করতে হচ্ছে। হাওড়া সিটি পুলিশের ডিসি ট্রাফিক অর্ণব বিশ্বাস জানান, যাত্রীসাথী একটা অ্যাপ ক্যাব বুকিং। ১ সপ্তাহ ধরে পাইলট প্রোজেক্ট চলছে। রাজ্য সরকারের তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগ এটা করছে।

মণিপুরের ঘটনার বিরুদ্ধে আলিপুরদুয়ারে প্রতিবাদ

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৮ জুলাই ঃ মণিপুরের ঘটনার প্রতিবাদে শুক্রবার আলিপুরদুয়ার জেলা জুড়ে প্রতিবাদ মিছিল ও প্রতিবাদ পথ সভা করল তৃণমূল যুব কংগ্রেস। শুক্রবার সন্ধ্যায় তৃণমূল যুব কংগ্রেসের কালচিনি ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে কালচিনি এলাকায় প্রতিবাদ মিছিল বের করা হল। মিছিলটি কালচিনি থানা ময়দান থেকে শুরু হয়.বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে। এরপর কালচিনি এলাকা এক প্রতিবাদ পথসভা করা হয়। এদিনের কর্মসূচিতে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি রাজ কমল ভাগত, তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা নেতা গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, তৃণমূল কালচিনি ব্লক সভাপতি বীরেঃদ্র বারা ওঁরাও, তৃণমূল যুব কংগ্রেসের কালচিনি ব্লক সভাপতি পবন লামা সহ ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত নেতৃত্ব ও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।পরদিকে মাদারিহাটে ও হাসিমারা এলাকায় তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মণিপুরের ঘটনার প্রতিবাদে এদিন প্রতিবাদ মিছিল ও পথসভা আয়োজিত হয়।

COMFORT FINCAP LIMITED

CIN: L65923WB1982PLC035441
Registered Office: 22, Camac Street, Block 'B', Kolkata- 700016, West Bengal;
Corporate Office.: A-301, Hetal Arch,Opp. Natraj Market, S.V.Road, Malad (West), Mumbai- 400064;
Phone No.: 022-6894-8500/08/09, Fax: 022-2889-2527; Email: info@comfortfincap.com; Website: www.comfortfincap.com

EXTRACT OF THE UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2023

(Rs. in Lakh, except EPS)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended 30.06.2023 (Unaudited)	Quarter ended 31.03.2023 (Audited)	Quarter ended 30.06.2022 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2023 (Audited)
1	Total Income	342.54	295.78	396.83	1473.28
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional items)	206.25	128.36	169.72	657.84
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax, (after Exceptional items)	206.25	128.36	169.72	657.84
4	Net Profit / (Loss) for the period (after Tax, Exceptional items, and share of Profit/ (Loss) of associates)	150.52	93.87	125.13	488.22
5	Total Comprehensive Income/(Loss) for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income/Loss (after tax)]	150.52	93.87	125.13	488.22
6	Equity Share Capital (Face Value Rs. 02/- each) (Refer Note no. 4)	1085.13	1085.13	1085.13	1085.13
7	Reserves (excluding revaluation reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous accounting year)	0.00	0.00	0.00	3923.04
8	Earnings Per Share (EPS) Basic & Diluted (par value Rs. 02/- each) (Refer Note no. 4)	0.28*	0.17*	0.23*	0.90

*Not Annualised

Notes:
1. The above unaudited financial results are reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on July 28, 2023.
2. The above is an extract of the detailed format of unaudited consolidated financial results for the quarter ended June 30, 2023 filed with the Stock Exchange(s) under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results (standalone and consolidated) are available on the Company's website at www.comfortfincap.com and on the website of the Stock Exchange(s) where the Company's shares are listed i.e. at www.bseindia.com and www.cse-india.com.
3. The extract of the unaudited standalone financial results for the quarter ended June 30, 2023 of Comfort Fincap Limited is as under:

(Rs. in Lakh)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended 30.06.2023 (Unaudited)	Quarter ended 31.03.2023 (Audited)	Quarter ended 30.06.2022 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2023 (Audited)
1	Total Income from operations	342.41	295.64	395.58	1466.10
2.	Profit/(Loss) before tax	206.25	128.36	169.72	657.84
3.	Profit/(Loss) for the period	150.52	93.87	125.14	488.23

4. Subsequent to quarter ended 31st March 2023, the equity shares of the Company were splited/sub-divided such that each equity share having face value of INR 10/- (Rupees Ten only), fully paid-up, was sub-divided into five (5) equity shares having face value of INR 2/- (Rupees Two only) each, fully paid-up with effect from 05th May, 2023 (Record Date). The Earning Per Share (EPS) of the current quarter and all comparative periods presented above have restated to give effect of the share split.

For and on behalf of the Board of Directors of Comfort Fincap Limited
Sd/-
Apeksha Kadam
Director
DIN: 08878724

Place: Mumbai
Date: July 28, 2023

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **E.E. (E)/Ltg./Z-I/Br.-III, KMC** invites E-tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No.: LTG/179/WD-29/BR-III/Z-I/23-24
Name of Work: **Installation of mini high mast light in front of different Mosques in Ward No.-29.** Estimated Amount: ₹ **3,49,232.14**. Earnest Money: ₹ **7,000.00**.
(2) NIT No.: LTG/178/WD-34/BR-III/Z-I/23-24
Name of Work: **Improvement works of lighting arrangement at Barowaritola Road and other places in Ward No.-34.** Estimated Amount: ₹ **2,99,298.83**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**.
(3) NIT No.: LTG/59/WD-29/BR-III/Z-I/23-24
Name of Work: **Repairing and maintenance work of street lighting system at Chamru Singh Lane and other places in Ward No.-29.** Estimated Amount: ₹ **1,86,956.05**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of completion: **30 Days** (For Sl. No. 1 to 3). Last date and time of submission of Bid: **09.08.2023 (1 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **28.07.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 3).

The **E.E. (E)/Ltg./Z-III, KMC** invites tender online, two part Bid system for the following work:
NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/222
Name of Work: **Repairing of bustee lighting system at Behari Doctor Road, Bokul Bagan Road and other bustee areas in Ward No.-72.** Estimated Amount: ₹ **1,49,142.66**. Earnest Money: ₹ **3,000.00**. Period of completion: **30 Days**. Last date and time of completion of Bid: **08.08.2023 upto 2 p.m.** Tender Opening Date: **09.08.2023 at 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **28.07.2023 from 2 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **E.E. (E)/Ltg./Z-IV, KMC** invites tender online, two part Bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/127/23-24 (2nd Call)
Name of Work: **Supply of LED fittings at Subodh Park, Usha Park, H.L. Sarkar Road etc. areas in Ward No.-112, Br.-XI.** Estimated Amount: ₹ **2,49,688.00 as per Boq**. Earnest Money: ₹ **5,000.00**. Period of Completion: **10 days.**
(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/154/23-24 (2nd Call)
Name of Work: **Improvement of bustee lighting arrangement by LED street light fitting at Janata Colony, Porakhola, Purba Simanta Bag etc. Bustee and its surrounding area in Ward No.-112, Br.-XI.** Estimated Amount: ₹ **2,97,231.77**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **20 days.** Last date and time of completion of Bid: **07.08.2023 upto 12 Noon** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **28.07.2023 from 12 Noon** (For Sl. No. 1) & **28.07.2023 from 2 p.m.** (For Sl. No. 2) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 & 2).
(3) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/157/23-24
Name of Work: **Maintenance of street light in view of safety at different areas in Ward No.-113, Br.-XI.** Estimated Amount: ₹ **1,97,290.37**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**.
(4) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/158/23-24
Name of Work: **Maintenance of street light in view of safety at different areas in Ward No.-114, Br.-XI.** Estimated Amount: ₹ **1,98,515.50**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**.
(5) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/156/23-24
Name of Work: **Maintenance of street light in view of safety at different areas in Ward No.-112, Br.-XI.** Estimated Amount: ₹ **1,97,139.88**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **20 days** (For Sl. No. 3 to 5). Last date and time of completion of Bid: **08.08.2023 upto 12 Noon** (For Sl. No. 3 to 5). The bid forms and other details are available on and from **01.08.2023 from 2 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 3 to 5).

The **E.E. (E)/Ltg./Z-V/Br.-XIV, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works:
(1) NIT No.: LTG/XIV/39/23-24/131/B
Name of Work: **Repairing and Renovation of Bustee Lighting Arrangement at Guha Para, Kalimata Colony, Babupara and other Bustee areas in Ward No.-131.** Estimated Amount: ₹ **1,48,182.00**. Earnest Money: ₹ **3,000.00**.
(2) NIT No.: LTG/XIV/40/23-24/132/B
Name of Work: **Repairing and Renovation of Bustee Lighting Arrangement at 10 No. Bustee, 51 No. Bustee, Cocola Bustee and other Bustee areas in Ward No.-132.** Estimated Amount: ₹ **1,48,336.00**. Earnest Money: ₹ **3,000.00**.
(3) NIT No.: LTG/XIV/50/23-24/128/B
Name of Work: **Repairing and Renovation of Bustee Lighting Arrangement at Bankim Pally, Vidyasagar Colony and other Bustee areas in Ward No.-128.** Estimated Amount: ₹ **1,48,443.00**. Earnest Money: ₹ **3,000.00**. Period of Completion: **20 days** (For Sl. No. 1 to 3). Last date and time of submission of Bid: **11.08.2023 (4 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **28.07.2023 (4 p.m.)** from the website **https://wbetenders.gov.in** (For Sl. No. 1 to 3). **(500/23-24)**

দীনেশ কার্তিকের মতে

‘বিশ্বকাপে টিম ইন্ডিয়ার স্কোয়াডে অবশ্যই থাকা উচিত সূর্যকুমারের’

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাইঃ ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ দিয়ে এ বছরের বিশ্বকাপের প্রস্তুতি শুরু করল ভারত। শেই হোপদের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর পর জয় দিয়ে ওডিআই সিরিজ শুরু করে দিল মেন ইন ব্লু। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট এখন থেকে ওডিআই বিশ্বকাপের জন্য সকল ক্রিকেটারদের পরখ করে নিচ্ছে। এরই মাঝে দেশ-বিদেশের প্রাক্তন ক্রিকেটাররা এ বারের ক্রিকেট বিশ্বকাপে তাঁদের প্রিয় দল কোনটি, একাদশে থাকার মতো ক্রিকেটারদের বেছে নিচ্ছেন। ভারতের এক সিনিয়র তারকা ক্রিকেটার মনে করেন, টিম ইন্ডিয়ার ওডিআই বিশ্বকাপের স্কোয়াডে অবশ্যই সূর্যকুমার যাদবকে রাখা উচিত। কে বলছেন এমন কথা? আর কেন? ভারতের উইকেটকিপার-ব্যাটার দীনেশ কার্তিক মনে করেন, এ বারের ওডিআই বিশ্বকাপে অবশ্যই সূর্যকুমারকে দলে রাখা উচিত। তিনি মনে করেন, একাদশে চতুর্থ নম্বরে সূর্যকে ভাবা যেতে পারে। ডিকের মতে, ঘরের মাঠে প্রতিপক্ষকে মাত করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন সূর্য। কার্তিক বলেন, ‘‘ও বিশ্বমানের ক্রিকেটার। কিন্তু সেই অর্থে ওডিআই ক্রিকেটে ছাপ ফেলতে পারেনি। এর আগে শেষ বার যখন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে খেলেছিল, ভালো পারফর্ম করতে পারেনি। তিন বার শূন্যে আউট হয়েছিল। কিন্তু আইপিএলে দেখিয়েছে ও কী করতে পারে। ও টি-২০ ক্রিকেটের অন্যতম সেরা ব্যাটার। আমার মনে হয়, ওকে রেখেই ওডিআই বিশ্বকাপের স্কোয়াড ঘোষণা করা উচিত।’’ পাশাপাশি কার্তিক মনে করেন দেশের মাটিতে ক্রিকেট বিশ্বকাপে এ বার যুজবেন্দ্র চাহালের একটা বিরাট ভূমিকা থাকবে। একজন লেগ স্পিনার দেশের মাঠে প্রতিপক্ষদের চাপে ফেলার জন্য যথেষ্ট। এই নিয়ে তিনি বলেন, ‘‘চাহাল যে খুব বেশি ম্যাচে খেলেছে তেমনটা মনে পড়ছে না। ওর সঙ্গে কুলদীপ যাদবের একটা লড়াই চলছে। দলে জায়গা পাওয়ার জন্য। এই দুই স্পিনারই গুরুত্বপূর্ণ।’’

জাপান ওপেনের সেমিফাইনালে লক্ষ্য, বিদায় ‘সা-চি’ জুটির

টোকিও, ২৮ জুলাইঃ টানা ১২ ম্যাচ অপরাজিত থাকার রেকর্ড গড়েছিলেন ভারতের সাত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি ও চিরাগ শেট্টি। এ বার অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন চাইনিজ তাইপেই জুটির কাছে আটকে গেলেন বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ের ২ নম্বরে থাকা সাত্বিক-চিরাগ। দুরন্ত ছন্দে থাকা সাত্বিক-চিরাগদের জাপান ওপেন সফর শেষ হল। অন্যদিকে এই টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে পৌঁছে গেলেন ভারতের তরুণ ব্যাডমিন্টন প্লেয়ার লক্ষ্য সেন। এই নিয়ে লক্ষ্য বিডব্লুএফ ওয়ার্ল্ড টুরের টানা তিনটি টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে উঠলেন। টোকিওয় চলা জাপান ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে চাইনিজ তাইপে জুটির বিরুদ্ধে নেমেছিলেন সাত্বিক-চিরাগ। অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন লি ইয়াং এবং ওয়াং চি-লিনের বিরুদ্ধে ১ ঘণ্টা ১০ মিনিটের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয় চিরাগদের। প্রথম গেমে চাইনিজ তাইপে জুটির কাছে ২১-১৫ ব্যবধানে হারেন ভারতীয় তারকা শাটলার জুটি। এরপর দ্বিতীয় গেমে লড়াই হয় কাঁটায় কাঁটায়। এবং দ্বিতীয় গেম ২৫-২৩ ব্যবধানে জিতে ম্যাচে ফেরেন সাত্বিক-চিরাগ। এরপর নির্ণায়ক গেমেও লড়েন সাত্বিকরা। কিন্তু শেষ অবধি ২১-১৬ ব্যবধানে তৃতীয় গেম জিতে সেমিফাইনালের টিকিট পায় চাইনিজ তাইপে জুটি। আর জাপান ওপেন যাত্রা শেষ হয় সাত্বিকদের। জাপান ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে লক্ষ্য সেনের সামনে ছিলেন জাপানি ব্যাডমিন্টন প্লেয়ার কোকি ওয়াতানাবে। ২০২১ সালের ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ পদক পাওয়া লক্ষ্য সেন জাপানি শাটলারের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই ছন্দে ছিলেন। র‍্যাঙ্কিংয়ে ১৩ নম্বরে লক্ষ্য আর ৩৩ নম্বরে ওয়াতানাবে। জাপানি শাটলার ওয়াতানাবে যেমন র‍্যাঙ্কিংয়ে লক্ষ্যর থেকে পিছিয়ে, তেমনই কোর্টেও তিনিই পিছিয়ে ছিলেন। যার ফলে ২১-১৫, ২১-১৯ ব্যবধানে ম্যাচ জিতে সেমিফাইনালে পৌঁছে গেলেন আলমোরার ছেলে লক্ষ্য সেন।

বুমরা ১০০ শতাংশ ফিট, জানালেন শাহ

মুম্বই, ২৮ জুলাইঃ ভারতীয় শিবিরে খুশির হাওয়া। জাতীয় দলে কামব্যাকের পথে এক অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। ক্যারিবিয়ান সফরের মাঝপথেই রোহিত শর্মাদের জন্য সারপ্রাইজ। একইসঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীরাও এই খবর শুনে উচ্ছ্বসিত। বিসিসিআই সক্রেটারি জয় শাহ জানিয়েছেন, জসপ্রীত বুমরা পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছেন। বর্তমানে বুমরার ঠিকানা যদিএ এনসিএ। সেখানেই চলছে ২২ গজে ফেরার জোরকদমে প্রস্তুতি। এরপর প্রশ্ন তা হলে বুম বুম ফের কবে মাঠে ফিরছেন? চলতি জুলাইতেই শোনা গিয়েছিল, ভারতের আয়ার্ল্যান্ড সিরিজে টিমে থাকতে পারেন জসপ্রীত বুমরা। যদিও পুরো বিষয়টাই নির্ভর করছিল বুমরার ফিটনেসের উপর। এ বার বিসিসিআই সেক্রেটারি জয় শাহ জানিয়ে দিলেন, জসপ্রীত বুমরা ১০০ শতাংশ ফিট। এবং তিনি আগামী মাসে ভারতের আয়ার্ল্যান্ড সিরিজে যেতে পারেন। এনসিএতে প্রতিদিনই নিয়মিত বোলিং অনুশীলন করছেন জসপ্রীত বুমরা। বিশ্বকাপের আগে বুমরার অ্যাকশনে ফেরা প্রয়োজন। কিন্তু তাঁকে নিয়ে কোনও তাড়াহুড়ো করতে চায় না ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। তবে তিনি কতটা ফিট তা জানার জন্য ম্যাচ খেলা প্রয়োজন। তাই তাঁকে আয়ার্ল্যান্ড সিরিজে পাঠানো হতে পারে। চলতি সপ্তাহে ভারতের আয়ার্ল্যান্ড সিরিজের দল ঘোষণা হতে পারে। আইরিশদের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজ খেলবে ভারত। সেই ম্যাচগুলি হবে ১৮, ২০ ও ২৩ আগস্ট। বর্তমানে জসপ্রীত বুমরা, লোকেশ রাহুল, শ্রেয়স আইয়ার, ঋষভ পন্থ ও প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ এনসিএতে ইনজুরির রিহ্যাব করছেন। প্রেস কনফারেন্সে বিসিসিআই সচিব জয় শাহ বলেছেন, ‘‘এই ক্রিকেটাররা নিজেদের থেকে ফিট বলে ঘোষণা করার কোনও সময় সীমা নেই। তবে আয়ার্ল্যান্ড সিরিজের পর থেকে নির্বাচনে ধারাবাহিকতা থাকবে। কোনও ম্যাচ না খেলে কোনও ক্রিকেটারকে বিশ্বকাপের স্কোয়াডে অন্তর্ভূক্ত করা হবে না।’’

বিশ্বকাপে থাকছে না ই-টিকিট, দর্শকদের জন্য বিশেষ বার্তা দিলেন জয় শাহ

মুম্বই, ২৮ জুলাইঃ ঠিক এক মাস আগে ওডিআই বিশ্বকাপের সূচি ঘোষণা হয়েছিল। কিন্তু কবে থেকে মিলবে আইসিসি মেগা ইভেন্টের টিকিট? তা নিয়ে কোনও তথ্য নেই। এ বার আসন্ন ওডিআই বিশ্বকাপের টিকিট নিয়ে বড়সড় আপডেট। যা শুনে অনেক ক্রিকেট প্রেমী মুষড়ে পড়েছেন। কারণ, বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে অনলাইনের ছোঁয়া সর্বত্র। আর এ বারের বিশ্বকাপে কিনা থাকছে না ই-টিকিট! হ্যাঁ এই কথা সত্যি। বিসিসিআই সেক্রেটারি জয় শাহ জানিয়েছেন, দেশের মাটিতে হতে চলা বিশ্বকাপে ই-টিকিটের সুবিধে পাবেন না দর্শকরা। তা হলে কী করতে হবে ভারতে অনুষ্ঠিত হতে চলা বিশ্বকাপ উপভোগ করতে চাওয়া দর্শকদের? ভারতের মাটিতে হতে চলা ওডিআই বিশ্বকাপের টিকিট অনলাইনে বুক করা গেলেও ম্যাচ দেখতে যাওয়ার সময় ই-টিকিট দেখালে চলবে না। পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন বিসিসিআই সেক্রেটারি জয় শাহ। অর্থাৎ, অনলাইনে টিকিট বুক করার পর দর্শকদের সেই টিকিটের হার্ড কপি সংগ্রহ করতে হবে। বিসিসিআই সচিব জয় শাহ জানান, এখন ই-টিকিটের ব্যবস্থা করতে পারছে না বোর্ড। টিকিটের

হার্ড কপি থাকলে তবেই দর্শকরা মাঠে প্রবেশ করতে পারবেন। ৭-৮টি কেন্দ্র থেকে ফিজিক্যাল টিকিট সংগ্রহ করতে হবে দর্শকদের। জয় শাহ আরও বলেন, ‘‘আমেদাবাদ এবং লখনউয়ের মতো বেশি দর্শক আসনের ভেনুতে ই-টিকিটের ব্যবস্থা করা কঠিন। বিসিসিআই দ্বি-পাক্ষিক সিরিজে আগে ই-টিকিট চালু করবে। তারপর বিশ্বকাপের মতো মাল্টি-নেশন ইভেন্টে ই-টিকিটের সুবিধে আনবে।’’ ওডিআই বিশ্বকাপের আর মাত্র কয়েক মাস বাকি। এখনও অবধি টুর্নামেন্টের টিকিট বুকিং সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। এই নিয়ে জয় শাহ জানান, শীঘ্রই বিসিসিআই এবং আইসিসি যৌথ ভাবে টিকিট সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য ঘোষণা করবে। তিনি বলেন, ‘‘টিকিটের বিষয়ে রাজ্য সংস্থাগুলির সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। ৯০ অ্যাসোসিয়েশন ম্যানিফেস্ট নিয়ে এসেছিল। এক-দু’টি সংস্থার কাছে তা প্রস্তুত ছিল না। এর জন্য আমরা তাদের সোমবার অবধি সময় দিয়েছি। এর পর আইসিসি এবং বিসিসিআই যৌথ ভাবে টিকিটের মূল্য সহ সব তথ্য ঘোষণা করবে।’’

সম্পত্তির নিরিখে ক্রিকেটারদের ধারেকাছে নেই সুনীল ছেত্রী

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাইঃ ভারতীয় ফুটবলকে ৩৮ বছর বয়সেও একের পর এক সাফল্য এনে দিচ্ছেন। ব্লু টাইগারদের ক্যাপ্টেন তিনি। সুনীল ছেত্রী। তাঁকে অনেকে ফুটবলের মহেন্দ্র সিং ধোনি। ভারতীয় ফুটবলকে বিশ্বমঞ্চে প্রসারিত করে চলেছেন সুনীল। ২০০৫ সাল থেকে ভারতের সিনিয়র টিমের হয়ে খেলছেন। এখনও অবধি দেশের হয়ে ১৪২টি ম্যাচে খেলেছেন সুনীল। তাতে গোলসংখ্যার দিক থেকে সুনীল ছেত্রী বেশ ধনী। কারণ, ভারতের হয়ে এই ১৪২টি ম্যাচে ৯২টি গোল করেছেন সুনীল ছেত্রী। এই ভারতীয় কিংবদন্তি ফুটবলার আসলে কতটা ধনী? অর্থাৎ মোট সম্পত্তির দিক থেকে তিনি কতটা ধনী? ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক বিরাট কোহলির সঙ্গে খুব ভালো বন্ধুত্ব সুনীল ছেত্রীর। তাঁদের মধ্যে অনেক মিলও পাওয়া যায়। কিন্তু মোট সম্পত্তির দিক থেকে তাঁদের মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক। শুধু তাই নয়, সুনীলকে যেহেতু ভারতীয় ফুটবলের মহেন্দ্র সিং ধোনি বলা হয় তাই, যদি মাহির সম্পত্তির পরিমাণ দেখা হয় সেটাও বেঙ্গালুরু এফসির অধিনায়কের থেকে বেশি। স্টকগ্রো-র তথ্য অনুযায়ী বিরাট কোহলির মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১০৫০ কোটি টাকা। মাহির মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১০০০ কোটি টাকার বেশি। এ দিকে সুনীল ছেত্রীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১২.৩০ কোটি টাকা। বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী, সুনীল ছেত্রীর বার্ষিক আয় ৮০ লক্ষ টাকা থেকে ১ কোটি টাকার কাছাকাছি। এই টাকা তিনি পান ফুটবল খেলে এবং বিজ্ঞাপন থেকে। বিভিন্ন ব্র্যান্ড এন্ডোর্সমেন্ট ও বিনিয়োগের সঙ্গেও যুক্ত সুনীল ছেত্রী। যদিও এই খাতে তিনি কত টাকা উপার্জন করেন তা জানা নেই। ২০১১ সালে ভারতীয় অধিনায়ক বাইচুং ভুটিয়া অবসর নেওয়ার পর সুনীল ছেত্রীর উপর চাপ বেড়ে যায়। এরপর তাঁর কাঁধে গিয়ে পড়ে ভারতের দায়িত্ব। ১৮ বছরের কেরিয়ারে সুনীল প্রচুর সাফল্য পেয়েছেন। বিশ্ব ফুটবলে সর্বাধিক গোলদাতাদের দিক থেকে সুনীল ছেত্রী চতুর্থ স্থানে রয়েছেন। আর সক্রিয় ফুটবলারদের দিক থেকে সুনীল ছেত্রী রয়েছেন তৃতীয় স্থানে।

আপাতত চ্যাম্পিয়নস লিগ খেলার অনুমতি পেল বার্সেলোনা

বার্সেলোনা, ২৮ জুলাইঃ বড় ধরনের অনিশ্চয়তা থেকে আপাতত মুক্তি মিলল বার্সেলোনার। রেফারিকে অন্যায়ভাবে টাকা দেওয়ার অভিযোগে দলটির চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলা নিয়ে শঙ্কা দেখা দিয়েছিল। তবে উয়েফা তাদের তদন্ত কার্যক্রম স্থগিত করে জানিয়েছে, আপাতত বার্সেলোনার চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলতে বাধা নেই। আপাতত বলতে ২০২৩-২৪ মরসুমকে উল্লেখ করেছে উয়েফা। ইউরোপীয় ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি জানিয়েছে, বার্সেলোনার বিপক্ষে ওঠা অভিযোগের বিষয়ে ভবিষ্যতে প্রমাণ পাওয়া গেলে তদন্ত কার্যক্রম আবার শুরু হবে। বার্সেলোনার বিরুদ্ধে রেফারিকে অনৈতিক অর্থ প্রদানের অভিযোগ সামনে আসে গত ফেব্রুয়ারিতে। স্পেনের প্রসিকিউর অফিস জানায়, বার্সার প্রাক্তন সভাপতি জোসেফ মারিয়া বার্তোমেউয়ের সময়ের ঘটনা সেটি। তৎকালীন লা লিগা রেফারিদের টেকনিক্যাল কমিটির সহসভাপতি মারিয়া এনরিকজ নেগ্রেইরাকে অনৈতিকভাবে অর্থ দিয়েছিল বার্সা। এ অর্থ ম্যাচের ফলাফলে প্রভাব ফেলেছে বলে অভিযোগ করা হয়। যদিও বার্সেলোনা ও নেগ্রেইরার পক্ষ থেকে তা অস্বীকার করা হয়। তাদের দাবি, দুই পক্ষের মধ্যে টাকার লেনদেন হয়েছিল পরামর্শক হিসেবে কাজের জন্য। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে তদন্ত কার্যক্রম শুরু করে উয়েফা। তবে এখন পর্যন্ত অভিযোগের সপক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ পায়নি সংস্থাটি। বৃহস্পতিবার উয়েফার আপিল বোর্ডের এক বিবৃতিতে বলা হয়, ‘২০২৩-২৪ উয়েফা ক্লাব প্রতিযোগিতায় বার্সেলোনার অংশগ্রহণ-সংক্রান্ত কার্যপ্রণালি আপাতত বন্ধ করা হয়েছে। তবে মামলার দায়িত্বে থাকা এথিকস অ্যান্ড ডিসিপ্লিনারি ইন্সপেক্টরসের (ইডিআই) অথবা প্রাক্তন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে এটি আবার শুরু হতে পারে।’ উয়েফা তাদের কার্যক্রম থামিয়ে দিলেও ইডিআইর তদন্ত চলবে জানিয়ে উয়েফা লিখেছে, ‘বার্সেলোনা স্বপ্রণোদিত হয়ে ইডিআইয়ের চলমান তদন্তে সাহায্য করতে বাধ্য থাকবে এবং তাদের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট নথিপত্র জমা দিতে হবে।’ বিবৃতিতে মামলার দায়িত্বে থাকা ইডিআইকে তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার ও শেষ করার জন্য বলা হয়েছে। উয়েফা জানিয়েছে, ইডিআই যদি বার্সেলোনার উয়েফার ক্লাব প্রতিযোগিতায় খেলার সিদ্ধান্ত পুনর্মূল্যায়ন উচিত মনে করে, তাহলে উয়েফার আপিল বোর্ডে প্রতিবেদন পাঠাবে।

মায়ামির জার্সিতে মেসিকে দেখে ‘অদ্ভুত’ লাগছে বার্সা সভাপতির

বার্সেলোনায় লিওনেল মেসির অধ্যায় অতীত হয়ে গেছে বেশ আগেই। দুই বছর পিএসজিতে কাটিয়ে আর্জেন্টাইন জাদুকর এখন ইন্টার মায়ামিতে। কিন্তু অন্য ক্লাবের জার্সিতে তাকে দেখে এখনও যেন অভ্যস্ত হতে পারেনি হুয়ান লাপোর্তার চোখ জোড়া। বার্সেলোনা সভাপতির মতে, বার্সেলোনা ও মেসি এখনও অনেকটাই সমার্থক।

বার্সেলোনা, ২৮ জুলাইঃ আলোড়ন তুলে ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর এর মধ্যে দুটি ম্যাচও খেলে ফেলেছেন মেসি। গোল করেছেন তিনটি। যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়েছে তার আগমণে। মেসির প্রাক্তন ক্লাব বার্সেলোনাও এখন যুক্তরাষ্ট্র সফরে আছে প্রাক-মরসুম প্রস্তুতি পর্বে। ক্যালিফোর্নিয়ায় তারা বৃহস্পতিবার আর্সেনালের কাছে হেরেছে ৫-৩ গোলে। পিএসজির সঙ্গে চুক্তি শেষে মেসির বার্সেলোনায় ফেরার সম্ভাবনা এবং শেষ পর্যন্ত ইন্টার মায়ামিতে নাম লেখানো, এসব নিয়ে এই কমাসে অনেকবারই সংবাদমাধ্যমে মুখ খুলেছেন লাপোর্তা। বার্সেলোনা সভাপতি এবার ইএসপিএনকে বললেন, মায়ামির জার্সিতে মেসিকে দেখে তিনি মানিয়ে উঠতে পারছেন না। ‘‘এটা অনেকটা অদ্ভুত অনুভূতি (মায়ামির জার্সিতে মেসিকে দেখা)। মেসিকে আমরা বার্সেলোনার হয়েই চিনি। আমার মনে হয়, বেশির ভাগ সমর্থকও তাকে সেভাবেই দেখে, কারণ তার ক্যারিয়ারের বেশির ভাগ বার্সাতেই কেটেছে। তবে আমরা তার সিদ্ধান্তকে সম্মান করি ও তাকে শুভ কামনা জানাই। আমাদের ফুটবলারদের জন্য সবসময় সেরাটাই চাই আমরা। সে বার্সেলোনায় এসেছিল ছেলেবেলায়, ১৪ বছর বয়সে, এখানে ২০ বছর কাটিয়েছে আমাদের সঙ্গে। আশা করি, মায়ামিতেও সে খুব খুশি থাকবে।’’ আগের মতো লাপোর্তা আবারও দাবি করলেন, মেসিকে বার্সেলোনায় ফেরাতে আগ্রহের কমতি ছিল না তাদের। তবে শেষ পর্যন্ত আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী তারকার চাওয়া ছিল ভিন্ন। ‘‘খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিলাম আমরা। ক্লাবের ‘ফিনান্সিয়াল ফেয়ার প্লে’ পরিস্থিতি একটু সামলানোর প্রয়োজন ছিল আমাদের, এজন্য সময় প্রয়োজন ছিল। শেষ পর্যন্ত লা লিগার সঙ্গে আমরা একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছিলাম, যেটায় তাকে আমরা স্কোয়াডে যোগ করতে পারি। কিন্তু প্যারিস থেকে লিও এমন পরিস্থিতির মধ্যে এসেছে, যেখানে তাকে প্রচণ্ড চাপের মধ্যে থাকতে হয়েছে। তার বাবা আমাকে বলেছেন যে, এমন একটি জায়গায় সে (মেসি) যেতে চায়, যেখানে চাপ থাকবে না। কিন্তু বার্সায় সেটা সম্ভব নয়, কারণ এখানে ফিরলে তাকে সেই নায়ক হয়েই ফিরতে হবে।’’ বার্সেলোনায় দুই দশকের অবিশ্বাস্য অধ্যায়ে চারটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, ১১টি লা লিগাসহ অনেক অনেক ট্রফি জিতেছেন মেসি। ক্লাবের জার্সিতে সবচেয়ে বেশি ম্যাচে মাঠে নামা, সবচেয়ে বেশি গোলসহ অসংখ্য ব্যক্তিগত ও দলীয় রেকর্ড-অর্জনে রাঙিয়েছেন নিজেকে। তবে লাপোর্তা বললেন, ‘‘ক্যারিয়ারের এই পর্যায়ে মায়ামিতে যোগ দেওয়াই মেসির কাছে বেশি উপযুক্ত মনে হয়েছে। মায়ামিতে ব্যাপারটি ভিন্ন। তার জন্য এই লিগ নতুন, ক্রমে উন্নতি করছে এই লিগ এবং মেসি তাদেরকে সহায়তা করতে পারে আরও এগিয়ে যেতে। এছাড়া সের্হিও বুসকেতস ও জর্দি আলবা আছে, লুইস সুয়ারেজও আসতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থকদের জন্য এটা হবে খুবই আকর্ষণীয়। এজন্যই সে মায়ামিকে বেছে নিয়েছে। আমরা তার সিদ্ধান্তকে সম্মান করি ও অনুধাবন করতে পারি।’’

চব্বিশের টি-২০ বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করল আইরিশরা

দুবাই, ২৮ জুলাইঃ ভারতের মাটিতে আর মাস দু’য়েক পর শুরু হবে ওডিআই বিশ্বকাপ। এ বারের ক্রিকেট বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন পর্ব উতরোতে না পারায় ভারতে খেলা হবে না আয়ার্ল্যান্ডের। আগামী বছর অর্থাৎ ২০২৪ সালে রয়েছে টি-২০ বিশ্বকাপ। তাতে অবশ্য খেলবেন আইরিশরা। ইউরোপ অঞ্চলের দু’টি দলের মধ্যে থেকে আগামী বছরের টি-২০ বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করেছে আয়ার্ল্যান্ড। এক ম্যাচ বাকি থাকতেই ২০২৪ টি-২০ বিশ্বকাপে খেলার টিকিট পেয়ে গেল আয়ার্ল্যান্ড। এডিনবার্গে জার্মানির বিরুদ্ধে ম্যাচ ছিল আয়ার্ল্যান্ডের। বৃষ্টিতে সেই ম্যাচ ভেস্তা যায়। ফলে আয়ার্ল্যান্ড ও জার্মানির মধ্যে পয়েন্ট ভাগাভাগি হয়ে যায়। এরপরই পরের বছরের টি-২০ বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত হয়ে যায় পল স্টার্লিংদের। আয়ার্ল্যান্ডের পাশাপাশি ২০২৪ টি-২০ বিশ্বকাপের জন্য ইউরোপ কোয়ালিফায়ার থেকে যোগ্যতা অর্জন করেছে স্কটল্যান্ডও। তারা এখন ইউরোপ অঞ্চলের টিমগুলোর মধ্যে শীর্ষে। শেষ ম্যাচে স্কটল্যান্ড নামবে আয়ার্ল্যান্ডের বিরুদ্ধে। এর আগে আয়ার্ল্যান্ড এক এক করে ইতালি, ডেনমার্ক, অস্ট্রিয়া ও জার্সিকে হারিয়েছে। জার্মানির বিরুদ্ধে ম্যাচে ১ পয়েন্ট পেলেই বিশ্বকাপের টিকিট পাকা হয়ে যেত পল স্টার্লিংদের। আর হলও তেমনটাই।

সৌদির ক্লাবে অভিষেকেই চোখ ধাঁধানো গোল বেনজেমার

রিয়াধ, ২৮ জুলাইঃ নতুন ক্লাবে অভিষেক ম্যাচে গোল করতে কে না চায়! করিম বেনজেমা এক কাঠি সরেস। শুধু নিজে গোল করা নয়, সতীর্থকে দিয়েও গোল করিয়েছেন। আর তাঁর করা গোলটিও ছিল চোখ ধাঁধানো, ঠিক যেন হারানো দিনের বেনজেমা! রিয়াল মাদ্রিদে থাকতে বাঁ প্রান্ত দিয়ে বক্সের কোনার সামনে থেকে বাঁকানো শটে অনেক গোলই করেছেন, আল ইত্তিহাদের হয়ে গতকাল অভিষেকেও দেখা গেল সেই বেনজেমাকেই। দ্যুতিময় গোলে দলকে জেতানোর পর ম্যাচের ছবিসহ পোস্ট করা টুইটে বেনজেমা লিখেছেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ’। আল ইত্তিহাদে বেনজেমার অভিষেক হয়েছে আরব ক্লাব চ্যাম্পিয়নস কাপের গ্রুপপর্বে তিউনিসিয়ার ক্লাব ইএস তিউনিসের বিপক্ষে। ম্যাচটিতে ২-১ গোলে জিতেছে আল ইত্তিহাদ। ২৬ মিনিটে ইএস তিউনিস গোল করে এগিয়ে যাওয়ার পর দলকে জেতানোর দায়িত্ব বেনজেমা যেন একার কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। ৩৫ মিনিটে বাঁ প্রান্ত থেকে দেওয়া ক্রসে হামাদুল্লাহকে দিয়ে গোল করিয়েছেন। তাঁর ক্রসে মাথা ছুঁইয়ে গোল করেন আল ইত্তিহাদের এই স্ট্রাইকার। এরপর ৫৫ মিনিটে ধরা দিয়েছে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, যখন বেনজেমার গোলটি দেখে বুঝে নেওয়া যায় ৩৫ বছর বয়সি এই স্ট্রাইকারকে কেন মরসুম প্রতি প্রায় ৮ কোটি ৬০ লাখ পাউন্ড পারিশ্রমিকে দলে টেনেছে আল ইত্তিহাদ। মাঝমাঠ থেকে সতীর্থের পাস পেয়েছিলেন বেনজেমা। দাঁড়িয়ে ছিলেন বাঁ প্রান্তে। বল পেয়েই শুরু করেন দৌড়। বক্সের কোনার মাথা পর্যন্ত আসার আগে তিউনিসের দুই ডিফেন্ডার দুই পাশ থেকে তাঁকে আটকানোর চেষ্টা করেছিলেন। এমন পরিস্থিতিতে বেনজেমা সাধারণত কী করে থাকেন রিয়ালের সমর্থকরা তা বহুবার দেখেছেন- দুই ডিফেন্ডারের মাঝ দিয়ে বাঁকানো শট। এবার তেমনই শটই নিয়েছেন রিয়ালের প্রাক্তন এই ফরোয়ার্ড। বল যথারীতি দূরের পোস্ট দিয়ে জালে! তিউনিস গোলকিপারের কিছুই করার ছিল না। তিন বছরের চুক্তিতে গত মাসে সৌদি আরবের ক্লাবটিতে যোগ দেওয়া বেনজেমাকে অভিষেক ম্যাচেই এমন চেহারায় দেখে আল ইত্তিহাদের সমর্থকদের নিশ্চয়ই পয়সা উশুল! বেনজেমার মতোই চেলসি থেকে মুক্ত খেলোয়াড় হিসেবে আল ইত্তিহাদে যোগ দেওয়া এনগোলো কান্তেরও এই ম্যাচে অভিষেক হয়েছে। ফরাসি মিডফিল্ডারকে বেঞ্চ থেকে মাঠে নামিয়েছিলেন আল ইত্তিহাদ কোচ নুনো এসপিরিতো। রবিবার এই টুর্নামেন্টে দ্বিতীয় ম্যাচে তিউনিসিয়ার দল সিএস সাফাক্সিয়ানের মুখোমুখি হবে আল ইত্তিহাদ।

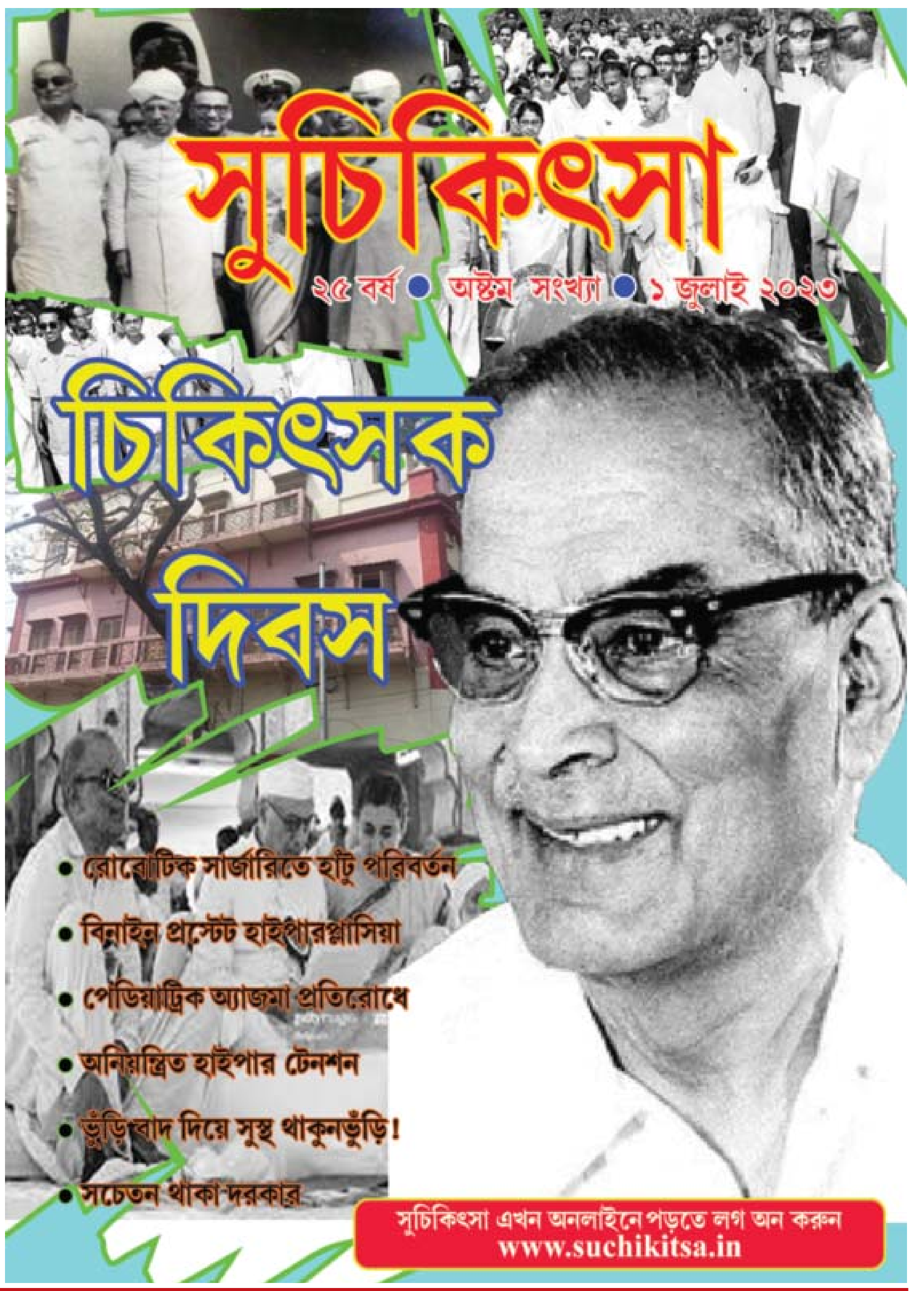

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501